উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ পৌষ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 22 December 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 213

সাদা কে সাদা **কালো কে কালো**

**বলার সাহস ক'জনের থাকে?**

**উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

আমরা খবরের গভীরে যাই, রাজনীতির ভিতরের খবর বের করে আনি।
বিশ্লেষণ যেখানে আপসহীন, খবর যেখানে ধ্রুবসত্য।

**আপনি আমাদের ভালোবাসতে পারেন, ঘৃণা করতে পারেন...
কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে উপেক্ষা করতে পারবেন না!**

uttarbangasambad.com

বিকশিত ভারত - জি রাম জি

**এখন ১২৫ দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা**

বেকার ভাতার জন্য আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা | সময়মতো মজুরি প্রদান এবং দেরি হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা | গ্রাম সভা কর্তৃক বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা (VGPP)

CBC 35101/13/0056/2526

বিকশিত ভারতের পথ প্রশস্ত করছে বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ

# রুজিরুটি নিয়ে উদ্বেগ সীমান্তের দু'পারেই

পদ্মাপারে অশান্তি

**শতাব্দী সাহা**

**চ্যাংরাবান্ধা, ২১ ডিসেম্বর :** 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়', পণ্য নিয়ে এপারে এসে বাংলাদেশি ট্রাকচালকদের গলায় যেন সেই আক্ষেপেরই সুর। 'দেশের বড় বড় শহরে গোলমাল বেধেছে, আমাদের ওখানে এখনও শান্তি আছে। এটাই আমরা চাই, কী কারণে গণ্ডগোল হচ্ছে, তার সঙ্গে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের লেনাদেনা নেই', রবিবার ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য বাংলাদেশের পাটগ্রামের ট্রাকচালক ইমরান খানের। একই সুরে সুর মেলালেন আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে ভারতীয় শ্রমিক রাজা মহম্মদও। বললেন, ট্রাকের ব্যবসাই তো মুখে ভাত তুলে দেয়, আমরা শুধু শান্তি চাই।

ওপার থেকে এপার, শান্তির পক্ষেই সওয়াল তুলছেন খেটে খাওয়া মানুষগুলো। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অস্থিরতায় ভারত ও বাংলাদেশের দুই দেশের সাধারণ মানুষ আতঙ্কে। এই অস্থিরতার ফাঁদে পড়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বন্ধ হোক, তা চান না কেউই। এই ব্যবসা ঘিরেই তো দু'পারের ব্যবসায়ীদের পেটের ভাত জোগাড় হয়। কিন্তু, ওপারের ক্রমাগত দ্বেষের প্রভাব যে কিছুটা হলেও ব্যবসায় পড়তে বাধ্য, তা এপারে এসে কার্যত স্বীকার করছেন বাংলাদেশের ট্রাকচালকরা।



*চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরে বাংলাদেশি ট্রাকের পণ্য ভারতীয় ট্রাকে তোলা হচ্ছে।*

স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ও যাত্রী যাতায়াত মোটামুটি সচল ছিল এদিনও। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজকুমার কানুর বক্তব্য, এটা আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। বাংলাদেশের যে সমস্ত ঘটনা জানতে পারছি, তা দুর্ভাগ্যজনক। যদিও বৈদেশিক বাণিজ্যে আঁচ পড়েনি। তবুও আশঙ্কায় রয়েছি। ইমিগ্রেশন চত্বর, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্র, হোটেল ব্যবসায়ীদের মধ্যেও আতঙ্কের ছাপ। বর্ডার বন্ধ হলে কী হবে?

> দেশের বড় বড় শহরে গোলমাল বেধেছে, আমাদের ওখানে এখনও শান্তি আছে। এটাই আমরা চাই, কী কারণে গণ্ডগোল হচ্ছে, তার সঙ্গে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের লেনাদেনা নেই
>
> **ইমরান খান**
> বাংলাদেশের ট্রাকচালক

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভারত ও ভুটান থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে ৪৪ ও ৩১০ গাড়ি পণ্য। আর ভারত বাংলাদেশ থেকে ২৭ গাড়ি পণ্য আমদানি করেছে। ভারত থেকে বাংলাদেশে গিয়েছেন ৯১ জন ভিসাধারী, বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন ৫১ জন ভিসাধারী যাত্রী।

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে সেইরকম প্রভাব না পড়লেও ব্যবসায় প্রভাব পড়ার শঙ্কা দেখেছেন ট্রাকচালক, শ্রমিক এমনকি ব্যবসায়ী মহল। বাংলাদেশের ইমরানের কথায়, দীর্ঘদিন থেকেই ট্রাক চালিয়ে রোজগার করি। এই গোলমালে যদি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের দুর্দিন শুরু হবে। পরিবার সহ না খেতে পেয়ে মারা যাব।' বুড়িমারির আসাদুল ইসলাম ট্রাক বোঝাই করে পণ্য নিয়ে এপারে এসেছেন। তাঁর কথায়, দুই দেশে শান্তি থাকুক। আমরা সাধারণ মানুষ শুধু এটাই চাই। এই অস্থির পরিস্থিতিতে আর মন ভালো নেই। কাটা কাপড় নিয়ে চ্যাংরাবান্ধায় এলাম। দু'মুঠো ভাতের জন্য এত পরিশ্রম করি। কিন্তু অশান্তি লাগতে কতক্ষণ।

ভারতীয় শ্রমিকরাও এই শান্তিরই পক্ষে। রাজা বলেন, আমাদের সীমান্তে প্রচুর শ্রমিক কাজ করেন, কেউ সীমান্তে রয়েছেন, কেউ রয়েছেন গোডাউনে, কেউ পাথরের বেডে। ওপারের ঝামেলার আঁচ আমাদের স্থলবন্দরে পড়লে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা! ওপারের গোলমালের মধ্যেই পণ্য খালাস করে ভারতে ফিরেছেন চ্যাংরাবান্ধার ট্রাকচালক মহম্মদ সেলিম। তাঁর অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের খোলামেলা পরিস্থিতি যেভাবে বদলে যাচ্ছে তাতে ভয় হয়। বাড়ির লোকও নিশ্চিত হতে পারছেন না। একই ভাষা, একই পরিধান হলেও, যেভাবে ওপারে পরিবেশ বদলে যাচ্ছে তাতে আমরাও আতঙ্কিত।

## টেনিকোয়েটে সাব-জুনিয়ার দলে মালদার ৬

**হরষিত সিংহ**

**মালদা, ২১ ডিসেম্বর :** ৩৭তম জাতীয় সাব-জুনিয়ার টেনিকোয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা দলে সুযোগ পেল মালদার ছয় খেলোয়াড়। এদের মধ্যে পুরুষ দলে তিনজন ও মহিলা দলে তিনজন। এছাড়াও বাংলা দলের কোচ হয়েছেন মালদার কৌশিক সাহা ও ম্যানেজার হিসাবে সুযোগ পেয়েছেন সোমা পাল। চ্যাম্পিয়নশিপ হবে কেরলে। ২২-২৬ ডিসেম্বর চলবে খেলা। তিন মাস আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খেলোয়াড়দের নিয়ে হুগলি জেলায় ট্রায়াল হয়। সেখানেই মালদার ছয়জন সুযোগ করে নেয়। বাংলা দলের মোট ১২ জন খেলোয়াড় ইতিমধ্যে কেরলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে টেনিকোয়েট খেলার প্রচলন থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে এই খেলা তেমন দেখা যায় না। তবে গত প্রায় এক বছর ধরে মালদায় এই খেলার প্রশিক্ষণ সহ স্থানীয়ভাবে টুর্নামেন্ট চলছে। আগ্রহী কিছু খেলোয়াড় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যেই তিনজন এর আগে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সিনিয়ার দলে সুযোগ পেয়েছেন। এবার পুরুষ-মহিলা মিলে ছয়জন সুযোগ করে নিয়েছে সাব-জুনিয়ার দলে। প্রত্যেক খেলোয়াড় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা। রাজ্য টেনিকোয়েট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ কর বলেন, 'নতুন খেলোয়াড়রা সাব-জুনিয়ার দলে সুযোগ করে নিয়েছে। তাদের সাফল্যতা কামনা করি।'

ভারতে স্কুল ন্যাশনাল ফেডারেশন, বেঙ্গল অলিম্পিক, ইন্ডিয়া অলিম্পিক ও ইউনিভার্সিটি মিটে এই খেলার টুর্নামেন্ট হয়। মালদার প্রশিক্ষক অসিত পাল বলেন, 'দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই খেলার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে খেলা হয় না। প্রচারের অভাব রয়েছে। আশা করি, আগামীতে টেনিকোয়েটে বাঙালিদের আগ্রহ বাড়বে।'

সাব-জুনিয়ার বাংলা ছেলেদের দলে সুযোগ পেয়েছে মালদার প্রীতম মণ্ডল, কৌশিক সরকার ও গৌরব ঘোষ। প্রত্যেকেই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। প্রীতমের বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম ৫২ বিঘা গ্রামে। বাবা ঘনশ্যাম মণ্ডল প্রাথমিক শিক্ষক। কৌশিকের বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম ৫২ বিঘা গ্রামে। বাবা পিন্টু সরকার দিনমজুর। গৌরব ঘোষ ইংরেজবাজারের শোভানগর গ্রামের বাসিন্দা। বাবা কটন ঘোষ আখের রস বিক্রেতা। মেয়েদের দলে সুযোগ পেয়েছে, অভিজ্ঞা নেপালি, আয়ুস্মিতা দাস ও কোয়েল দাস। এদেরও প্রত্যেকেই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। অভিজ্ঞা ইংরেজবাজার শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বাবা সুজন নেপালি সরকারি দপ্তরের অস্থায়ী কর্মী। আয়ুস্মিতা ইংরেজবাজার ব্লকের রামকেলির বাসিন্দা। বাবা জয়ন্ত দাস শ্রমিক। কোয়েল দাস পুরাতন মালদার সাহাপুরের বাসিন্দা, বাবা শম্ভুচরণ দাস কৃষক। এদের কারও পরিবারেরই আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তবুও জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ প্রমাণ করে তাদের পরিশ্রমের মূল্য।

## পর্যটনের মরশুমে নিয়ম বদল
# বৃহস্পতিবারেও জঙ্গল সাফারি

**শুভদীপ শর্মা ও অভিজিৎ ঘোষ**

**লাটাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২১ ডিসেম্বর :** সপ্তাহে ছয়দিন সাফারি। এই রুটিনই চলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে। এবার দেখা যাচ্ছে, আগামী ২৫ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি দুইদিনই বৃহস্পতিবার। পর্যটক, পর্যটন ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের কথা ভেবে রবিবার একটি নোটিশ জারি করে ওই দুইদিন জঙ্গল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষে গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার খোলা থাকবে। জলদাপাড়ার চিলাপাতা, মাদারিহাট, শালকুমার ও কোদালবস্তি থেকে জিপসি ও হাতি সাফারি অন্যদিনের মতোই চালু থাকবে। অন্যদিকে, বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ বড়দিনে খোলা রাখার কথা ঘোষণা করলেও, ১ জানুয়ারি নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনও কিছু জানায়নি। বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে খুশি পর্যটন ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা।

বছরের এই সময়টায় এমনিতেই গরুমারা জঙ্গল সাফারিতে বেশ ভিড়। তবে পাহাড়ের তুলনায় আলিপুরদুয়ারের পর্যটনকেন্দ্রে ভিড় কম। বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষে ভিড় কয়েকগুণ বাড়বে বলে আশায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু ওই দুটো বিশেষ দিনই বৃহস্পতিবার হওয়ায় তাঁরা চিন্তায় ছিলেন। এমনকি মৌখিকভাবে বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। পর্যটনের স্বার্থে ২৫ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি জঙ্গল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন,



*গরুমারার মেদলা নজরমিনারে ভিড়।*

'বছরের শেষ সময় পর্যটকদের ভিড় বেশি থাকে। তাই বৃহস্পতিবার হলেও সাফারি চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১ জানুয়ারি নিয়েও কয়েকদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।' এদিকে, বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ীরা দুইদিনই সাফারি চালু রাখার দাবি জানাচ্ছেন। চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম সোসাইটির কার্যনির্বাহী সভাপতি বিমল রাভার কথায়, '২৫ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি সাফারি বন্ধ থাকলে চিন্তা ছিল। সেই চিন্তা দূর হল।'

# বাঘরক্ষার বার্তা নিয়ে সুন্দরবনে গম্ভীরাশিল্পীরা

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ২১ ডিসেম্বর :** কাটছে গাছ, মারছে বাঘ/ মিছা নয়কো রটনা.../ বাঁচাইতে চাইলে ফুসফুসকে/ কাটিস না ঢাল-আঁচলকে... !

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাঁচাতে এমনই গান বাঁধলেন মালদার গম্ভীরাশিল্পীরা। এমন গানের সুর নিয়ে তাঁরা হাজির হলেন সুন্দরবনে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেসকোর আমন্ত্রণে মালদার ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত গম্ভীরা গান এবার পৌঁছে গেল জল ও জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবনে। এই বিশেষ সাংস্কৃতিক সফরে অংশ নিচ্ছে বাবলু গম্ভীরা পরিচালিত ফতেপুর গম্ভীরা দল। কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজের তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় রবিবার গোসাবার পাখিরালয় অঞ্চলের পাখিরালা মঞ্চে মালদার অন্যতম লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা মঞ্চস্থ করেন ফতেপুর গম্ভীরা দলের সদস্যরা।

মালদার গম্ভীরা এবার বাঘের ডেরায়। সুন্দরবনে এবার মালদার গম্ভীরাশিল্পীরা। সুন্দরবন বাঁচানোর জন্য ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু মণ্ডল এই ডাক পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত গৌড় কলেজের বাংলার অধ্যাপক ঋষি ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'তরাই অঞ্চলের গন্ডার, যা অনেক



*সুন্দরবনের অনুষ্ঠানে মালদার গম্ভীরাশিল্পী। রবিবার।*

সময় পথ ভুলে চলে আসত হবিবপুরের হিজলবনে। ইংরেজ শিকারিদের গুলি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য বাঁধা হয়েছিল গম্ভীরা গান। আজকে সুন্দরবনের বাঘ ও অরণ্য প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য বাবলু মণ্ডলের এই উদ্যোগকে সেই সূত্রে ইতিহাসের অনুক্রম হিসাবেই দেখতে চাইব। লৌকিক আচারের অংশটুকু বাদ দিলে গম্ভীরা ও সচেতনতার বার্তা যে প্রথম থেকেই হাত ধরাধরি করে থাকে, তরুণ গম্ভীরাশিল্পী বাবলু আবার তা প্রমাণ করলেন।'

কথা হচ্ছিল ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলুর সঙ্গে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'অনেক সময়ই মালদার মাটিতে বাল্যবিবাহ রোধে, এইডস সচেতনতায়, মাদকের বিরুদ্ধে কিংবা জাল টাকা রোধের জন্য আমাদের দল গম্ভীরা গান বেঁধেছে। আর সেই গানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করেছি আমরা। কিন্তু, এবার একদম অন্যরকম। মানুষের জন্য নয়, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সুন্দরী গাছ বাঁচাতে আমরা গান বেঁধেছি। আর রবিবার সেই গানের মাধ্যমে সুন্দরবন বাঁচিয়ে রাখতে প্রচার চালালাম। এক অনন্য অভিজ্ঞতা। বলা যায় এবার গম্ভীরা পৌঁছে গেল বাঘের ডেরায়।'

ফতেপুর গম্ভীরা দলের সদস্য শিল্পী বিবেকবরণ মণ্ডলের কথায়, 'আমাদের সুন্দরবন যাত্রা মূলত লোকসংস্কৃতি বিনিময়, পরিবেশ সচেতনতা এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে লোকগানের যোগসূত্র স্থাপন। এই আমন্ত্রণ শুধু আমাদের দলের নয়, সমগ্র মালদা জেলা ও গম্ভীরা শিল্পী সমাজের জন্য এক বিরাট সম্মান। লোকসংস্কৃতির এই উজ্জ্বল যাত্রায় মালদা আজ সত্যিই গর্বিত।' গম্ভীরা দলের আরেক শিল্পী সমিত বসাক বলছেন, 'এই প্রথম সুন্দরবনে আসা আমাদের। ঘুরতে নয়, বাঘ ও সুন্দরবন বাঁচাতে এসেছি আমরা। আমাদের এই প্রচারে যদি মানুষ সচেতন হয়, তবেই সার্থক হবে আমাদের এই সফর।'

# ১৩০ বছরের গির্জায় মিলনমেলার আয়োজন

**ভাস্কর শর্মা**

**বক্সাদুয়ার, ২১ ডিসেম্বর :** কেউ থাকেন মালয়েশিয়া, কেউ ভুটান। কেউ আবার চেন্নাই কিংবা কলকাতার নানা জায়গা থেকে আসেন। সারাবছর যে যেখানেই থাকুক না কেন বড়দিনে সকলের একসঙ্গে হওয়া চাই। বহু বছর ধরে বক্সা পাহাড়ের চুনাভাটির বাসিন্দারা এভাবেই বড়দিনের উৎসবে শামিল হন। চুনাভাটি বক্সা পাহাড়ের দুর্গম ও প্রত্যন্ত একটি গ্রাম। হাজারো সমস্যার মধ্যে প্রায় ৩০০ মানুষ ওই গ্রামে বাস করেন। বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ধর্মে খ্রিস্টান। তাঁদের উপাসনার জন্যই রয়েছে আত্মিক আরাধনা চার্চ। প্রায় ১৩০ বছরের পুরোনো ওই চার্চে বড়দিন উপলক্ষ্যে এবারও সকলে মিলিত হবেন। আগামী বৃহস্পতিবার বড়দিন। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো সেখানেও এখন সাজোসাজো রব। দেশ-বিদেশ থেকে ইতিমধ্যেই অনেকে বড়দিন উপলক্ষ্যে বাড়ি ফেরা শুরু করেছেন।

প্রায় দেড়শো-দুশো বছর আগে ফিনল্যান্ড থেকে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে কয়েকজন বক্সা পাহাড়ে এসেছিলেন। তাঁদের জন্যই ওই সময় চুনাভাটিতে একটি চার্চ তৈরি হয়েছিল। প্রথমে বাঁশের বেড়া, কাঠ এবং টিন দিয়ে চার্চটি বানানো হয়েছিল। ডুকপা সম্প্রদায়ের অনেকেই তখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে ৩০০ গ্রামবাসীর মধ্যে ২৫০ জনই খ্রিস্টান।

বর্তমানে চার্চটির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ইসমাইল ডুকপা। ইসমাইল বলেন, 'বড়দিন উপলক্ষ্যে বহু বছর ধরেই এখানে দেশ-বিদেশে থাকা বাসিন্দারা একত্রিত হন। নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।' এদিকে বড়দিন উপলক্ষ্যে এলাকায় ফিরেছেন সাঙ্গমে ডুকপা। তাঁর কথায়, 'আমি সারাবছর ভুটানে কাজ করি। আমার ভাই আবার সিঙ্গাপুরে থাকে। কিন্তু বড়দিন উপলক্ষ্যে আমরা প্রতি বছর চুনাভাটিতে ফিরে আসি।'

**NOTICE**

Date : December 22, 2025

This is to inform the general public and all tourists that in view of the festive season, the Darjeeling Zoo (PNHZP) will remain **OPEN** for visitors on the following days :

**December 25, 2025 (Thursday - Christmas Day**

**January 1, 2026 (Thursday) - New Year's Day**

Generally, the zoo observes a weekly closure on Thursdays, however, to accommodate holiday visitors, it will remain operational on these specific dates. In lieu of the above, the zoo shall remain **CLOSED** on the following days to facilitate essential maintenance :

**December 24, 2025 (Wednesday)**

**January 2, 2026 (Friday)**

Visitors are requested to plan their trips accordingly. For further information and digital ticketing, please visit the official PNHZP website.

**By Order**
**Director,**
**Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park**






## অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB-63 20140943574 নাম ভুল করে Nur Islam থাকায় দিনহাটা নোটারিতে 10.12.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আধার, এপিক, প্যান কার্ড অনুযায়ী Nur Islam Miah হলাম। পিতা মৃত বাচ্চা মিঞা, সাং সোনারহাট, নাকারজান, সিতাই। (S/M)

●

আমার P.O. RPLI Policy No. R-WB-SG-EA-28780-তে নাম ভুল থাকায় গত 04.11.25 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Ajabala Roy, Roy Ajabala এবং Manju Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/119255)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 63 20170996091 নাম ভুল থাকায় গত 08-12-25, E.M. সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Syrul Sekh এবং Synul Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। থরাইখানা, দিনহাটা, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118955)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 63 2008 0935121 আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 08-12-25, E.M., সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Paresh Chandra Das এবং Paresh Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Goutam Das, কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118956)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20110856986 আমার নাম ভুল থাকায় গত 09-12-25, E.M., সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rahim Miah এবং Md. Rahim Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ছাট গুড়িয়াহাটি, নিউ টাউন, কোতোয়ালি, কোচবিহার (পঃবঃ)। (C/118954)

●

I Pravati Das, W/o Biswajit Das, residing at Birpara Road, P.O. & Vill- Gairkata, P.S.- Banarhat, District Jalpaiguri, West Bengal, shall henceforth be known as Prabhati Das as declared before the Executive Magistrate, Jalpaiguri Sadar Court, Jalpaiguri/West Bengal vide affidavit no. 35AA 924178 dated 16/12/2015. Pravati Das and Prabhati Das both are same and identical person. (C/119830)

## ভাড়া

Godown 18x13 Feet for Rent at Lake Town, Siliguri. M : 9832688449. (C/113654)

## কর্মখালি

Chhaya Computer Career School Project Requires Computer Teachers. Cont : 91263-36407 for details.

●

সিকিউরিটি গার্ড-এর কাজের জন্য লোক লাগবে। বেতন (10-11,000/-) স্পট জয়েনিং। (M)8927299546. (C/119831)

## Job Vacancy

Rungamuttee Tea Garden Requires Fitter. Qualification : ITI/Diploma in Mechanical or equivalent. Minimum 10 (Ten) years of work experience in CTC or orthodox factory. Interested candidate may send his resume at below E-mail ID by 31st December 2025. rungamuttee.estate@amalgamated.in (C/119832)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Dulal Chandra Dutta, পিতা- Amal Chandra Dutta, ঠিকানা- নেতাজি রোড, আলিপুরদুয়ার। আমার পুত্রের (Amlan Dutta) মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট এবং মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেটে আমার নাম Dulal Chandra Dutta পরিবর্তে Dulal Ch. Dutta উল্লেখ আছে। তাই গত 13/10/2025 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st LD. Class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Dulal Ch. Dutta থেকে সংশোধন করে Dulal Chandra Dutta করা হল। Dulal Chandra Dutta এবং Dulal Ch. Dutta একই ব্যক্তি। (C/118776)

## আজ টিভিতে



খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** বেলা ১১.০০ স্কেচ (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ হামি, বিকেল ৪.১৫ আমি যে কে তোমার, সন্ধে ৭.০০ রংবাজ, রাত ১০.০০ মিস কল

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৮.৩০ নাগপঞ্চমী, দুপুর ১২.০০ কর্তব্য, বিকেল ৩.৩০ ক্রিমিনাল, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ খিলাড়ি

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ কিডন্যাপ

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ বিধাতার খেলা

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ পরশমণি

**অ্যান্ড পিকচার্স :** সকাল ৮.৩০ প্লেয়ার্স, বেলা ১১.৩০ রাধে, দুপুর ১.৪০ কৃশ-থ্রি, বিকেল ৪.৩৫ কিক

**কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড :** দুপুর ১২.২০ রাজকুমার, বিকেল ৩.৫০ দিল হ্যায় তুমহারা, সন্ধে ৬.৫০ বিশ্বাত্মা, রাত ১০.০০ যশবন্ত

**সোনি ম্যাক্স টু :** বেলা ১১.০১ জওয়ানি জিন্দাবাদ, দুপুর ২.০২ বীরগতি, বিকেল ৫.০৩ ডাকাত, সন্ধে ৭.৪৯ অনাড়ি, রাত ১১.১১ ইলজাম

**স্টার গোল্ড :** বেলা ১১.১১ ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি, দুপুর ১.১০ থামাডু, বিকেল ৪.২৮ ফাইটার, সন্ধে ৭.৫০ ভুল ভুলাইয়া, রাত ১০.৫৮ গব্বর ইজ ব্যাক



হামি দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ



ভুলভুলাইয়া সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড

**জি অ্যাকশন :** সকাল ১০.৪২ ম্যায় হুঁ রাখওয়ালা, দুপুর ১.২৭ সবসে বড়া খিলাড়ি, বিকেল ৪.৩০ সূরয়া-থ্রি



হ্যারি পটার : উইজার্ডস অফ বেকিং সন্ধে ৭.০০ টিএলসি হিন্দি

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সৃজনমূলক কাজে ব্যস্ত থেকে মানসিক তৃপ্তি। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগে সুফল মিলবে। পৈতৃক সূত্রে লাভবান হবেন। বৃষ : পাওনা আদায়ে কোনওরকম জোর করবেন না। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে আপনার সামান্য ভুলেই সংকটের অবস্থা তৈরি হবে। ভাইয়ের সহায়তা পেয়ে খুশি হবেন। কর্কট : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে স্বজনের সঙ্গে চলা বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। বাবার সঙ্গে অহেতুক মতপার্থক্য। সিংহ : বস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। পথে চলতে সতর্ক থাকা দরকার। নতুন কোনও কাজে হাত দিলে সফলতা আসবে। কন্যা : সংসারের কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। আনন্দানুষ্ঠানে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যা। তুলা : দাম্পত্যের মধ্যে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির প্রবেশে শান্তি বিঘ্নিত করবে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। বৃশ্চিক : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। ধনু : অর্থাগমে বিলম্ব হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে রাজনীতির বলয়ে প্রবেশ না করাই ভালো। স্নায়ুরোগে দুর্ভোগ। মকর : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ অভিজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে করুন। রত্ন, লৌহ, কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। কুম্ভ : হঠাৎ কোনও মূল্যবান সম্পদ হাতে আসতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে দায়িত্ব বৃদ্ধি। ক্রীড়া ও সংগীতজগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পাবেন। মীন : নতুন প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সংসারে নতুন সদস্যের আগমন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫, ৬ পুহ, সংবৎ ২ পৌষ সুদি, ১ রজব। সূঃ উঃ ৬।২০, অঃ ৪।৫২। সোমবার, দ্বিতীয়া দিবা ৯।৪৮। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৫৮। ধ্রুবযোগ সন্ধা ৫।০। কৌলবকরণ দিবা ৯।৪৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।১৩ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পত্তির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৫২ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৪।৫৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৯।৪৮ গতে দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।৫৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৯।৪৮ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।৩৯ গতে ৮।৫৮ মধ্যে ও ২।১৪ গতে ৩।৩৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৫ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, শেষরাত্রি ৪।৫৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৯।৪৮ গতে নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নবশয্যাশনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিশস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় গণিত দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৩ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হেনস্তার শিকার লগ্নজিতা ⏩ ৫

**গণ আন্দোলনের ডাক ইমরানের**
দুর্নীতি মামলায় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলের বিশেষ আদালত ইমরান ও তাঁর স্ত্রীকে ১৭ বছরের জেলের নির্দেশ দিয়েছে। এরপরেই গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন ইমরান। ⏩ ৮


আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭° সর্বোচ্চ | ১২° সর্বনিম্ন | ২৭° সর্বোচ্চ | ১২° সর্বনিম্ন | ২৭° সর্বোচ্চ | ১৩° সর্বনিম্ন | ২৫° সর্বোচ্চ | ১২° সর্বনিম্ন |


আজ হুমায়ুনের দল ঘোষণা ⏩ ৫



শিলিগুড়ি ৬ পৌষ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 22 December 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 213


# নিঃশব্দে সংঘের বীজ বুনছে সংস্কারকেন্দ্র

## ওই কেন্দ্রগুলিতে শিশু-কিশোরদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মী। প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক ও মানসিক বিকাশের প্রশিক্ষণ চলছে সেখানে। তৃণমূলের কট্টর কর্মীরাও তাঁদের সন্তানদের সেখানে পড়তে পাঠাচ্ছেন।

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** মোহন ভাগবতের সদ্য উত্তরবঙ্গ সফরে স্পষ্ট, তরুণ প্রজন্ম ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালীদের দিকে এখন নজর আরএসএস-এর। পাশাপাশি শিশুমনেও সংঘের ভাবাদর্শের বীজ বোনা শুরু হয়েছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। এজন্য সারদা শিশুতীর্থের বাইরেও পঠনপাঠনের কেন্দ্র তৈরি করা চলছে। জলপাইগুড়ি জেলায় এরকম তিনটি কেন্দ্রের হদিস মিলেছে।

ওই কেন্দ্রগুলিতে শিশু-কিশোরদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মী। জলপাইগুড়ি জেলার কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব যাঁর ঘাড়ে, তিনি এর আগে দক্ষিণবঙ্গে একই কাজ করে এসেছেন। শৈশব থেকে সংঘের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য গঠিত এই কেন্দ্রগুলির পোশাকি নাম সংস্কারকেন্দ্র। রাজ্য সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তককে সামনে রেখেই এই কেন্দ্রে পড়াচ্ছেন সংঘের শিক্ষকরা।

প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক ও মানসিক বিকাশের প্রশিক্ষণ চলছে সেখানে। এই কেন্দ্র পরিচালনায় অর্থসাহায্য আসে সংঘ থেকে। বিশেষ বিশেষ দিনে টিফিন দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। অনেক শুভানুধ্যায়ী আবার ছেলেমেয়েদের জন্য কোনও কোনওদিন ভালো খাবার পাঠিয়ে দেন। শুধু সংঘ পরিবারের অনুগামী ছেলেমেয়েরাও পড়তে যাচ্ছে নয়, ভিন্ন ভাবাদর্শের পরিবারের সংস্কারকেন্দ্রে। এমনকি তৃণমূলের কট্টর কর্মীরাও তাঁদের সন্তানদের সেখানে পড়তে পাঠাচ্ছেন।



*লেখাপড়া শুরুর আগে প্রার্থনা। ময়নাগুড়ির খাউটিয়াপাড়ায়।*

সংঘের শিক্ষা কীভাবে শুধু স্কুলের পড়ুয়া নয়, আশপাশের পরিবেশে প্রভাব ফেলছে, তা বোঝা গেল জলপাইগুড়ি জেলায় ময়নাগুড়ির কাছে খাউটিয়াপাড়ায় গিয়ে। ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের পাশ দিয়ে কালীরহাটের রাস্তায় এগোলে খাউটিয়াপাড়া। গ্রামে যে কেউ ঢুকলেই সম্ভাষণ শুনবেন, 'নমস্কার দাদাভাই।' এলাকার তুষ্ট বৈরাগীর বাড়িতে সংস্কারকেন্দ্রে গিয়ে দাঁড়াতে আবার কচিকাঁচারা সমবেতভাবে হাতজোড় করে 'নমস্কার দাদাভাই' বলে স্বাগত জানাল। পুরো ঘরটাই ক্লাসরুম। ঘরে ভারতমাতার ছবি। যাতে বন্দে মাতরম লেখা। একপাশে প্রদীপদানি।

শুধু পড়াশোনার মান, পঠনপাঠনের ধরন নয়, নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা শিক্ষায় সংস্কৃতিকেন্দ্রটি টেক্কা দিচ্ছে যে কোনও সরকারি স্কুলকে। এলাকার সবাই কিন্তু জেনে গিয়েছেন, স্কুলটি আরএসএস পরিচালিত। তাই বলে কিন্তু কোনও অস্পৃশ্যতা নেই। ভালো লেখাপড়া করানোর তাগিদে গ্রামবাসী দলে দলে ছেলেমেয়েদের সংঘের সংস্কারকেন্দ্রে পাঠাচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা আশানন্দ বৈরাগীর কথায়, 'অন্য রাজনৈতিক দল করি বটে, কিন্তু ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ তো আমাকে দেখতে হবে। তাই কাদের স্কুল বিচার না করে ওই স্কুলে পাঠাচ্ছি।'


*এরপর ছয়ের পাতায়*


সময়ের কথা

# ত্রাসের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লড়াই

**আদিত্য ইকবাল**

*(সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশের যে সমস্ত লেখকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে অন্যতম আদিত্য ইকবাল। বাংলাদেশের প্রথম সারির কবি ও সংস্কৃতিকর্মী। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গ সংবাদে কলম ধরলেন তিনি)*

বাংলাদেশ আজ এক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এটি কেবল রাজনৈতিক অস্থিরতা নয়, এটি একটি সর্বব্যাপী ভয়ের সংস্কৃতি। সমাজের প্রতিটি স্তরে- রাষ্ট্র, নাগরিক, সংস্কৃতি, শ্রম, মত প্রকাশ - এক ধরনের অদৃশ্য কিন্তু সর্বগ্রাসী ত্রাস নেমে এসেছে। এই ভয় এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনার ফল নয়; বরং এটি একটি কাঠামোগত বাস্তবতা, যা প্রতিনিয়ত পুনরুৎপাদিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে।

সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়, বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, উগ্র ইসলামি ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রকাশ্য তৎপরতা, মব সন্ত্রাস, বিরোধী দল ও ভিন্নমতের মানুষদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন, হামলা-মামলা, বাউল ও লোকসংস্কৃতির ধারকদের ওপর আক্রমণ, লেখক-সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার ও হয়রানি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাস্কর্য ও বাড়ি ভাঙচুর, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ধ্বংস, সংবাদপত্রের অফিসে আগুন, একাত্তরের চেতনায় উজ্জীবিত ছায়ানট ও উদীচী-র ওপর হামলা,


*এরপর ছয়ের পাতায়*







এডিশন স্পেশাল

জিতে পথ চলা শুরু বিশ্বজয়ীদের


⏩ *দশের পাতায়*


# বড়দিনের পরই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া

**নয়াদিল্লি ও কোচবিহার, ২১ ডিসেম্বর :** বড়দিন দোরগোড়ায়। এই আবহে ইংরেজি নতুন বছরের আগেই সাধারণ মানুষের পকেটে বড়সড়ো টান। ট্রেনের ভাড়া বাড়ছে। ২৬ ডিসেম্বর থেকে সংশোধিত ভাড়া কার্যকর হবে। মূলত দূরপাল্লার ট্রেনের ক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর হবে। গত জুলাইয়ে ভাড়া বাড়ানোর পর এক বছরে এটি রেলের দ্বিতীয়বার ভাড়া বৃদ্ধি, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের জন্য রেল কিছুটা স্বস্তির খবর শুনিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'ট্রেনে যাত্রীসুরক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি পরিষেবা অব্যাহত রাখতে ২৬ ডিসেম্বর থেকে কিছু ক্ষেত্রে ট্রেনে যাত্রীভাড়া খুব সামান্য বাড়ানো হচ্ছে।' অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জোনাল রেলওয়ে কনসালটেটিভ কমিটির অন্যতম সদস্য তথা কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষের বক্তব্য, 'ভাড়া না বাড়িয়ে রেল যদি যাত্রী পরিষেবা বৃদ্ধির দিকে নজর দিত তবে কাজের কাজটি হত।'

**পকেটে টান**

- অসংরক্ষিত কামরায় ২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রায় ভাড়া অপরিবর্তিত
- ২১৫ কিলোমিটারের বেশি পথ গেলে জেনারেল ক্লাসে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা করে অতিরিক্ত ভাড়া
- এক্সপ্রেস ট্রেনের নন-এসি কামরা এবং এসি কামরার ক্ষেত্রে কিলোমিটার প্রতি ২ পয়সা করে বাড়তি মাশুল
- নন-এসি কামরায় ৫০০ কিলোমিটার পথ যেতে বাড়তি ১০ টাকা
- শহরতলির লোকাল ট্রেনের ভাড়া এবং মান্থলি বা সিজন টিকিটের দাম একই থাকছে

রেলের নতুন ভাড়ার কাঠামো অনুযায়ী, দূরপাল্লার মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের নন-এসি এবং এসি, উভয় শ্রেণির সংরক্ষিত টিকিটের দাম বাড়ছে। কিলোমিটারপিছু এই ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। অসংরক্ষিত (জেনারেল) কামরায় ২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রার ক্ষেত্রে ভাড়ায় কোনও বদল আনা হয়নি। তবে ২১৫ কিলোমিটারের বেশি পথ গেলে জেনারেল ক্লাসে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা করে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হবে। অন্যদিকে, মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনের নন-এসি কামরা এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রিত (এসি) কামরার ক্ষেত্রে কিলোমিটার প্রতি ২ পয়সা করে বাড়তি মাশুল গুনতে হবে। কোনও যাত্রী যদি নন-এসি কামরায় ৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন, তবে তাঁকে আগের তুলনায় টিকিট পিছু অতিরিক্ত ১০ টাকা ব্যয় করতে হবে।

*এরপর ছয়ের পাতায়*





*বাংলাদেশেই একদল ছাত্র গর্জে উঠলেন দীপু দাসের হত্যার বিচারের দাবিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবিবার।*

# কূটনৈতিক যুদ্ধের আবহ, কড়া নয়াদিল্লি

**নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশে হিন্দু তরুণের হত্যা বনাম নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে যেন কূটনৈতিক যুদ্ধের আবহ দুই দেশে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে ভারতবিরোধী প্রচারও চাপানউতোরের কারণ হয়ে উঠেছে। ওসমান হাদি নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশের অরাজক পরিস্থিতি নিয়ে রবিবারই প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। সেই প্রতিক্রিয়া বেশ কড়া।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল রবিবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির দিকে নিবিড়ভাবে নজর রাখছে ভারত। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের আধিকারিকরা যোগাযোগ রাখছেন। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় আমাদের গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছি তাঁদের। দীপুচন্দ্র দাসকে বর্বরোচিতভাবে হত্যায় দোষীদের বিচারের জন্য আর্জিও জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, দীপু হত্যার প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ নিয়ে অসন্তুষ্ট ঢাকা। ঘটনাটি শনিবারের। সেদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন অভিযোগ করেছেন, দূতাবাসের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে একদল হিন্দু চরমপন্থী বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। হাইকমিশনারকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে। যদিও ভারতের পক্ষে জয়সওয়ালের বক্তব্য, 'বাংলাদেশের গণমাধ্যমের একাংশ ওই ঘটনায় অপপ্রচার চালাচ্ছে।'

**ওপারে বিড়ম্বনা**

- ছায়ানটে হামলায় ৩০০-৩৫০ অচেনা লোকের নামে এফআইআর
- ময়মনসিংহে হিন্দু তরুণ খুনে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২
- নিহত দীপুর বিরুদ্ধে ধর্মীয় উসকানি দেওয়ার প্রমাণ পায়নি র‌্যাব
- ওসমান হাদি হত্যায় প্রধান অভিযুক্ত এখনও ফেরার
- বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের নিরাপত্তায় উদ্বেগ

তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে ২০-২৫ জন তরুণ জমায়েত করেছিলেন এবং ময়মনসিংহে দীপুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্লোগান দিয়েছিলেন। কিন্তু নিরাপত্তা বেষ্টনী লঙ্ঘন বা নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করা হয়নি।' বিদেশমন্ত্রকের দাবি, 'ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশ কয়েক মিনিট পরেই ওই তরুণদের হটিয়ে দিয়েছিল। সেসব ফুটেজ সবার সামনেই রয়েছে। ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ভারত সমস্ত বিদেশি মিশন বা পোস্টগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।'

যদিও ভারতের যুক্তিতে সন্তুষ্ট নয় ঢাকা। বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা বলেন, 'দিল্লির কূটনৈতিক এলাকায় নিরাপদ স্থানে বাংলাদেশ মিশন এলাকায় হিন্দু চরমপন্থীরা আসতে পারবে কেন? তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের আসতে দেওয়া হয়েছে। এমন ঘটনা প্রত্যাশিত নয়।' ঢাকার বক্তব্য, 'বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশে হিন্দু নাগরিক হত্যার প্রতিবাদে স্লোগান দিয়ে চলে গিয়েছেন- এমন কিন্তু নয়। আরও অনেক কিছু বলেছেন। সেটা আমরা জানি।'


*এরপর ছয়ের পাতায়*

**পাট্টার জমিতে অবাধ নির্মাণ**

# বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে বেনিয়ম



*চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কাছে কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স।*

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** নিয়মের হিসেবে পাট্টার জমিতে দোকানঘর বানিয়ে বিক্রি কিংবা সেগুলিকে ভাড়ায় দেওয়া যায় না। যদিও সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাশাপাশি থাকা পাট্টার জমিগুলোকে একত্রিত করে অনুমতি ছাড়াই দিব্যি কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে। সাদা কাগজে কিংবা ১০-২০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে এই দোকানগুলির হাতবদল, চুক্তি হয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকাজুড়ে থাকা পাট্টার জমিগুলোকে কেন্দ্র করে এভাবেই লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা শুরু হয়েছে। সবকিছু চোখের সামনে চললেও প্রশাসন অদ্ভুতভাবে নীরব। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের উলটোদিকে এমনই একটি কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স রয়েছে। মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলার আশ্বাস, 'ওই কমার্সিয়াল কমপ্লেক্সটি নিয়ে হিয়ারিং হবে। অন্য জায়গা থেকেও এ ধরনের কোনও অভিযোগ এসে থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সমরনগর, দেবীডাঙ্গা থেকে শুরু করে মিলন মোড় এলাকায় আজকাল এই প্রবণতার রমরমা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের উলটোদিকেই পাশাপাশি থাকা কয়েকটি পাট্টার জমিকে একত্রিত করে কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। সেখানে খোদ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছেলেই দুই লক্ষ টাকার সেলামি ও নয় হাজার টাকার মাসিক চুক্তিতে একটি দোকান নিয়েছেন। যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা জোর বিতর্কে জড়িয়েছেন। তাঁর অবশ্য বক্তব্য, 'এলাকায় ৯০ শতাংশ পাট্টা জমির ওপরেই দোকানঘর, কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে।' প্রশ্ন উঠছে, পাট্টার জমিতে এভাবে কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স কিংবা দোকান


*এরপর ছয়ের পাতায়*

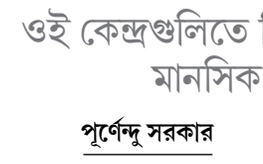

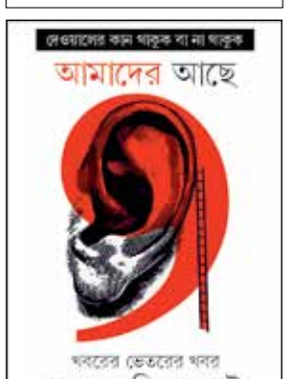


# বন্দিদের মুখে আলসার

## আতঙ্ক কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে

**সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** মুখের আলসার। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের একাধিক বন্দি বর্তমানে এতে আক্রান্ত। একে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে বেশ আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মুখের আলসারের পাশাপাশি চর্মরোগে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন। মুখের আলসার একজনের থেকে অপরজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই বলে চিকিৎসকদের দাবি।

কিন্তু তাহলে একই রোগে একাধিক বন্দি কেন আক্রান্ত হচ্ছেন বলে প্রশ্ন উঠেছে। গত এক মাসে অসুস্থ হয়ে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে দুজন বন্দির মৃত্যুর খবর রয়েছে। তাঁরা মুখের আলসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অবশ্য আলসারের কারণেই মৃত্যু কি না তা স্পষ্ট নয়। বর্তমানে সংশোধনাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া হরিয়ানার এক বাসিন্দা মুখের আলসারে আক্রান্ত হয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'জামিনে মুক্ত হওয়া এক ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। উনি মুখের আলসারে আক্রান্ত হয়েছেন। তা মুখের ভেতর থেকে গলা পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। তবে এই আলসার ছোঁয়াচে নয়। তবে ওই ব্যক্তির শরীরে ফাঙ্গাল ইনফেকশন রয়েছে। যেটা এক ধরনের চর্মরোগ। এই চর্মরোগ একে অপরের শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ওই ব্যক্তির যাবতীয় চিকিৎসা চলছে।' মুখের আলসার ও চর্মরোগে বন্দিদের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্বীকার করেনি। উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত ইনস্পেকটর জেনারেল (সংশোধনাগার) সুদীপ্ত চক্রবর্তী বলেন, 'ফুটবল খেলার জন্য আমি শনিবার জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই বিষয়ে আমাকে কিছু জানানো হয়নি।' দুই মাসের বেশি সময় ধরে মুখের ভেতরের আলসারের প্রকোপে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের বেশ কয়েকজন বন্দি আক্রান্ত হয়েছেন। মূলত জিভের মধ্যে ছোট আকারে এই সংক্রমণ শুরু হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে গোটা মুখে তা ছড়িয়ে পড়ছে।

**চুপ কর্তৃপক্ষ**

- জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের একাধিক বন্দি বর্তমানে মুখের আলসারে আক্রান্ত
- জামিনে মুক্তি পাওয়া হরিয়ানার এক বাসিন্দা মুখের আলসারে আক্রান্ত হয়ে মেডিকেলে চিকিৎসাধীন
- মুখের আলসারের পাশাপাশি চর্মরোগে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন
- এই সংক্রমণের বিষয়ে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করেনি


*এরপর ছয়ের পাতায়*


# কোন পিচে খেলবেন গৌতম? দোলাচলে তিনিও

## শিলিগুড়ি না ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি? শুধু বিরোধী দলই নয়, নিজের দলের কাঁটাগুলিও যে কোনও সময় বিঁধতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হলে মেয়র পদ নিয়েও যে টানাটানি শুরু হবে সেটাও গৌতম বিলক্ষণ জানেন।

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** আসন্ন বিধানসভা ভোটে গৌতম দেব প্রার্থী হচ্ছেন? দল টিকিট দিলে তিনি কোন কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হবেন? শিলিগুড়ি না ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি? নাকি তিনি বিধানসভা ভোটে লড়াইয়ের ময়দান থেকে দূরেই থাকবেন? তাঁকে কেন্দ্র করে এখন এমনই নানা প্রশ্ন। আর তাঁর কোনটা করা উচিত তা স্বয়ং গৌতমও বুঝে উঠতে পারছেন না।

অনুগামী থেকে শুরু করে শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে তিনি এ বিষয়ে মতামতও নিচ্ছেন। কেননা শুধু বিজেপি বা বিরোধী দলই নয়, নিজের দলের কাঁটাগুলিও যে কোনও সময় বিঁধতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। গৌতম অবশ্য প্রার্থী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি শীর্ষ নেতৃত্বের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পুরোটাই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিষয়। দল বললে নিশ্চই বিধানসভা ভোটে দাঁড়াব।'

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন গৌতম ২০১১ এবং ২০১৬ পরপর দু'বার বিধানসভা ভোটে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন। তবে, ২০২১ সালে এই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রেই গৌতম বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাস্ত হন। ঘনিষ্ঠ মহলে গৌতম বলেছেন, '২০২১ সালে দলনেত্রী শিলিগুড়ি থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু পরপর দু'বার জেতা আসন ছাড়তে চাইনি। হয়তো সেবারই শিলিগুড়িতে সরে এলে ভালো হত।'



*ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে টিএমসিপি'র কর্মসূচিতে গৌতম দেব। -ফাইল চিত্র*

২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে পরাজিত হয়ে গৌতম শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক বোর্ডের দায়িত্ব পান। ২০২২ সালে পুরনিগমের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস ৪৭টি আসনের মধ্যে ৩৭টিতে জয়ী হয়ে পুর বোর্ড দখল করে। শিলিগুড়ি বিধানসভার ৩৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৩টিই তৃণমূলের দখলে। পাশাপাশি গত সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় ধরে পুরনিগমের মাধ্যমে শহরের উন্নয়নমূলক কাজও করেছেন। কিন্তু তার পরেও শিলিগুড়ি নিয়ে তৃণমূলের চিন্তা কমছে না। দলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, বোর্ডে আসার পর থেকে শিলিগুড়িতে এমন কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি যেটা দেখিয়ে বিধানসভা ভোটে উতরে যাওয়া যাবে। পাশাপাশি অবাঙালি ভোটব্যাংকও ভাবনার অন্যতম কারণ।

সেদিক থেকে গৌতমের জন্য ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি অনেকটাই সুরক্ষিত বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। কেননা সেখানে বিজেপিও গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। ইস্টার্ন বাইপাসের সম্প্রসারণ সহ গৌতমের আমলে ওই অঞ্চলে যে সমস্ত রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীতে সেভাবে আর কিছুই হয়নি। পাশাপাশি এই কেন্দ্রের মধ্যে থাকা পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডের সবক'টি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। পাশাপাশি, এই বিধানসভার অধীনে থাকা ডাবগ্রাম-২ বিজেপির দখলে থাকলেও বাকি তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতও তৃণমূলের হাতে। ফলে এখানে প্রচার এবং ভোট আদায় অনেকটাই সহজ হওয়ার কথা।


*এরপর ছয়ের পাতায়*

# সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে মেলা, আবর্জনার স্তূপ

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে চলছে মেলা। আর ওই মেলাকে কেন্দ্র করে সারি সারি খাবারের দোকান। খাবারের দোকানের যাবতীয় আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। যাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ছড়াচ্ছে স্থানীয়দের মধ্যে। স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। তবে নকশালবাড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কমিউনিটি হেলথ অফিসার পুনম ঘোষ বিষয়টি নিয়ে টেলিফোনে বলেন, 'শনিবার থেকে কেন্দ্রে ছুটি রয়েছে। ফলে কারা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে এভাবে দোকান বসিয়ে আবর্জনা ফেলেছেন তা আমার জানা নেই। এর জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। সোমবার কেন্দ্রে গিয়েই ব্যবস্থা নেব।' সেইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, সন্ধ্যার পর থেকেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দুষ্কৃতীদের দখলে চলে যায়। প্রতিদিন কেন্দ্রের সামনে থাকে ভাঙা মদের বোতল, আবর্জনা পরিষ্কার করে দরজা খুলতে হয়। এর আগে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরটি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হলেও দুষ্কৃতীরা তা ভেঙে ফেলে। নিরাপত্তার স্বার্থে সীমানা প্রাচীরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিওকে একাধিকবার আবেদন জানিয়েছেন বলেও তিনি জানান।

> কারা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে এভাবে দোকান বসিয়ে আবর্জনা ফেলেছেন তা আমার জানা নেই। এর জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। সোমবার কেন্দ্রে গিয়েই ব্যবস্থা নেব।
>
> **পুনম ঘোষ**
> *কমিউনিটি হেলথ অফিসার*

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই শনিবার থেকে চলছে মেলা, আবর্জনার স্তূপ জমছে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে। যা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিদিন নবজাতক থেকে প্রসূতিরা চিকিৎসার জন্য আসেন। তাঁদের বারান্দায় বসার ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ সেই জায়গায় খাবারের নোংরা প্লেট পড়ে রয়েছে। কুকুরের দল সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। এভাবে রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়বে।' রুবিকা সিংহ বলেন, 'সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এভাবে খাবারের স্টল বসানো মোটেই ভালো হয়নি। মেলার জন্য অনেক জায়গা পড়ে রয়েছে। সেদিকে খাবারের স্টল বসানো দরকার ছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের দাবি দীর্ঘদিনের। আমরা তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছি। তবে কেন্দ্রের বাইরে খাবারের স্টলের বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু বাসিন্দা আমাদের ফোনে জানিয়েছেন। বিষয়টি ওই এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখতে বলেছি।'

## শিলান্যাস

**চোপড়া, ২১ ডিসেম্বর :** রবিবার চোপড়ার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতে একাধিক রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন বিধায়ক হামিদুল রহমান। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবিনা টুডু, উপপ্রধান জাকির হুসেন, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সিরাজুল হক প্রমুখ। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, পথশ্রী প্রকল্পে এলাকার ৬টি রাস্তার কাজের জন্য বরাদ্দ মিলেছে ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

### মুখ ঢেকে ধূপগুড়ির মন্দিরে দুষ্কৃতী হানা

# তালা ভেঙে দেবীর গয়না চুরি

**সপ্তর্ষি সরকার**

**ধূপগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** ধূপগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা ধূপস্থান বা মায়ের থান মন্দির থেকে দেবীর গলার সোনার চেন, নোলক সহ অন্য গয়না, রুপোর কিছু সামগ্রী ও বাসন চুরির ঘটনা ঘটেছে। খবর প্রকাশ্যে আসায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। টাকার অঙ্কে ক্ষয়ক্ষতির চাইতেও শহরের সবথেকে জনপ্রিয় মন্দিরে দেবীমূর্তিতে হাত পড়া এবং প্রতিমার গয়না খুলে নেওয়ার বিষয়টি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্দির কমিটির তরফে পুলিশে লিখিত অভিযোগের পাশাপাশি ঘটনার কিনারার দাবিতে তিনদিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ধূপগুড়ি পুলিশের তরফে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের পাশাপাশি বিস্তারিত তদন্ত শুরুর কথা জানানো হয়েছে। ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, 'ঘটনা প্রকাশ্যে আসামাত্রই জোরদার তদন্ত এবং খোঁজখবর শুরু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ্যে আনা সম্ভব নয়। দ্রুত ইতিবাচক পর্যায়ে পৌঁছানোর বিষয়ে আমরা আশাবাদী।'

এদিন ভোর ৫টা নাগাদ একে একে পুরোহিতরা মন্দিরে প্রবেশ করলে দেখতে পান, মূল গেটে তালা দেওয়া থাকলেও ভেতরে গর্ভগৃহের তালা ভাঙা রয়েছে। কালী এবং বনদুর্গা প্রতিমার গলার সোনার চেন, নোলক সহ অন্যান্য গয়না, রুপোর কিছু সামগ্রী ও বাসন চুরি গিয়েছে। পুরোহিত দীপক চক্রবর্তী বলেন, 'এর আগেও দু'বার মন্দির চত্বর থেকে জল সরবরাহের সামগ্রী চুরি হয়েছে। এবারে দেবীর গয়নায় হাত পড়া অত্যন্তই উদ্বেগের বিষয়।'

মন্দিরের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ অনুসারে রবিবার রাত ২টো বেজে ১৭ মিনিটে পশ্চিমদিকের গ্রিলের কিছু অংশ কেটে টুপি দিয়ে



**বাড়ছে ক্ষোভ**

- রবিবার রাত ২টো বেজে ১৭ মিনিটে পশ্চিমদিকের গ্রিলের কিছু অংশ কেটে ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা
- তালা ভেঙে গয়না, বাসন ও কিছু নগদ লুট করে একই পথে তারা বেরিয়ে যায়
- পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, দ্রুতই ঘটনার কিনারা করা সম্ভব হবে বলে তারা মনে করছে

মুখ ঢাকা দুজন মন্দিরে প্রবেশ করে এবং একে একে ভেতরে তালা ভেঙে গয়না, বাসন ও কিছু নগদ লুট করে একই পথে বেরিয়ে যায়। ২২ মিনিট ধরে চলা লুটের ঘটনার শুরুতে অত্যাধুনিক হাইড্রলিক কাটার দিয়ে লোহার গ্রিল কাটায় তদন্তকারীরা এই ঘটনা পেশাদার চোরের কীর্তি বলেই মনে করছেন।

চলতি বছর ৪ অক্টোবর শহরের জেলা পরিষদ বাজার চত্বরে অবস্থিত ধূপগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি পরিচালিত মহামায়া কালী মন্দিরেও তালা ভেঙে চুরির ঘটনার আজও কিনারা না হওয়ায় এমনিতেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ী মহলে ক্ষোভ রয়েছে। এদিন মায়ের থানের ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় সেই ক্ষোভ বড় আকার নিয়েছে বলেই আভাস মিলেছে। রবিবার দিনভর শহরের আনাচে-কানাচে মায়ের থানে চুরির ঘটনা অন্যতম আলোচনার বিষয় ছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ী মানু দত্ত বলেন, 'শহরের একেবারে বুকে অবস্থিত ধূপগুড়িবাসীর আস্থা, বিশ্বাস এবং আত্মসম্মানের প্রতীক মায়ের থান মন্দিরে যে চুরি হতে পারে সেটাই আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। যারাই এই ঘটনায় জড়িত তারা মন্দির বা বিগ্রহ নয় সরাসরি ধূপগুড়িবাসীর আবেগ এবং আত্মসম্মানকে আঘাত করেছে। দ্রুত এর কিনারা না হলে মানুষের আবেগ বাঁধ ভাঙতে বাধ্য।'

এই ইস্যুতে ধূপগুড়ির একাধিক সংগঠন প্রকাশ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি নিতে চাইলেও তদন্তের কিনারার জন্যে পুলিশকে কিছু সময় দিয়ে তবেই পথে নামতে চাইছে বলে খবর। মন্দির কমিটির পক্ষে ধূপস্থান ট্রাস্টের সহ সভাপতি রাজেশকুমার সিং বলেন, 'আইন এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার ওপর আমাদের ভরসা রয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্ত বিষয় খোলসা হবে। এ বিষয়ে সকলেই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখবেন এই আবেদন রইল।'

## বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা এলাকায় বয়ে চলা সাব-ক্যানালের পাশের রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে শোচনীয় অবস্থায়। প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়েই শতাধিক মানুষ যাতায়াত করলেও প্রশাসনের তরফে কার্যকরী কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এলাকাবাসী জানান, সাব-ক্যানালের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটি এলাকার অন্যতম একটি রাস্তা। রোজকার যাতায়াতের জন্য স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে পূর্ব ধনতলা এলাকার মানুষ এই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় বড় বড় গর্ত, ভাঙা জরাজীর্ণ অবস্থা যাতায়াতের ক্ষেত্রে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। গর্তে জল জমে থাকায় অনেক সময় বাইক ও সাইকেল আরোহীরা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ, এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে অনেকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। স্থানীয় গোবিন্দ সরকার বলেন, 'ভোট এলেই যত প্রতিশ্রুতি। ভোট পেরিয়ে গেলে জনপ্রতিনিধিরা সবকিছুই ভুলে যান। শুধু ওই রাস্তায় নয়, এই এলাকার বেশিরভাগ রাস্তাই বেহাল অবস্থায় আছে। এলাকাবাসীর সমস্যার দিকে তাকিয়ে খুব দ্রুত রাস্তাটির সংস্কার করা হোক।'

এই বিষয়ে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কেশবচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কথা বললে তাঁর বক্তব্য, 'ইতিমধ্যেই ওই রাস্তাটির বিষয় জেলা পরিষদকে জানানো হয়েছে। তাঁরা দেখেও গিয়েছেন।'

## ভাঙচুরে ধৃত

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে রবিবার ভোরে নার্সিংহোমের ইমার্জেন্সির কাচের দরজা ভাঙার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পাসাং শেরপা। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।



*চলতি কা নাম গাড়ি।। মালবাজারে পিনাকী মিত্রের ক্যামেরায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# ফড়েদের দৌরাত্ম্যে ধান বিক্রি লাটে

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ২১ ডিসেম্বর :** কৃষকদের একাংশের হাত ধরেই সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে ফড়েদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। অভিযোগ উঠছে, ফড়েদের জন্য প্রকৃত কৃষকদের অনেকেই সহায়কমূল্যে ধান বিক্রির সুযোগ হারাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে তাঁদের খোলা বাজারে ছুটতে হচ্ছে। এদিকে রবিশস্যের মরশুমে এবার খোলা বাজারে কুইন্টাল প্রতি ধানের দাম কম হওয়াতে মাথায় হাত পড়ছে কৃষকদের। গত বছর এইসময় খোলাবাজারে ২০০০ থেকে ২১০০ টাকা কুইন্টাল প্রতি দামে ধান বিক্রি হয়েছে। তবে এবার সর্বাধিক ১৯০০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। এলাকার বেশিরভাগ কৃষকই মাত্র ১৬০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে ধান বিক্রি করছেন। ব্যবসায়ীরা বলছেন, গুণগত মান খারাপ হওয়া ও অধিক জোগানের কারণেই এবার দাম কিছুটা কমেছে। এনিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক কৃষক বললেন, 'সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে ফড়েদের জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ। ওঁরা আগে থেকে নিজেদের পছন্দমতো কৃষকদের নামে স্লট বুক করে রেখেছেন। এতে আমরা স্লট পাচ্ছি না।'

যদিও চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্রের পারচেজিং অফিসার সুদীপনারায়ণ কুঙ্গার কোনও অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি জানান, ধান বিক্রির জন্য কৃষকদের নিজেদেরকেই আসতে হয়। শিডিউল দেখে নিয়ম মেনেই ধান কেনা হচ্ছে। ব্লকের সদর চোপড়ার সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র ছাড়া আরও দুটি জায়গায় সহায়কমূল্যে ধান কেনা হচ্ছে। সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে গেলে কৃষকদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগে। এক্ষেত্রে অভিযোগ, এলাকার ফড়েরা আগে থেকেই পরিচিত কৃষকদের অনেকের নামে স্লট বুক করে রেখেছেন। যাঁদের নিজেদের ধান বিক্রির প্রয়োজন নেই তাঁদের নামে ধান বিক্রি হচ্ছে। বিনিময়ে সেই সমস্ত কৃষককে এক থেকে দেড় হাজার করে টাকা দেওয়া হচ্ছে। এভাবে কৃষকদের টাকা দেওয়ার বিষয়টি ফড়েদের একাংশ কার্যত স্বীকার করেও নিচ্ছেন। কৃষকদের কারও নামে ধান বিক্রি করলে ওই কৃষক দু'বার আসছেন। একদিন শিবিরে এসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ধান বিক্রি করছেন। অন্যদিন ব্যাংক থেকে টাকা তুলছেন।

এদিকে এলাকার অন্যান্য কৃষকের দাবি, এবারও তাঁদের স্লট পেতে সমস্যা হচ্ছে। লতিফুল আলম নামে এক কৃষকের অভিযোগ, অনলাইনে স্লট নিতে গেলে ধান বিক্রির জন্য অন্তত এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে মহম্মদ তমিজউদ্দিন নামে আরেকজন বলছেন, 'অপেক্ষায় না থেকে খোলা বাজারে ১৮০০ টাকা কুইন্টাল প্রতি দরে ৩০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করেছি।' চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত

**কী অভিযোগ**

- এলাকার ফড়েরা আগে থেকেই পরিচিত কৃষকদের অনেকের নামে স্লট বুক করে রেখেছেন
- যাঁদের নিজেদের ধান বিক্রির প্রয়োজন নেই তাঁদের নামে ধান বিক্রি হচ্ছে
- বিনিময়ে সেই সমস্ত কৃষককে এক থেকে দেড় হাজার করে টাকা দেওয়া হচ্ছে

স্লট বুক রয়েছে। আপাতত প্রতিদিন গড়ে ৬০ জন কৃষকের ধান নেওয়া হচ্ছে। জানুয়ারিতে কমে তা ৩০ জন হতে পারে।

কৃষকদের অনেকে আবার বলছেন, গত বছর নাম নথিভুক্ত করা একজন কৃষক একসঙ্গে ৩০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারতেন। এবার তা কমিয়ে ১৫ কুইন্টাল করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে মহম্মদ সলিমউদ্দিন জানালেন, এবার এলাকায় ধানের গুণগত মান খারাপ হওয়ায় মিলের মালিকরা সরাসরি ধান কিনতে চাইছেন না। এনিয়ে উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ দেবাশিস মাহাতো বলেন, 'এবার ফলন ভালো হয়েছে। তবে কিছু জায়গায় বাদামি শোষকপোকার আক্রমণের প্রভাব পড়েছে। কৃষকরা যাতে বাছাই করা ধান থেকে বীজ সংরক্ষণ করেন সে ব্যাপারেও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

## প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের উন্নয়ন ও প্রকৃতি সংরক্ষণের এক বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা নিয়ে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের তরফে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রামকিঙ্কর হলে এই আলোচনা সভায় পরিবেশ, অর্থনীতি, শিল্প ও পর্যটন উন্নয়ন নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নিজেদের মতামত রাখেন।

হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র অত্যন্ত ভঙ্গুর হওয়ায় বিশ্বের পরিবেশ সংবেদনশীল পার্বত্য অঞ্চলগুলির মধ্যে এটি অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয় বলে জানান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক রূপককুমার পাল। তাঁর কথায়, 'হিমালয়ের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র হওয়ার কারণ হল অপেক্ষাকৃতভাবে নবীন ভূ-গঠন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীলতা, দ্রুত অরণ্য ধ্বংস, এই অঞ্চলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন প্রজাতির গাছ রোপণ করা। যা মানুষের নিরাপত্তাকে বিপদের মুখে ফেলেছে।' গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ (ডব্লিউআরআই)-এর রিপোর্টের উদাহরণ দিয়ে এদিনের আলোচনা সভায় জানানো হয়, দার্জিলিং পাহাড়ে বিগত ২০০২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ৯ শতাংশ বন নষ্ট করা হয়েছে। পাহাড়ে গাছকাটা, সড়ক ও সুরঙ্গ তৈরি করা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগকে নষ্ট করে দিচ্ছে। স্মার্ট পদ্ধতিতে কৃষিজমি সংরক্ষণের কথা জানান উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক তপনকুমার হাট ও অরূপ সরকার। চায়ের সঙ্গে অর্থনীতি কীভাবে যুক্ত রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করেন চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক গৌতম ঘোষ। উত্তরবঙ্গে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কেন প্রয়োজন, তা তুলে ধরেন বিদ্যাসাগর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ তপন মিশ্র।

## জাল নোট সহ গ্রেপ্তার এক

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** ট্রেনে করে জাল নোট পাচার করতে গিয়ে এনজেপি জিআরপি ও এনজেপি জিআরপি'র স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের (এসওজি) যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার হলেন একরাম আনোয়ার নামে এক ব্যক্তি। তিনি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার হাসানপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। এদিন রাতে এনজেপি স্টেশনে আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস পৌঁছাতেই জেনারেল কামরা থেকে একরামকে জাল নোট সহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর ব্যাগ থেকে একাধিক সিম কার্ড, দুটি ব্যাংকের পাসবুক, দুটি এটিএম কার্ড, চেকবুক, মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

## সম্মেলন

**বাগডোগরা, ২১ ডিসেম্বর :** ডিফেন্স সিভিলিয়ান পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ১৭তম রাজ্য সম্মেলন রবিবার বাগডোগরা বিহার মোড়ের একটি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কলকাতা, ব্যারাকপুর, কলাইকুন্ডা, পানাগড়, শিলিগুড়ি, বাগডোগরা, বিন্নাগুড়ি, হাসিমারা, দার্জিলিং সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক পেনশনার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী। রাজেন্দ্র মল্লিক সভাপতি, দীপক চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক এবং ঘনশ্যাম দাস কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির দার্জিলিং জেলা সম্মেলন রবিবার বাগডোগরা বিহার মোড়ে অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন বিদায়ি সভাপতি সঞ্জয় আচার্য। ১৩ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

## বাস থেকে গাঁজা উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** বাসের মধ্যে থাকা দাবিদারহীন ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। রবিবার শিলিগুড়ি থেকে তুফানগঞ্জের দিকে যাওয়া এনবিএসটিসির একটি বাসের সিটে দুটি ব্যাগ পড়ে ছিল। যাত্রীরা বাসের কনডাক্টরকে বিষয়টি জানালে তিনি ফুলবাড়ি হাইওয়েতে বাস থামিয়ে ট্রাফিক পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানান।

ট্রাফিক পুলিশ নিউ জলপাইগুড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ব্যাগ দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে জামাকাপড় এবং অন্য ব্যাগ থেকে প্রায় তিন কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ব্যাগ দুটি কারা রেখেছিল তা জানতে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

## প্রতিবাদে মশাল মিছিল

**বাগডোগরা, ২১ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশের ময়মনসিংহের সংখ্যালঘু তরুণ দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে খুন এবং দেহ পোড়ানোর ঘটনার প্রতিবাদ জানাল মাটিগাড়া পতিরামজোতের যুবসমাজ। রবিবার সন্ধ্যায় একদল তরুণ পতিরামজোতের রাস্তায় মশাল মিছিল করে প্রতিবাদ জানান। অবিলম্বে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।



*খড়িবাড়ির মারুতি চা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ। -সংবাদচিত্র*

### বন দপ্তরকে চিঠি দিলেও বসেনি খাঁচা

# বাগানে ঘুরছে হাফ ডজন চিতাবাঘ

**কার্তিক দাস**

**খড়িবাড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** এক সপ্তাহ ধরে খড়িবাড়ির মারুতি চা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ। রবিবারও বাগানের ৩০ নম্বর সেকশনে একটি চিতাবাঘকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। বন দপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানালেও খাঁচা পাতা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বাগানের ম্যানেজার জানিয়েছেন, প্রায়দিনই চিতাবাঘ দেখতে পাওয়ায় বাগানের স্বাভাবিক কাজে প্রভাব পড়েছে। শ্রমিক মহল্লাতেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দ্রুত খাঁচা পাতার দাবি জানিয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকরা।

বাগান ম্যানেজার সৌমেন ঘোষ বললেন, 'চিতবাঘের আতঙ্কে পটকা ফাটিয়ে বিভিন্ন সেকশনে পাতা তোলা হচ্ছে। শ্রমিকরা ভয়ে ভয়ে কাজ করছেন। রাতে জলসেচের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' ম্যানেজার আরও জানান, অন্তত তিন জোড়া চিতাবাঘ বাগানে আস্তানা গেড়েছে। খাঁচা পাতার অনুরোধ জানিয়ে ২০ ডিসেম্বর বন দপ্তরে চিঠি করা হয়েছে। তবু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন।

বিষয়টি নিয়ে ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার সোমব্রত সাধুর বক্তব্য, 'মারুতি চা বাগানে গিয়ে শ্রমিক ও কর্মীদের সচেতন করা হয়েছে। খাঁচা পাতার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। নির্দেশ পেলেই খাঁচা পাতা হবে।'

বাংলা-বিহার সীমানায় অবস্থিত এই চা বাগানে প্রতিদিন ৫৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বাগানের ১৯, ২৬, ২৭, ২৯ ও ৩০ নম্বর সেকশনে দিনেরবেলায় চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে শ্রমিকরা জানিয়েছেন। বাগানের এক শ্রমিক রাজ ওঁরাও বলেন, 'শুক্রবার সকালে ১৪ নম্বর সেকশনে জলসেচের কাজে যাওয়ার সময় রাস্তার উপর চিতাবাঘ দেখেছিলাম। কোনওরকমে পালিয়ে সেদিন প্রাণে রক্ষা পাই।' দিলীপ খাঁ নামে আরেক শ্রমিকের কথায়, 'রবিবার সকালে মহল্লা থেকে একটি শুয়োর তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। চা বাগানের অফিসের পাশে রয়েছে ম্যানেজার ও বাগানবাবুদের আবাসন। প্রতিদিনই আবাসন থেকে চিতাবাঘ ঘুরতে দেখা যাচ্ছে।'

# নজর কাড়ল খুদেদের পরিবেশনা



**ফাঁসিদেওয়া, ২১ ডিসেম্বর :** মাত্র ১৫ দিনের রিহার্সাল। আর তাতেই দর্শকাসনে থাকা সকলের মন জিতে নিল অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের পড়ুয়ারা। বিধাননগরের এই স্কুলে শনি ও রবিবার দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হল স্পেক্ট্রা রেইনবো এবং স্পেক্ট্রা লুমিনা। দুইদিনের এই অনুষ্ঠান মন কেড়েছে সকলের।

এদিন অতিথি আসন উজ্জ্বল করেছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, এসজেডিএ বোর্ড সদস্য কাজল ঘোষ, নকশালবাড়ি কলেজের প্রিন্সিপাল সবিতা মিশ্রা, ফিলানথ্রপিস্ট রবীন্দ্র জৈন সহ বিশিষ্টরা।

অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের ডাইরেক্টর সুতপা নন্দী, চেয়ারম্যান তপন ঘোষ, স্কুলের প্রিন্সিপাল আম্বালিকা গাহাতরাজ তো ছিলেনই, সেইসঙ্গে দর্শকাসনে অভিভাবকদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। সুতপা নন্দী বলেন, 'মাত্র ১৫ দিনের রিহার্সালে বাচ্চারা যা করে দেখিয়েছে, তা নিয়ে সকলেই প্রশংসা করেছেন।' স্কুলের ডাইরেক্টরের মন্তব্য, 'পড়ুয়ারা এত ভালো উপভোগ্য পরিবেশনা করেছে যে আমরা ভাষা হারিয়েছি। ওরা দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে এটি আমাদের সকলের বিশ্বাস।'

# আদরের মেনিদের হারিয়ে মন ভালো নেই মালদার

**ফিলাইন ভাইরাসে এক মাসে ২৫টিরও বেশি বিড়ালের মৃত্যু হয়েছে। মালদায় যাঁরা বিড়াল পোষেন তাঁরা এখন আতঙ্কে রয়েছেন। এই ভাইরাস মানুষের ওপর কোনও প্রভাব ফেলে কিনা তা নিয়েও জল্পনা চলছে।**

**জসিমুদ্দিন আহম্মদ**

**মালদা, ২১ ডিসেম্বর :** মালদায় ফিলাইন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পরপর বিড়ালের মৃত্যু হচ্ছে। গত এক মাসে শহরে এই ভাইরাসে অন্তত ২৫টিরও বেশি বিড়ালের মৃত্যু হয়েছে। জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের চিকিৎসক হালিম সরকার বলেন, 'এই ভাইরাসে মূলত এক বছরের কমবয়সি বিড়াল আক্রান্ত হচ্ছে। সংক্রামিত বিড়ালের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। জ্বর হচ্ছে, খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে এবং রক্তবমি করে মৃত্যু হচ্ছে।' তিনি জানান, শীতকালে মূলত এই ভাইরাস খুব বেশি সক্রিয় হয়ে উঠে। এখনও পর্যন্ত মালদা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিড়ালের মৃত্যুর খবর আসছে। আমরা এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে ভ্যাকসিন করিয়ে নেবার পরামর্শ দিচ্ছি।

শহরের হায়দারপুর মহলদারপাড়ার রবি মহলদার এক মাসের মধ্যে বাড়ির পোষ্য ৩টি বিড়াল হারিয়েছেন। রবি জানান, বিড়ালের জ্বর হয়েছিল। তারপর বমি করতে করতে মৃত্যু হল। এভাবেই ৩টি বিড়ালের মৃত্যু হল।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মালদা অ্যানিমাল কেয়ার ইউনিটের কর্ণধার স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শীত পড়তেই মালদা জেলার সর্বত্র বিড়ালের মৃত্যুর খবর আসছে। এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা বাড়িতে বিড়াল লালনপালন করেন তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।' তিনি জানান, এই ভাইরাসটি মূলত দুই ধরনের। প্রথমটি ফিলাইন ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এফআইভি) ও দ্বিতীয়টি ফিলাইন লিউকোমিয়া ভাইরাস (এফইএলভি)। ঠিক এইচআইভি যেমন মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ঠিক একইভাবে ফিলাইন ভাইরাস বিড়ালের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতায় আক্রমণ চালায়। এফইএলভি ক্যানসারের কারণ হয়েও উঠতে পারে। এই ভাইরাস মূলত অন্য বিড়ালের কামড় বা লালা এবং মূত্রের মতো শারীরিক তরলের মাধ্যমে ছড়ায়।



*চিকিৎসা চলছে ভাইরাসে আক্রান্ত এক বিড়ালের। মালদায়।*

স্বরূপ বলেন, 'আমরা বিড়ালপালকদের পরামর্শ দিচ্ছি, পোষা বিড়ালকে ভ্যাকসিন দিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিলে হবে না। প্রথম ভ্যাকসিনের এক মাসের মধ্যে বুস্টার ডোজ দিতে হবে। ভ্যাকসিনেশনের পর অন্তত এক মাস আইসোলেশনে রাখতে হবে এবং রাস্তার বিড়ালের সঙ্গে মিশতে দেওয়া একেবারেই চলবে না।

আদরের পোষা বিড়াল সিম্বোকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ মুজিবর শেখের পরিবার। রাস্তা থেকে ছোট একটা বিড়াল ছানা তুলে এনে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিলেন মুজিবর। নাম দিয়েছিলেন সিম্বো। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই চলছিল লালনপালন। গত বৃহস্পতিবার সিম্বো আচমকাই মারা যায়। মুজিবর বলেন, 'আমার বিড়ালকে নিয়ম মেনেই টিকাকরণ করিয়েছি। তা সত্ত্বেও ফিলাইন ভাইরাসে সংক্রামিত হল। প্রথম কয়েকদিন খাওয়াদাওয়া ছাড়ল। স্যালাইন দেওয়া হল। তারপর আচমকাই রক্তবমি করে মৃত্যু। পরিবারের সবাই মর্মাহত।'

সোজা পথে উলটোর সারি।। *রবিবার ইসলামপুর পালপাড়া মোড়ে রাজু দাসের ক্যামেরায়।*

# সত্যিই অপহরণ? তদন্তে পুলিশ

**খড়িবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** সত্যিই কি তাঁকে দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছিল নাকি গোটাটাই তাঁর মনগড়া? তদন্তকারীরা দুটি সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছেন।

বেসরকারি সংস্থার হয়ে খড়িবাড়িতে ঋণের টাকা আদায়ে গিয়ে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাসিন্দা তথা ওই সংস্থার কর্মী অসিত পাল ২৪ ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ ছিলেন। পরে সবার অগোচরে শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন। গোটা শরীরে কালশিটের দাগ ছিল। ওই তরুণের দাবি, মুখে কালো কাপড় পরা কয়েকজন তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। তারা তাঁকে আটকেও রাখে। পরে ওই দুষ্কৃতীরাই তাঁকে শহরে নিয়ে এসে টোটোতে উঠিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। পরে অসিতকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে তাঁর বন্ধু গোপী সাহা জানান।

ওই তরুণের মাথার পেছনে আঘাত লেগেছে। চিকিৎসক তাঁকে সিটি স্ক্যান করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। রবিবার খড়িবাড়ি পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক শুভঙ্কর রায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গিয়ে ওই তরুণের সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় পুলিশ তাঁকে ঠিকমতো জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেনি। অসিত সোমবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পারে। তারপর তাঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে চাইছেন।

**ঘনাচ্ছে রহস্য**

- অসিত পাল খড়িবাড়িতে ঋণ আদায়ের কাজে গিয়ে ২৪ ঘণ্টারও বেশি নিখোঁজ ছিলেন
- প্রথমে তাঁর খোঁজ মেলেনি, পরে শরীরে কালশিটের দাগ নিয়ে ওই তরুণ বাড়ি ফেরেন
- দুষ্কৃতীরা মারধর করে আটকে রেখেছিল, টাকাপয়সা ও মোবাইল কেড়ে নেয় বলে তাঁর দাবি
- কিন্তু দুষ্কৃতীরা কেন তাঁকে টোটোয় চড়িয়ে বাড়ি ফেরত পাঠাল তা পুলিশকে ভাবাচ্ছে

ঠিক কী ঘটেছে? পুলিশ সূত্রে খবর, ঋণের কিস্তির টাকা তুলতে এসে খড়িবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি ঘোষপুকুর এলাকায় চা খাওয়ার জন্য দাঁড়ান বলে অসিত হাসপাতালে পুলিশকে জানিয়েছেন। খড়িবাড়ির এক ঋণগ্রহীতা তখন তাঁকে ফোন করে ডাকেন। তাই অসিত ঘোষপুকুর থেকে ফের খড়িবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। সেই সময় খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে শচীন্দ্রচন্দ্র চা বাগান এলাকায় অসিতের বাইকটি থামানো হয়। দুটি মোটর সাইকেলে থাকা পাঁচজন অসিতকে আটকে তাঁর মাথার পিছনে সজোরে আঘাত করে বলে অসিতের দাবি। তিনি বলেন, 'এরপর আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে নিজেকে একটি গোডাউনে আবিষ্কার করি। পরে ওই দুষ্কৃতীরা আমাকে একটি টোটোতে চাপিয়ে বাড়ির সামনে থাকা ঘুগনি মোড়ের দিকে পাঠিয়ে দেয়।' অসিতের দাবি, অপরিচিত ওই দুষ্কৃতীরা তাঁর থেকে ঋণের কিস্তির টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।

অনেক প্রশ্নই অবশ্য তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও কী কারণে ওই তরুণকে 'অপহরণ', বা কেনই বা তাঁকে টোটোতে তুলে দেওয়া হল, এমন সব প্রশ্নের উত্তর তাঁরা খুঁজছেন। পুলিশ অসিতের কল রেকর্ড খতিয়ে দেখছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বললেন, 'তদন্ত সঠিক পথেই এগোচ্ছে।'

### রবি-হিপ্পি দ্বন্দ্বের মাশুল

# হট্টগোলে পণ্ড ডিএসএ'র ভোট

**কোচবিহার, ২১ ডিসেম্বর :** সারি সারি পুলিশকর্মী উপস্থিত। ব্যালট বক্স প্রস্তুত। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও ছিলেন। কিন্তু পুলিশি নিরাপত্তা দিয়েও জেলা ক্রীড়া সংস্থায় (ডিএসএ) ভোট করানো গেল না। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও তুমুল হট্টগোলের পর নির্বাচন স্থগিত করে অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত উৎসব অডিটোরিয়াম ছাড়লেন। ফলে জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কার্যত অচলাবস্থা শুরু হল বলেই অনেকে মনে করছেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক বলেন, 'দু'পক্ষের দুইরকম চাহিদা ছিল। হাত তুলে ভোট হোক বলে এক পক্ষ চেয়েছিল। আরেক পক্ষ ব্যালট বক্সে ভোট চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি। পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ করা হবে তা আলোচনা করে ঠিক করা হবে।'

রবিবার কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। সভা শেষে নির্বাচনের কথা ছিল। পদাধিকারী নির্বাচনের জন্য দুটি প্যানেল জমা পড়ে। নির্বাচন শুরু হতেই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কয়েকজন সদস্য হট্টগোল শুরু করেন বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা শাসক নির্বাচন স্থগিত রাখার ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিন ধরেই জেলা ক্রীড়া সংস্থায় দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। একটি গোষ্ঠীতে বর্তমান সচিব সুব্রত দত্ত ও তাঁর অনুগামীরা রয়েছেন। সুব্রত পুরসভার চেয়ারম্যান তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামী হিসেবে পরিচিত। আরেক গোষ্ঠীতে কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য সমীর ঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা রয়েছেন। সমীর তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ।

জেলায় শাসকদলের রাজনীতিতে রবি-অভিজিতের দ্বন্দ্বের কথা কারও অজানা নয়। বিজেপির বিধায়ক তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য নিখিলরঞ্জন দে এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'জেলা ক্রীড়া সংস্থা একটি অরাজনৈতিক সংস্থা। এখানে রাজনীতি করা খেলার পক্ষে খারাপ। যাঁরা প্রকৃতভাবে খেলাধুলো পরিচালনা করতে সক্ষম তাঁরাই দায়িত্বে থাকুন।' রাজনৈতিক প্রভাব যে রয়েছে তা সংস্থার সদস্য তথা কাউন্সিলার ভূষণ সিং স্বীকার করেছেন। সভায় উপস্থিত থাকার পর তিনি বলেছেন, 'রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর জন্যই এই কাণ্ড ঘটানো হল। এটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষে ক্ষতিকর।'

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য রাজনৈতিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এদিন তিনিও উৎসব অডিটোরিয়ামে হাজির ছিলেন। তাঁর কথায়, 'ব্যালট বক্সের মাধ্যমে ভোট প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছিল। তারপর অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় অতিরিক্ত জেলা শাসক তা স্থগিত রাখেন। যতদিন না নতুন কমিটি তৈরি হচ্ছে, পুরোনো কমিটিই কাজ চালিয়ে যাবে।'

# গাড়িতে আগুন, পুড়ল গোরুও

**শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২১ ডিসেম্বর :** পুলিশের নজরদারির পরেও তাহলে রাতের অন্ধকারে শহরে ও শহরতলিতে ঘুরে বেড়ানো গোরু ধরে পাচারের চক্র এখনও সক্রিয়! শনিবার মধ্যরাতে মেডিকেল মোড় এলাকায় দুটি বাছুর সহ একটি বিলাসবহুল যাত্রীবাহী গাড়ি আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কেননা, রবিবার সকালে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই পুরো ঘটনার তদন্তে নামে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শনিবার রাতে বাগডোগরা এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে ঘুরে বেড়ানো বাছুর দুটিকে ধরে পাচারকারীরা। এরপর গাড়িতে করে সেগুলিকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আগুন লেগে যাওয়ার কারণে গাড়িটিকে ফেলে চম্পট দেয় চালক সহ তার সঙ্গীরা। যদিও গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল না কি, ইঞ্জিনে আগুন লেগে তা গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'আগুন লাগার পরেই চালক পালিয়ে গিয়েছিল। গাড়িতে দুটি বাছুর ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। গোরুগুলি এনজেপির দিকে পাচার হচ্ছিল।' তিনি আরও জানান, গাড়িটির মালিকের খোঁজ চালানো হচ্ছে। তদন্ত চলছে। দ্রুত অপরাধীরা ধরা পড়বে।

শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে রাতের অন্ধকারে রাস্তায় ছাড়া গোরুগুলিকে ধরে পাচার করার চক্র বেশ কয়েকদিন ধরেই সক্রিয় রয়েছে। এই চক্র প্রথম দিকে পণ্যবাহী গাড়িতে গোরু উঠিয়ে নিয়ে যেত। তবে গত এক বছর থেকে পন্থা বদলেছে এই চক্র। পুলিশের নজর এড়াতে পণ্যবাহী গাড়ির পরিবর্তে বিলাসবহুল গাড়িতে করে গোরু পাচার করছে পাচারকারীরা।

এভাবে গোরু পাচারের বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে এনজেপি থানা এলাকায়। নাকা চেকিং চলাকালীন এনজেপি

থানার পুলিশ একটি গাড়ি থেকে গোরু উদ্ধার করে। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, রাস্তা থেকে গোরু ধরে তা অসমে পাচার করা হচ্ছিল। গত ৩১ মে রাতেও মাটিগাড়ায় বিহার নম্বরে একটি বিলাসবহুল গাড়িকে আটক করে একটি গোরু উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে। ধৃতরা প্রত্যেকেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হিলির বাসিন্দা।

এই ঘটনাগুলির পরই গোরু পাচার রুখতে বাড়তি নজরদারি শুরু করে পুলিশ। এরপরেও যে পাচার রোখা যাচ্ছে না, শনিবারে রাতের ঘটনার পর তা আরও পরিষ্কার হয়েছে। এখন দেখার, গোরু পাচার রুখতে পুলিশ আর কী ব্যবস্থা নেয়।

## ডিসেম্বরের অয়নকাল নিয়ে আলোচনা

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** প্রতি বছর ২১ তারিখ ডিসেম্বরের অয়নকাল ঘটে। এই দিন সূর্য পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের আকাশে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায়। ফলে এদিন বছরের মধ্যে দিন হয় সবচেয়ে ছোট এবং রাত হয় বড়। পৃথিবী তার অক্ষের উপর হেলে থাকার কারণেই এমন ঘটনা ঘটে। শনিবার এই বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে একটি আলোচনার আয়োজন করা হয়। সেখানে পড়ুয়া ছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গল (সোয়ান)-এর সম্পাদক দেবাশিস সরকার।

পাঠ্য বইয়ে পড়ে থাকলেও হাতেকলমে এই দিনটির সম্পর্কে অনেকেরই জানা ছিল না। আকাশ পরিষ্কার থাকায় এইচ-আলফা সোলার ফিল্টার টেলিস্কোপের সাহায্যে সূর্যের অবস্থান দেখে পড়ুয়ারা। এছাড়াও ডিজিটাল প্ল্যানেটোরিয়ামে শো 'সিক্রেট অফ দ্য সান' তথ্যচিত্রটির মাধ্যমে দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো হয়। এছাড়াও অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে ওপেন হাউসে কুইজের আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'সূর্যকে দেখার জন্য সোলার ফিল্টার, সোলার প্রোজেকশন সিস্টেমের ব্যবস্থা নিতে হয়। এদিন সোলার প্রোজেকশনের মাধ্যমে ডিসেম্বর অয়নকাল কেন হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।'

## চোখ পরীক্ষা

**বাগডোগরা, ২১ ডিসেম্বর :** খাপরাইল বাস্তুবিহার সংযুক্ত গোর্খা সমাজের তরফে রবিবার বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা, চশমা এবং ওষুধ দেওয়া হয়। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, এদিনের শিবিরে ৮১ জন চোখের পরীক্ষা করান। তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে চশমা দেওয়া হয়।

# শীতেও জলসংকটে নকশালবাড়ি

**মহম্মদ হাসিম**

নকশালবাড়ি, ২১ ডিসেম্বর : শীতকালেও পানীয় জলের তীব্র সংকট নকশালবাড়িজুড়ে। জল জীবন মিশন বন্ধ হতেই বিভিন্ন গ্রাম সংসদ এলাকায় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। জল জীবন মিশনের আওতায় ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার কথা থাকলেও তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে কুয়ো বা নদীর জল খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামের বাসিন্দারা। আবার জলের জন্য তিন-চার কিলোমিটার দূরে টোটো করে যেতে হচ্ছে অনেককে।

নকশালবাড়ি হাতিঘিসা, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সংসদে পানীয় জলের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। এমনকি জলস্বপ্নের আওতায় থাকা সজল গ্রামগুলোতেও জল পাচ্ছেন না অনেক বাসিন্দা। পাম্প অপারেটর থেকে শুরু করে ভালভ অপারেটর, পিএইচই-র ঠিকাদার সকলেই হাত তুলে নিয়েছেন। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের কেটুগাবুরজোত, হুচাই মল্লিক, জমিদারগুড়ি, ভেল্টাজোত, বিজয় সিংজোতে জলের জন্য পাইপ বসেছে। কিন্তু জল পাননি কোনও গ্রামের বাসিন্দাই। তাঁদের একমাত্র জলের ভরসা কুয়োর জল। কেটুগাবুরজোতের বাসিন্দা রূপন মল্লিকের কথায়, 'দু'বছরের বেশি সময় ধরে বাড়ির পাইপে জল আসেনি।'

কেটুগাবুরজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়য়েরও একই অবস্থা। প্রধান শিক্ষক কৌশিক আচার্য বলেন, 'স্কুলে একটিমাত্র টিউবওয়েল রয়েছে। সেটাও খারাপ। দুই বছর ধরে পিএইচই-র জলও আসছে না। বাইরের আয়রনযুক্ত জল দিয়েই স্কুলের যাবতীয় কাজকর্ম করা হয়।'

বছর দু'য়েক আগে দীপু হালদার হাতিঘিসা সেবদেল্লাজোতে জলের জন্য হাইকোর্টে মামলা করেন। কোর্টের নির্দেশে প্রশাসনের তরফে সেবদেল্লাজোত গ্রামকে সজল গ্রাম ঘোষণা করা হয়। সেখানেও এখন জলের জন্য হাহাকার। দীপু হালদারের অভিযোগ, 'পাইপ ফেটে

**সমস্যা কোথায়**

- কেটুগাবুরজোত, হুচাই মল্লিক, জমিদারগুড়ি, ভেল্টাজোত, বিজয়সিংজোতে জলের জন্য পাইপ বসেছে
- কিন্তু জল পাননি কোনও গ্রামের বাসিন্দাই
- তাঁদের একমাত্র ভরসা কুয়োর জল

জল বেশকিছু বাড়িতে আসছে না। এজন্য ঠিকাদারকে আমি মৌখিকভাবে জানিয়েছি। কিন্তু টাকা বকেয়া থাকায় কেউই কাজ করছেন না।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তোতারামজোত, কেরকেরু বস্তি, রথখোলা, খালবস্তি, ফাকনা, স্টেশনপাড়ায় জলের জন্য বাসিন্দাদের অন্য সংসদে যেতে হচ্ছে। কেরকেরু বস্তির বাসিন্দা মহম্মদ মুক্তার বলেন, 'আমাদের এলাকায় তিন বছর আগে বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন বসানো হয়েছে। কিন্তু জলের দেখা নেই। একমাত্র মার্ক টু টিউবওয়েল এক বছর ধরে অকেজো। একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু তারা কোনও পদক্ষেপ করেনি। জলের জন্য আমাদের প্রতিদিন সকালে উঠে টোটো করে তিন কিলোমিটার দূরে কিলারাম সংসদে যেতে হচ্ছে।' একই কথা দয়ারামজোতের বাসিন্দা মহম্মদ আরমানের। নকশালবাড়ি ব্লকে পিএইচই-র ঠিকাদার নারায়ণ ঘোষ বলেন, 'জলের জন্য সব জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। প্রচুর টাকা বকেয়া রয়েছে, তাই কেউই আর কাজ করতে চাইছেন না। আমরা একাধিকবার বকেয়া টাকার জন্য কলকাতা, শিলিগুড়ির পিএইচই কার্যালয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি।' হাতিঘিসার পাম্প অপারেটর তুফান মল্লিক বলেন, 'মাসের পর মাস ধরে পাম্প অপারেটর, ভালভ অপারেটর, মিস্ত্রিরা কেউই বেতন পাচ্ছেন না। অনেকে নিজের জমি দিয়ে পাম্পহাউস তৈরি করেছেন। তাঁরাও ক্ষতিপূরণ পাননি। তাহলে কীভাবে কাজ হবে। অনেক জায়গায় পাইপ ফেটে গিয়েছে। মেশিনও খারাপ।'

শিলিগুড়ি পিএইচই দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশব কুমার মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ নেই। ধীরগতিতে চলছে। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি যে সব এলাকায় জলস্বপ্ন প্রকল্পে সমস্যা রয়েছে, সেই সব এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানীয় জলপ্রকল্প বসানোর।'


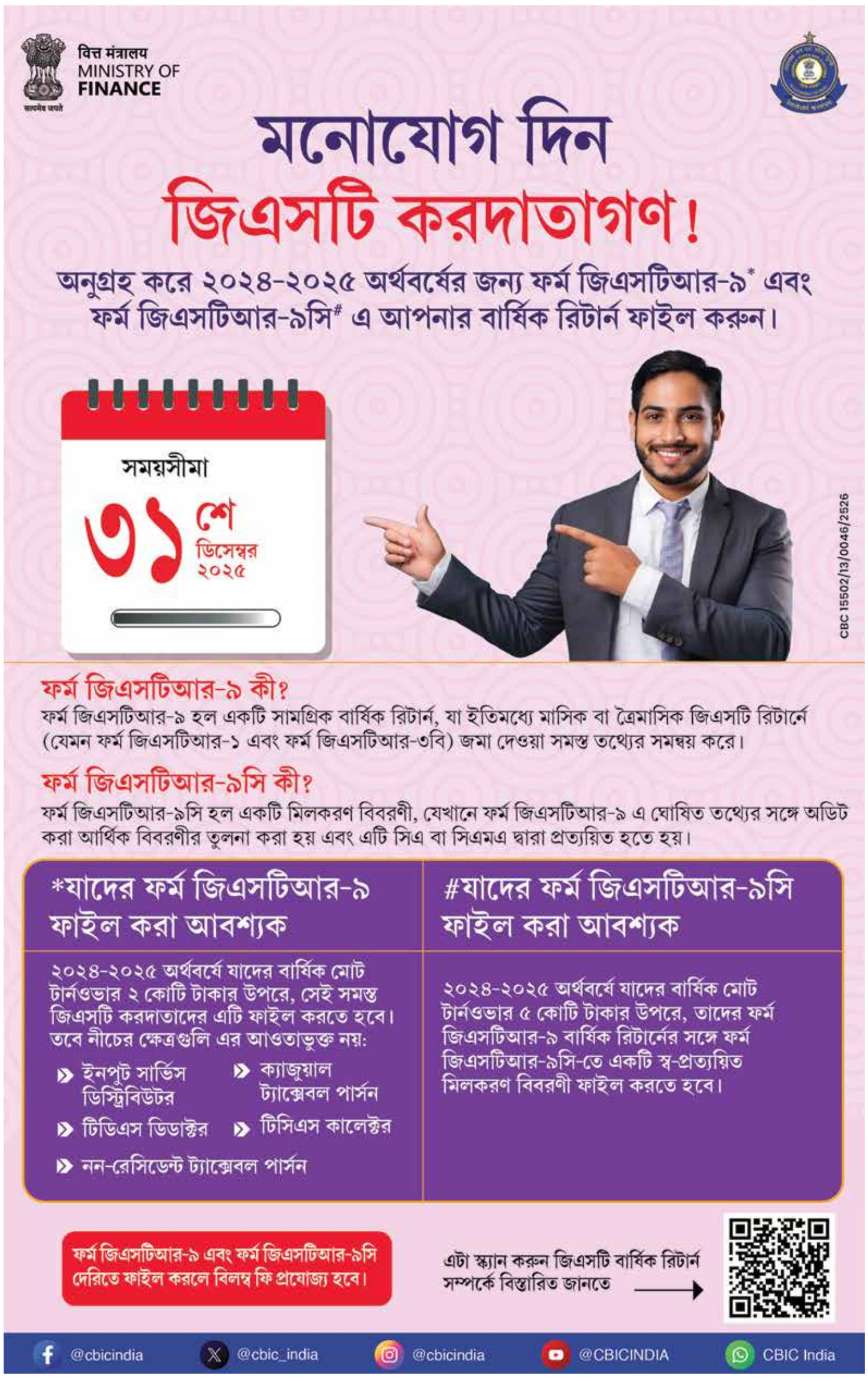

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২১৩ সংখ্যা, সোমবার, ৬ পৌষ ১৪৩২

# ধৈর্যের পরীক্ষায় ভারত

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর জেরে জ্বলছে বাংলাদেশ। জুলাই 'অভ্যুত্থান'-এর অন্যতম মুখ হাদি দিনকয়েক আগে ঢাকার মতিঝিলে রিকশা করে প্রচারে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। হাদি ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী ও ভারতবিদ্বেষী। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস গোলমালের আগাম আশঙ্কা করে দেশবাসীকে সংযত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও দেশজুড়ে মৌলবাদীদের তাণ্ডব ঠেকানো যায়নি।

ধ্বংসলীলা চলেছে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সনজিদা খাতুন প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছায়ানট, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদীচী, ইন্দিরা গান্ধি কালচারাল সেন্টার এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের দুটি বাড়িতে। ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত অসংখ্য ভাস্কর্য ও শিল্পকর্ম। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং ভাঙচুর করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সারির দুটি দৈনিক প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার-এর অফিসে। আগুনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দুটি সংবাদপত্রের ভবনেরই।

আগুন ধরিয়ে দেওয়ার সময় দুই অফিসেই বহু সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী ভিতরে ছিলেন। আতঙ্কিত হয়ে তাঁরা ছাদে উঠে পড়েন। সেনা ও দমকলকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করেন। ওপর থেকে কেউ কেউ পাইপ বেয়ে নীচে নামা মাত্র উন্মত্ত জনতার হাতে গণধোলাইয়ের শিকার হন। প্রতিষ্ঠার পর বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম দুটি পত্রিকাই একদিন প্রকাশিত হয়নি।

আবার ময়মনসিংহে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে কেটে, কুপিয়ে, খুন করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এক হিন্দু তরুণকে। চট্টগ্রামে এক বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন ধরালে তাঁর সাত বছরের মেয়ে পুড়ে মারা গিয়েছে। বিক্ষোভে উত্তাল ঢাকার পাশাপাশি রাজশাহি, খুলনা ও চট্টগ্রাম। ভারতবিরোধী বিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ভিসা সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ভারতীয় উপ-দূতাবাস।

হাদিকে সমাহিত করা হয়েছে কবি নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে। অন্ত্যেষ্টিতে হাজির ছিলেন স্বয়ং ইউনূস। একদিকে যখন অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে ভারতবিরোধী জিগির ঊর্ধ্বমুখী, অন্যদিকে তখন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। 'জুলাই সনদ'-এর গণভোট হবে একইসঙ্গে। অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ দল শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগকে।

আওয়ামী লিগের পরেই সবচেয়ে বড় দল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)। দীর্ঘদিন ধরে সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা। তাঁর বড় ছেলে তথা দলের ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে দেশে ফিরছেন। সংসদ নির্বাচনের আর দেড় মাসও নেই। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি, এনসিপি সহ সমস্ত দল নিজের মতো করে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে গোটা দেশের যা টালমাটাল পরিস্থিতি, তাতে জাতীয় নির্বাচন আদৌ সম্ভব কি না- সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। কারণ, প্রশাসনিক রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে বিপুল সংখ্যক বুথ এখন হিংসাপ্রবণ। বাংলাদেশে নতুন করে অশান্তি, হিন্দু নির্যাতনের পর গত কয়েকদিনে সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ফের শুরু হয়েছে। বঙ্গ বিজেপি মেরুকরণের রাজনীতিতে শান দেওয়া শুরু করেছে।

স্বাভাবিকভাবে ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ একেবারেই স্বস্তিতে নেই। কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন কেন্দ্রীয় সরকার। শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবিতে নতুন করে ঢাকার চিঠি এসেছে দিল্লিতে। কিন্তু ভারত সরকার কোনও অবস্থাতেই হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে নারাজ। মোদি সরকারের এই মনোভাবে বাংলাদেশে ভারতবিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সাবধানে পা ফেলতে হবে ভারতকে। স্বৈরাচারী বা দুর্নীতিগ্রস্ত যাই বলা হোক না কেন, হাসিনা জমানায় একটা সুস্থিতি ছিল বাংলাদেশে। ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট থেকে সেটা যেন উধাও।

## অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা- এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব।

-ভগবান

# বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির খতিয়ান

১৯৯০ সালের পর থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রায় ৩৩ বছর বন্ধ ছিল।

**দেবদূত ঘোষঠাকুর**

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পেশাগত কারণে বাংলাদেশে আমার যাতায়াত শুরু। ২০২৩ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রায় দশবার ওপার বাংলায় গিয়েছি। কেবল ঢাকাকেন্দ্রিক যান্ত্রিকতা নয়, আমার সুযোগ হয়েছিল সে দেশের হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ গ্রামবাংলার অন্তস্তলকে দেখার। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটির টানে নয়, বরং একজন সাংবাদিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে আমি লক্ষ করেছি এক অদ্ভুত আর্থসামাজিক বিবর্তন। রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশের উন্নয়ন আমাকে বারবার অবাক করেছে, কিন্তু একইসঙ্গে সমানভাবে পীড়া দিয়েছে সাধারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন।

প্রথম দিকের সফরগুলোতে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা বা ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনের সামনে মানুষের যে ঢল দেখতাম, শেষদিকে তা আর চোখে পড়েনি। নব্বইয়ের দশকে সংগ্রহশালার কর্মীরা 'ইন্ডিয়া থিকা আসছেন' শুনলে যে গভীর আবেগ আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে ভারতীয় সেনার ত্যাগের কথা বলতেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বরকে ফিকে হতে দেখেছি। কৃতজ্ঞতার জায়গা নিয়েছে এক অদ্ভুত শীতলতা।

এর নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ছিনিমিনি। আওয়ামী লিগ, বিএনপি বা জাতীয় পার্টি— সবাই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কাটাছেঁড়া করেছে। পাঠ্যবইয়ে একটু একটু করে ভারতের ভূমিকাকে সংকুচিত করার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া চলেছে কয়েক দশক ধরে। আট বছর আগে এক সফরে বাংলাদেশের তরুণ আমলাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম, তাঁদের কাছে ভারত আর 'মুক্তিদাতা'র আসনে নেই। বরং তাঁরা আধুনিক বাংলাদেশের উন্নয়নের বয়ান দিতেই বেশি আগ্রহী। ভারতের তথাকথিত 'দাদাগিরি' নিয়ে তাঁদের যে প্রবল ক্ষোভ, তা সরাসরি প্রকাশ করতেও তাঁরা পিছপা হননি।

২০২৩ সালের শেষ সফরে কুষ্টিয়া, খুলনা আর যশোরের নিভৃত জনপদে ঘুরে আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশ তার চিরায়ত সাংস্কৃতিক শিকড় থেকে সরে যাচ্ছে। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি হয়তো রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত, কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের কাছে জাতীয় সংগীতের রচয়িতার বাড়ি হিসেবে সেখানে কোনও আলাদা আবেগ অবশিষ্ট নেই। লালন ফকিরের সাধনস্থল এখন আধুনিক কংক্রিটের অট্টালিকা হতে পারে, কিন্তু সেই প্রাঙ্গণে লালনের দর্শনের চেয়ে বেশি দেখা যায় ধর্মীয় কাঠামোর ছায়া। বাংলাদেশের অন্তরাত্মা যেন তার উদার সাংস্কৃতিক দর্শন থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

এই রূপান্তর কি কেবল সময়ের স্বাভাবিক পরিবর্তন? বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল অনেক আগে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একটি বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয়, যা মূলত ধর্মভিত্তিক সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এরপর ১৯৭৭ সালের

*বাংলাদেশে যুব নেতা শরিফ ওসমান হাদির শেষকৃত্যে (উপরে)। ছায়ানটে ধ্বংসলীলার পর। -এএফপি*

**আওয়ামী লিগ বা বিএনপি—উভয় দলই সুস্থ ছাত্র নেতৃত্বের পরিবর্তে গড়ে তুলেছে অনুগত এবং সুবিধাভোগী কিছু সশস্ত্র ক্যাডারবাহিনী। এই যে বিশাল এক রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হল, তা অত্যন্ত সুকৌশলে ভরাট করেছে মৌলবাদী শক্তিগুলো।**

থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন (ডাকসু) দীর্ঘ ৩৩ বছর বন্ধ ছিল। ফলে একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব তৈরির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। আওয়ামী লিগ বা বিএনপি—উভয় দলই সুস্থ ছাত্র নেতৃত্বের পরিবর্তে গড়ে তুলেছে অনুগত এবং সুবিধাভোগী কিছু সশস্ত্র ক্যাডারবাহিনী। এই যে বিশাল এক রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হল, তা অত্যন্ত সুকৌশলে ভরাট করেছে মৌলবাদী শক্তিগুলো। বিদেশি অর্থসাহায্য আর ক্যাডারভিত্তিক শৃঙ্খলার জোরে তারা সাধারণ ছাত্রদের মগজধোলাই করতে সফল হয়েছে।

জুলাই ২০২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের পর যে চিত্রটি ফুটে উঠল, তা রীতিমতো আতঙ্কের। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রগতিশীল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু, সেখানেও আজ মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রবল দাপট। আশ্চর্যের বিষয় হল, আজকের বামপন্থী ছাত্ররা সেই চরমপন্থীদের সঙ্গেই সহাবস্থান করছে। যে মৌলবাদ একসময় রাজশাহি বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক শক্তি ছিল, তারা আজ মূলস্রোতের নিয়ন্ত্রক।

আজকের আন্দোলনের কারিগরদের অনেকেই বর্তমান জয়কে ১৯৭১-এর সমকক্ষ দাবি করছেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উলটে দেখলে বোঝা যায়, ১৯৭১-এর ছাত্রসমাজ ছিল আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার প্রতিনিধি। আর ২০২৪-এর এই উত্থানের একটি বড় অংশ আসলে ১৯৪৭-এর সেই পাকিস্তানপন্থী দ্বিজাতি তত্ত্বের উত্তরসূরি।

আসলে রোগটা অনেক পুরোনো, কিন্তু আমরা কেবল উপসর্গ দেখেই সন্তুষ্ট ছিলাম। আওয়ামী লিগ বা বিএনপি'র মতো প্রধান দলগুলো যখন পরিবারতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে ব্যস্ত ছিল, তখন তলে তলে মৌলবাদের মহামারি সমাজকে গ্রাস করেছে। আজ সেই বিষবাষ্প যখন ভারতের বিরুদ্ধে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে কিংবা উদারপন্থীদের ওপর আক্রমণ করছে, তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই। রোগ যখন মহামারির আকার নেয়, তখন কেবল বিলাপ করে নিরাময় সম্ভব নয়।

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৮৫৩**

সারদা দেবীর জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৩৮**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা মনোজ মিত্র।

## আলোচিত

উগ্র ইসলাম ও ভারত বিরোধিতা- মূলত এই দুইয়ের মোহে যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই অপ্রকৃতিস্থের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। বাংলাদেশের এইসব মানুষ সবাই যেন ছোট ছোট কালো কালো রোবট। রোবটের মগজের ভেতর ইসলাম ঠেসে দেওয়া। এঁদের পক্ষে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভব নয়।

**- তসলিমা নাসরিন**

## ভাইরাল/১

স্টুডিওয় সংবাদমাধ্যমের সম্পাদককে কুস্তি লড়ার চ্যালেঞ্জ যোগগুরু রামদেবের। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের জয়দীপ কার্নিক নামে ওই সম্পাদক কুস্তিতে পারদর্শী। ফলে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর হয়। দুজনেই মাটিতে পড়ে যান এবং হাসিমুখে শেষ হয় তাঁদের মল্লযুদ্ধ।

## ভাইরাল/২

হাইওয়ের ব্রিজে 'চিন আপ'। দিল্লি-লখনউ জাতীয় সড়কে একটি হাইওয়ে ব্রিজ ধরে ঝুলছেন একজন। একের পর এক চিন আপ দিচ্ছেন। নীচে দিয়ে শাঁইশাঁই করে ছুটছে গাড়ি। ভাইরাল ভিডিও দেখে সমালোচনায় নেটিজেনরা।

জনমন জনমত

# হায় রে মৌলবাদের আস্ফালন!

*ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশে 'ডেইলি স্টার' সংবাদপত্রের দপ্তর। -এএফপি*

বেশিদিন আগের কথা নয়। ছাত্র বিপ্লবের নামে উত্তাল হয়ে উঠেছিল পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এক ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিশ্ববাসী। সেখানে খণ্ডিত হয় রবীন্দ্রমূর্তি থেকে উন্নত চিন্তন তথা দর্শন। ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি। চুলের মুঠি ধরে পদাঘাত করে টেনে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীকে। কদর্যভাবে লুণ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। দামি আসবাব থেকে অন্তর্বাস হাতে লুণ্ঠনকারীর উল্লাস দর্শনে হতচকিত হয় আধুনিক বিশ্ব।

সম্প্রতি আক্রান্ত হল 'ছায়ানট'। উন্মত্ত মৌলবাদীর দল ভাঙছে হারমোনিয়াম, জ্বালাচ্ছে তবলা। সুসংস্কৃতির প্রতীক বা চেতনার ওপর তাণ্ডবনৃত্য করছে মৌলবাদের অশিক্ষা। পিটিয়ে হত্যা করে প্রকাশ্যে গাছের ডালে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দীপু দাসকে। আনন্দের সঙ্গে মুঠোফোনে বিন্দ হচ্ছে এই উন্মাদনার দৃশ্য। রবীন্দ্রচিন্তা থেকে দীপু দাস - ইসলামিক মৌলবাদীদের নৃশংসতার শিকার হচ্ছে কেবল হিন্দু বলে, নাকি আজকের বাংলাদেশে ইসলামিক মৌলবাদের তপ্ত ভূমিতে হিন্দুর কোনও অস্তিত্ব নেই? প্যালেস্তাইন নিয়ে প্রতিবাদকারী মশাল মিছিলধারী সেই সেকুলারের দল আজ কেন নীরব? নাকি সুস্থ চিন্তা থেকে এক সভ্যতার ধ্বংসের অপেক্ষায় তারা? প্রতিবাদের কলম থেকে কণ্ঠ কেন আজ নিশ্চুপ? ওঠো ... জাগো.. গর্জে ওঠো। আর কত দেখবে? হায় রে, মৌলবাদের আস্ফালন!

**ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।**

# গাড়ি ভাঙচুরের আড়ালে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন

পাহাড় ও সমতলের গাড়িগুলিকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা তা একদিনের নয়। বহুদিন ধরেই এর পটভূমি তৈরি হয়েছে।

**অজন্তা সিনহা**

'ঝামেলার কারণ যাই হোক, আমাদের এখানে তো ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেল। সামনে বড়দিন, তারপর ইয়ার-এন্ড এবং নতুন ইংরেজি বছরের সেলিব্রেশন। পর্যটকরা এই সময়টাকেই তো উত্তরবঙ্গ আসার জন্য বেছে নেন ...!' আক্ষেপের সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কালিম্পংয়ের এক হোমস্টে মালিক। কেন তিনি সংবাদমাধ্যমকে নিজের নাম জানাতে অরাজি, সেটাও ভাবার। লক্ষ করে দেখেছি, একটা ভয় বা সংশয় ওঁদের মধ্যে সবসময় কাজ করে। এই ভয় বা সংশয়েরও রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। পাহাড় ও সমতলের মধ্যে আজও সেই একাত্মতা তৈরি হয়নি, যেখানে দাঁড়িয়ে সব প্রেক্ষিতে সব ভাবনা স্বচ্ছভাবে মেলে ধরা যায়। একই রাজ্যে বসবাস করেও নানা কারণে দূরত্বটা রয়েই গিয়েছে। পর্যটনকে ঘিরে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে অশান্তি, অস্থিরতা বিষয়টাও এর বাইরে নয়।

সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক পাহাড় ও সমতলের মধ্যেকার অশান্তির মুখ্য কারণগুলি! পাহাড়ের স্থানীয় গাড়িচালকদের দাবি ছিল, সিকিমের মতো নিয়ম চালু করে পাহাড়ে কেবল স্থানীয় গাড়িকেই পর্যটন স্পটগুলোতে যেতে দিতে হবে। সমতলের গাড়ি শুধু নির্দিষ্ট পয়েন্টে পর্যটকদের নামিয়ে দেবে। দাবির পিছনে যুক্তি, সিকিম সরকার পশ্চিমবঙ্গের গাড়ির ক্ষেত্রে এমন নিয়ম প্রয়োগ করে- সেই দৃষ্টান্তই উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকার চালকরা অনুসরণ করতে চান। এই প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসন অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, পাহাড় ও সমতলের সব গাড়িই সব জায়গায় চলাচল করতে পারবে। আলাদা নিয়ম মানা হবে না। প্রশাসনের এই বক্তব্য

যে পাহাড়ের পরিবহণ সংগঠনগুলির সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলেনি তার প্রমাণ পরবর্তী ঘটনাক্রম। উত্তেজনা স্তিমিত হয়নি। সমতলের গাড়ি নিষিদ্ধ করার দাবিতে অনড় পাহাড়ের পরিবহণ সংগঠন।

খবরে প্রকাশ, সমতলের গাড়িতে পর্যটকরা দার্জিলিং গেলে, তাঁরা সেই গাড়ি নিয়ে টাইগার হিল যেতে পারবেন না। অর্থাৎ ঝামেলার জট মোটেই কাটেনি।

পাহাড় ও সমতলের গাড়িচালকদের মধ্যে সরাসরি সংঘাতের সূচনা গতমাসের শেষ সপ্তাহে। অভিযোগ, সমতলের গাড়ি পাহাড়ের পর্যটন স্থানে গেলে হুমকি দেওয়া ও গাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। দার্জিলিং থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে, পুলিশ তদন্ত করছে। অন্যদিকে, পাহাড়ের গাড়িচালকরা অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা দাবি করেছেন, এনজেপি এলাকায় তাঁরা হেনস্তা ও মারধরের শিকার হচ্ছেন।

শিলিগুড়ি থেকে প্রতিদিন প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার গাড়ি পর্যটক নিয়ে পাহাড়ে যাতায়াত করে। বলা বাহুল্য, সমতলের গাড়ি পাহাড়ে যেতে না পারলে, পর্যটকদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে। বারবার গাড়ি বদল করতে হলে পর্যটকদের খরচ বাড়বে। এতে ভবিষ্যতে পর্যটন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন পর্যটন ব্যবসায়ী, গাড়িচালক ও মালিক সংগঠনগুলি। তাঁদেরও দাবি, এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সরাসরি পর্যটনশিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এই ঝামেলার ইতিহাসও নাকি পুরোনো। ওখানকার গাড়িচালক ও ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সমতলে গেলে পুলিশের ঝামেলা পোহাতে হয় এখানকার ড্রাইভারদের। এছাড়াও সিন্ডিকেট বলে একটি সাক্ষীগোপাল আছে, তার নাম করে পাহাড়-সমতল দু'দিকেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করা হয় বলে অভিযোগে। এছাড়া রয়েছে দু'দিকের ড্রাইভারদের মধ্যেকার অসম প্রতিযোগিতা। সর্বত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (যে যেখানে ক্ষমতায়) লোকাল নেতারা ছোট ছোট পরিধিতে ব্যক্তিস্বার্থে মানুষকে ব্যবহার করেন।

*(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২৪

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি :** ১। সত্যি নয়, ভ্রম বা মায়া ৪। উসকে দেওয়া ৫। শীতের মাস ৭। গাঁটের বা লম্বা লম্বা কথা ৮। অশ্লীল বা নোংরা আচরণ ৯। ভজকট, মুশকিল বা দিগদারি ১১। উত্তর-পূর্বের একটি রাজ্য ১৩। যে ফসল মানুষের গায়ে থাকে ১৪। সংসারত্যাগী পুরুষ মানুষ ১৫। জেলে হতে পারে, ব্যাধও হতে পারে।

**উপর-নীচ :** ১। ঋণ নিয়ে যে বাড়তি অর্থ দিতে হয় ২। তিরস্কার বা অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ৩। দোটানা মনোভাব ৬। গ্রামে কাঁচা বাড়ি তৈরির কাজ করেন ৯। অতি দ্রুত বা খুবই তাড়াতাড়ি ১০। হাতে একেবারেই টাকাপয়সা নেই ১১। অন্য পুরুষে আসক্ত নারী ১২। গঙ্গার বাহন ও রাশিচক্রেও আছে।

**সমাধান ■ ৪৩২৩**

**পাশাপাশি :** ১। সমার্জনী ৩। পালিতা ৫। মাল্যরচনা ৭। নীহার ৯। খড়িকা ১১। আলফানসো ১৪। গাবদা ১৫। গরবিনি।

**উপর-নীচ :** ১। সঞ্জীবনী ২। নীলিমা ৩। পামর ৪। তারানা ৬। চচ্চড়ি ৮। হামাল ১০। কালাপানি ১১। আলগা ১২। ফায়দা ১৩। সোহাগ।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

## বহুতলে আগুন

রবিবার আগুন লাগে মৌলালির একটি বহুতলে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অগ্নিসংযোগের কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



## মেলার প্রস্তুতি

গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য বাবুঘাট থেকে কাকদ্বীপ লট-৮ এবং কচুবেড়িয়া থেকে মেলাপ্রাঙ্গণ পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা নিল নবান্ন।



## তালিকায় মৃত

জীবিত হওয়া সত্ত্বেও খসড়া ভোটার তালিকায় 'মৃত' দেখানো হয়েছে আসানসোলের ভীমচন্দ্র মণ্ডলকে। তাঁর দিদি সারথী মণ্ডলের নামের পাশে লেখা হয়েছে 'নিখোঁজ'। ক্ষোভে সরব হয়েছে পরিবার।

HOWRAH CITY POLICE
COURAGE CARE COMMITMENT

## পোর্টাল-রিপোর্ট

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সহজে ও দ্রুত সংগ্রহ করার জন্য নতুন পোর্টালের উদ্বোধন করল হাওড়া সিটি পুলিশ। এর মাধ্যমে স্বচ্ছ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে রিপোর্ট সংগ্রহ করা যাবে।

# নোটিশ পাঠাচ্ছে সিট

## মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে কার নির্দেশে মাঠে মেসি?

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার ঘটনার দিন কারা লিওনেল মেসির কাছাকাছি ছিলেন তাঁদের তালিকা তৈরি করছে পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। সেই তালিকা তৈরি করে তার ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠাচ্ছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই দিন কী ঘটেছিল তার গোড়ায় পৌঁছোতে চাইছে সিট। ঘটনার তদন্তে রবিবারই অনলাইনে টিকিট বুকিং সংস্থার তিন কর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। ওই সংস্থার সিইও, ম্যানেজার ও ডিরেক্টরকে তলব করা হয়। তাঁরা দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন। তাঁদের থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে, কার সঙ্গে, কীভাবে তাঁদের কী চুক্তি হয়েছিল। বেশি সংখ্যায় কারা টিকিট কিনেছিলেন তার তালিকাও চাওয়া হয়েছে ওই সংস্থার থেকে।

ঘটনার আটদিন পর একাধিক বিষয়ে মুখ খুলেছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। ঘটনার পর তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছিল। তিনি রবিবার বলেন, 'বিষয়টি তদন্তের আওতায় রয়েছে। সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আমাদের সরকারের আমলে অনেক বড় বড় ইভেন্ট হয়েছে। আমি আলাদা করে এখন আর কিছু বলব না।' মেসির মূর্তি নিয়ে যে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে সুজিতের দাবি, 'মেসি যে ভিডিও পোস্ট করেছেন, তাতে কলকাতার মূর্তি ফুটেজ রয়েছে। এটা দেখে ভালো লাগছে। অর্থাৎ মূর্তি ওর ভালো লেগেছে, এটাই আমাদের কাছে বড় পাওনা। নিন্দুকেরা সমালোচনা করছেন, তবে সংখ্যাটা দু-একজন।' বিশৃঙ্খলার বিষয় নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক খেলোয়াড়কে সম্মান দিতে হবে। অনেক কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। আমরা মনে করি কোনও খেলার অনুষ্ঠান হলে তাকেই গুরুত্ব দিতে হবে। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি, রাজনৈতিক বক্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।'

এদিনই বেলেঘাটা থেকে আরও এক দর্শককে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। ফলে ঘটনায় গ্রেপ্তারি বেড়ে দাঁড়াল ১০। ঘটনার পর আটদিন কেটে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত মূল কারণ খুঁজতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে। তদন্তকারীরা জানতে চেয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে মেসিকে মাঠে নামানোর পরিকল্পনা কার নির্দেশে করা হয়েছিল? কেন সেই প্রয়োজন হয়েছিল? ফোটোগ্রাফারদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁরা মাঠের ভিতর ঢুকেছিলেন ও কার নির্দেশে তাঁরা গিয়েছিলেন? শতদ্রুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সমস্ত তথ্য মিলিয়ে নিতে চাইছে সিট। একাধিক ইভেন্টে সময়সূচি কার নির্দেশে পরিবর্তন হয়েছিল? নির্দিষ্ট তালিকার বাইরে কীভাবে অতিরিক্ত মানুষ মাঠে ঢুকে পড়ে, তাও খুঁজছেন তদন্তকারীরা। তবে এই ঘটনায় অনুষ্ঠানের সঞ্চালক রূপসা দাশগুপ্ত অভিযোগ তুলেছেন, তাঁকে সঠিক পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। ফিল্ড অফ প্লে'র অ্যাকসেস ছাড়াই ক্রু মেম্বার লেখা আই কার্ড দেওয়া হয়েছিল। ওই আই কার্ডে কোনওভাবেই মাঠে ঢুকতে পারেননি। পুলিশকে অনুরোধ করে মাঠে ঢোকানো হয়।



*মেসিকে দেখতে না পাওয়ায় এভাবেই যুবভারতী ছত্রভঙ্গ করে জনতা।*



*কায়দা...*

*গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মদিনের আগে কলকাতায়। - পিটিআই।*

# আজ হুমায়ুনের নয়া দল গঠন

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** সোমবারই নতুন দল ঘোষণা করতে চলেছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডেড, ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ৯০ থেকে ১০০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে তৃণমূলকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হারাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হুমায়ুন। কিন্তু যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাকে লক্ষ্য রেখে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন, সেই এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা হুমায়ুনের এই নতুন দলকে সমর্থন করবেন না বলে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তিনি এই দল করলেও তা আগামী দিনে সংখ্যালঘুদের মধ্যে কোনও প্রভাব ফেলবে না বলেই দাবি করেছেন তাঁরা। আবার সংখ্যালঘু প্রধান দল হিসেবে পরিচিত আইএসএফ-ও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, '২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীর বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। তাহলে মানুষ কী করে তাঁকে ভরসা করবে? আমরা যেমন তৃণমূলের বিরুদ্ধে, তেমনই আমরা বিজেপিকে

### সংশয়ে সংখ্যালঘুরা

কোনও দিনই সুবিধা পাইয়ে দেব না।'

হুমায়ুন বলেন, 'বেলডাঙা থেকে ২ কিলোমিটার দূরে মির্জাপুরে আমি নতুন দলের কথা ঘোষণা করব। সেখানেই আমার দলের অ্যাজেন্ডা এবং এই দলের পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হবে। আমার সঙ্গে যাঁরা যোগ দেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ থানায় রয়েছে, তা দ্রুত প্রত্যাহার না করা হলে থানার এক একটা ইট খুলে নেব। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের দলই নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে।' নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, 'বিজেপির সুবিধা হয়, এইরকম কোনও পদক্ষেপকে আমরা সমর্থন করব না। হুমায়ুন কবীর বিজেপির সুবিধা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যখন গোরক্ষকদের হাতে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হন, তখন এই রাজ্যের প্রশাসনই আমাদের পাশে দাঁড়ায়। তাই উনি যে পদক্ষেপ করুন না কেন, সংখ্যালঘুরা তা সমর্থন করবে না।'

শেরশাবাদিয়া কল্যাণ সমিতির সভাপতি নাজিমুল হক বলেন, 'হুমায়ুন কবীর সংখ্যালঘুদের কথা ভেবে দল করছেন না। তিনি নিজের স্বার্থে দল করছেন। তাই এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে তাঁর দলের হাতে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত। আমরা মনে করি উনি বিজেপির সুবিধা করার চেষ্টা করছেন। তাই সংখ্যালঘুরা তাঁকে ঢালাও সমর্থন করবেন, এটা মনে করার কোনও কারণ নেই।'

হুমায়ুন এই হুঁশিয়ারি দিলেও আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী বলেন, '২০১৯ সালে উনি বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন। পরে দল পরিবর্তন করে তৃণমূলে যান। তাই আগামী দিনে মানুষ তাঁকে কতটা ভরসা করবে, তা সময়ই বলবে। আমরা তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলেরই বিরুদ্ধে। সংখ্যালঘুরা যথেষ্ট বিচক্ষণ। তাই তাঁদের বিভ্রান্ত করা যাবে না।'

# হেনস্তার শিকার লগ্নজিতা

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** গান গাইতে গিয়ে হেনস্তার শিকার সংগীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তী। পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে একটি কনসার্ট ছিল তাঁর। অভিযোগ, সেখানেই দর্শকের আসন থেকে উঠে এসে মেহবুব মল্লিক নামে এক তৃণমূল নেতা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'অনেক জাগো মা হয়েছে, এবার কিছু সেকুলার গা।' ঘটনায় রীতিমতো হকচকিয়ে যান গায়িকা।

বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পন্ডার দাবি, থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও গায়িকা হেনস্তার শিকার হয়েছেন। প্রথমে জেনারেল ডায়েরি নিতে চাননি ভগবানপুর থানার ওসি শাহজাহান হক। যদিও এর পেছনে



রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র দেখছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। সংশ্লিষ্ট থানার ওসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে। তিনি জানান, এসডিপিও স্তরের কোনও আধিকারিক এই ঘটনার তদন্ত করছেন।

লগ্নজিতার প্রশ্ন, 'এটা কি পাকিস্তান না বাংলাদেশ? কাজ করতে গিয়ে ভদ্র সমাজের মার কেন খাব? অভিযুক্ত মুখোমুখি চলে আসেন। দু-তিনজন তাঁকে থামিয়ে দেন।'



*আমাদের বাড়ি চলো সান্তাদাদু...*

*কলকাতায়। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।*

# ড্যামেজ কন্ট্রোলেও সমস্যায় পদ্ম শিবির

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** এসআইআরের সৌজন্যে মতুয়া-গড়ে প্রধানমন্ত্রীকে এনে মতুয়া ভোটের ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে চেয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। কিন্তু শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সফরে সেই আশঙ্কা দূর হওয়া দূরে থাক, আরও বেড়েছে বলেই মনে করছে দলের একাংশ। মতুয়া ভোটে যাতে তার প্রভাব না পড়ে তার জন্য যত দ্রুত সম্ভব ফের রানাঘাটেই প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে সভা করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি।

রাজ্যের প্রায় ৩০টি বিধানসভায় মতুয়া ভোট নির্ণায়ক শক্তি বলে মনে করা হয়। মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৪ থেকে মতুয়া ভোট নিজেদের ঝুলিতে টানতে শুরু করে বিজেপি। কিন্তু এসআইআরের জেরে ভোটার তালিকা থেকে বড় সংখ্যায় মতুয়াদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় উদ্বেগ বাড়তে থাকে বিজেপির। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর তড়িঘড়ি সিএএ ক্যাম্প করে এই বিপুল সংখ্যক মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে যে রাতারাতি নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে না, সেটা আঁচ করে তাঁদের আশ্বস্ত করতে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে রানাঘাটে সভা করানোর কৌশল নেয় বিজেপি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কলকাতায় এসেও সভাস্থলে প্রধানমন্ত্রী সশরীরে পৌঁছোতে না পারায় বিজেপির সেই কৌশলে প্রথম ধাক্কা লাগে। মতুয়াদের কাছে যাতে ভুল বার্তা না যায় তার জন্য টেলিফোনে ভাষণও দেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই ভাষণে সরাসরি মতুয়াদের উদ্বেগ নিয়ে কোনও আশ্বাস না থাকায় ফের ধাক্কা খায় বিজেপির কৌশল। খবর পৌঁছোয় অসম সফররত মোদির কানেও। তৎপরতা শুরু হয় ড্যামেজ কন্ট্রোলে। এরপরই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন মোদি। সেখানে মতুয়া এবং নমশূদ্রদের পাশে থাকার বার্তাটুকু ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। বরং ঘুরপথে ছিল কেন্দ্রের সিএএ আইনের সৌজন্যে মতুয়ারা এদেশে মর্যাদার সঙ্গে দেশে বাস করতে পারছেন, সেই কৃতিত্ব টানার চেষ্টা। শুধু তাই নয়, মতুয়াদের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে মোদি এও বলেছেন, এরাজ্যে বিজেপির সরকার শপথ নেওয়ার পরই মতুয়া, নমশূদ্রদের জন্য বিজেপি আরও অনেক কিছু করবে। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে রাজনৈতিকভাবে অস্ত্র করে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে তৃণমূল। প্রচারে তৃণমূলের দাবি, প্রথমে নাগরিকত্বের টোপ, এখন বলছে, রাজ্যে বিজেপির সরকার। মতুয়ারা বুঝতে পারছে,রাজ্যে পরিবর্তন না হলে তাদের নাগরিকত্বও দেবে না বিজেপি। চর্চা শুরু হয়েছে বিজেপির অন্দরেও। বনগাঁর এক দলীয় বিধায়ক ও মতুয়া নেতা ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, 'আমরা তো তৃণমূলের হাতে মতুয়া ভোটকে উপহার হিসেবেই তুলে দিলাম।' দলের মতুয়া নেতাদের একাংশের মতে, এটা ঘুরপথে মতুয়া ভোট কেনার কৌশল বলেই দাবি করতে পারে বিরোধীরা।

# বিএলএ-দের সঙ্গে আজ জরুরি বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** এসআইআর শুনানিতে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সাধারণ মানুষ যাতে কোনওভাবে হয়রানির শিকার না হন, সেদিকে এখন মূল লক্ষ্য শাসকদল তৃণমূলের। দলের বিএলএ ও নেতাদের সে বিষয়ে আরও বেশি সক্রিয় করতে এবার মাঠে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সোমবার নেতাজি ইন্ডোরে দলের বিএলএ ও নেতাদের সে কথাই বুঝিয়ে দিতে তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শাসকদল তৃণমূল এসআইআরের দ্বিতীয় পর্বের শুনানিকেই এখন অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনেই কমিশনের শুনানি নিয়ে ভীষণরকম 'সিরিয়াস'। শুনানির সময় মানুষকে নথি থেকে শুরু করে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে তৃণমূল তাঁদের সাহায্য করতে চান। এতে কোনও গাফিলতি বা অবহেলা চান না মুখ্যমন্ত্রী। আসলে এসআইআরের প্রথম পর্বেই ৫৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে শাসকদল। দলের অন্দরমহলে এখন জোর চর্চা তা নিয়েই। কিছুটা হলেও এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক সহ দলের শীর্ষ নেতারা। এরপরেও ১ কোটিরও বেশি ভোটারের নামও কমিশনের 'আতশকাচের' তলায় বলে সরাসরি অভিযোগ করে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাতেই আরও চাপ বেড়েছে শাসকদল তৃণমূলের।

চাপ যে বাড়ছেই, তার সুস্পষ্ট আভাস মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী সদ্য ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁর দলের বিএলএদের নিয়ে এই সংক্রান্ত বৈঠক করার পর। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে খসড়া ভোটার তালিকায় একটা বিশাল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে কমিশন সূত্রের খবর। তারপরই তৎপর হন মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআর দ্বিতীয় পর্বের শুনানির সময় দলের বিএলএ ও নেতাদের আরও বেশি সক্রিয় ও সতর্ক থাকতে ওই বৈঠকে নির্দেশ দেন তিনি। সেটা করেই সোমবার সারা রাজ্যে তাঁদের দলের বিএলএ ও নেতাদের নিয়ে নেতাজি ইন্ডোরে বৈঠক করতে চলেছেন জরুরিভিত্তিতে।

# বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** প্রায় ৯ মাস বেতন নেই। চাকরি নেই। কারণ, কাঁধে ইএমআই-এর চাপ। কেউ আবার বয়স্ক বাবা-মায়ের চিকিৎসা ও সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। চাকরিহারা শিক্ষকদের কিছুটা সুরাহা হলেও ৩৩৯৪ জন 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের পরিস্থিতি এখন এটাই। তাঁদের অভিযোগ, আদালত, রাজ্য সরকার, স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সকলে মিলে তাঁদের বঞ্চনা করছে। পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হলেও কবে হবে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র পরীক্ষা, তার কোনও নির্ঘণ্ট এখনও প্রকাশ করেনি এসএসসি। ফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না।

চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য কেন দু-রকমের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে সোমবার বিকাশ ভবনের দ্বারস্থ হচ্ছেন চাকরিহারা 'যোগ্য' গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের প্রশ্ন, '২০১৬ সালে প্রায় ১৯ লক্ষ পরীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আমরা রাজ্য সরকারের বিপুল দুর্নীতিকে অতিক্রম করে এই চাকরিটা পেয়েছিলাম। যে বিচারে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার পর শুধুমাত্র শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল, তাঁদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হল, সেই বিচারে যোগ্য শিক্ষাকর্মীদের এভাবে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে কেন?'

বারবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শিক্ষা দপ্তরকে বিকল্প সুরাহার জন্য চিঠি দেওয়া হলেও কোনও উত্তর আসেনি। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ স্তরে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আরও ৮ মাস পিছিয়ে যাওয়ায় শিক্ষাকর্মীদের নতুন নিয়োগ পরীক্ষা কবে হবে তা এখন অনিশ্চিত। কমিশন সূত্রে খবর, ১৬ লক্ষ আবেদনকারীর পরীক্ষা নিতেও যথেষ্ট সময় লাগবে। হকের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া বা বিকল্প উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবিতে সোমবার বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা।

## আরএসএস-এর শতবর্ষ স্মারক বক্তৃতা

# বঙ্গে পরিবর্তনের দাবিতে 'চুপ' মোহন

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** রাজ্যে পরিবর্তনের ব্যাপারে বিজেপির দাবিতে মন্তব্য এড়িয়ে গেলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। আরএসএস-এর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবিবার কলকাতার সায়েন্স সিটিতে শতবর্ষ স্মারক বক্তৃতায় মুখ্য বক্তা ছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিশিষ্টদেরও। দেশ ও রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন ভাগবত। সেই প্রশ্নোত্তর পর্বেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, শিক্ষাবিদ মাসুম আখতাররা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর মত জানতে চান।

তৃণমূলকে উৎখাত করে রাজ্যের ক্ষমতা দখলে বিধানসভা ভোটই বিজেপির লক্ষ্য। শনিবার রানাঘাটের সভাতেও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, দুর্নীতি, অপশাসন ও মুসলিম তোষণের ভয়ংকর বিপদ থেকে রাজ্য ও রাজ্যবাসীকে বাঁচাতে হলে 'নো ভোট টু মমতা' এই স্লোগানকেই সামনে রাখতে হবে। বাম জমানা থেকে শুরু করে বর্তমান তৃণমূল সরকারের সৌজন্যে রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে দ্রুত বদলে যাচ্ছে জনবিন্যাস। জনবিন্যাস বদলের বিপদকে মাথায় রেখে সারা দেশে ডেমোগ্রাফি মিশন চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণাও করেছেন



কোনও নেতার ভরসায়, কোনও রাজনৈতিক দলের ভরসায় দেশ বড় হয় না। দেশের ভাগ্য পরিবর্তন শুধু সমগ্র সমাজ এক হলেই হতে পারে।

**মোহন ভাগবত**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে মুসলিম অনুপ্রবেশ ও জনবিন্যাস বদলের বিপদকে হাতিয়ার করে হিন্দুভোটের মেরুকরণ চাইছে বিজেপি। এদিন সংঘের সভায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাস বদলের ব্যাপারে ভাগবতের মত জানতে চাওয়া হয়। জবাবে ভাগবত বলেন, 'এইসব ঘটনা বাংলাকে প্রভাবিত করছেই। এবিষয়ে আপনারা যা ভাবছেন, আমিও তাই ভাবছি। তবে সীমান্ত খোলা হবে কি হবে না এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। এব্যাপারে আমার মত দেওয়া উচিত নয়। হিন্দুদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়া হল আর অন্যরা ঢুকে পড়ল এটা সরকারকে দেখতে হবে।' রাজ্যে পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁর মত জানতে চান শুভেন্দু অধিকারী, মাসুম আখতার, খগেন মুর্মুরা। কিন্তু সেই ব্যাপারে সরাসরি মন্তব্য না করে বিষয়টি রাজ্যের মানুষের ওপরই ছাড়লেন ভাগবত। ভাগবত বলেন, 'রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়ে ভাবা আমার কাজ নয়, আমার কাজ সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে ভাবা। পরিবর্তনের বিষয়ে যাঁরা ভোটার তাঁরা ভাববেন।'

স্মারক বক্তৃতায় ভাগবত বলেছেন, 'কোনও নেতার ভরসায়, কোনও রাজনৈতিক দলের ভরসায় দেশ বড় হয় না। দেশের ভাগ্য পরিবর্তন শুধু সমগ্র সমাজ এক হলেই হতে পারে।' কারও কারও মতে, নেতৃত্ব নিয়ে মোদি-শা'কেই এভাবে সতর্ক করেছেন ভাগবত। বিজেপি নেতৃত্বই মনে করেন, বর্তমানে দেশ এবং দল চালাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দু'জনই সংঘের স্বয়ংসেবক থেকে বিজেপিতে এসেছেন। কিন্তু দলের শীর্ষে পৌঁছোনোর পর যেভাবে তাঁরা নিজেদের দলের উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছেন, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ আরএসএস। সেই কারণেই বিজেপির থেকে দূরত্ব রক্ষাকেই শ্রেয় মনে করছে আরএসএস। তাই এদিনও ভাগবত মনে করিয়ে দিয়েছেন বিজেপি ও আরএসএস এক নয়। ভাগবতের কথায় সংঘকে শুধু একটা সেবামূলক সংগঠন ভাবেন, তাহলে আপনারা ভুল করবেন। আবার অনেকেরই সংঘকে বিজেপির দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার প্রবণতা রয়েছে। সেটাও ভুল।

# পরীক্ষায় শিক্ষক ঘাটতি, চিন্তিত পর্ষদ

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) আবহে মাধ্যমিক পরীক্ষা যথাযথভাবে পরিচালনা নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রায় এক মাস বাদেই পরীক্ষা। ২৬৮২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করা সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকদের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে পর্ষদ। কোনওরকম সমস্যা থাকলে অবিলম্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে বিকল্প পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে পর্ষদ।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে পর্ষদ শিক্ষক সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এসআইআর প্রক্রিয়া চালাতে অনুরোধ করেছে। পরিদর্শক, ভেনু সুপারভাইজার এবং ইনচার্জদের নির্বাচনের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে। এবারের রেজিস্ট্রার্ড মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষের কাছাকাছি। পরীক্ষক রয়েছেন ৫৫ হাজারেরও বেশি। ২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ততার জন্য যেন কোনওরকমভাবে শিক্ষকের অভাব না হয় তা খতিয়ে দেখে এসআইআরের শুনানি পর্বকে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে জেলা শাসকদের অনুরোধ করেছে পর্ষদ। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনওরকম সমস্যা হলে বা প্রস্তুতি যথাযথ না হলে তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনের কথাও ভাবছে পর্ষদ। পরীক্ষার হলে গার্ড দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ১ লক্ষেরও বেশি শিক্ষক।

সেকথা মাথায় রেখে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জেলা শাসকদের উদ্দেশ্যে চিঠিতে লিখেছেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা ত্রুটিহীন, সুরক্ষিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পর্ষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে অনুরোধ, আসন্ন পরীক্ষার জন্য জেলার সবকটি সেন্টার সরেজমিনে ব্যাপকভাবে পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত অফিসারদের মনোনীত করুন। শুনানি পর্বকে এমনভাবে পরিকল্পনামাফিক ভাগ করা হোক, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোনও বাধার সৃষ্টি না হয়।'

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আশঙ্কা, একই সমস্যায় পড়তে পারে উচ্চমাধ্যমিকও। ১২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। চতুর্থ তথা চূড়ান্ত সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। ইতিমধ্যেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা কীভাবে আয়োজন করা হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা।

তাঁদের কথায়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুটি পরীক্ষা প্রায় কাছাকাছি সময় পড়ায় অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। তারই মধ্যে প্রথম সামেটিভ পরীক্ষা পড়তে পারে বলে শিক্ষকদের বিএলও-র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন তাঁরা।

# রবীন্দ্র-নজরুল গানে প্রতিবাদ

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** বিহার থেকে বাংলাদেশ ধর্মীয় মৌলবাদের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। এই অবস্থায় প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়া হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামকে। তাঁদের গানের মাধ্যমে কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদে সামিল হল নাগরিক সমাজ ও পড়ুয়ারা।

এদিন প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা', 'মরীচিকা ধরিতে চাই', 'ও আমার দেশের মাটি', 'জাতের নামে বজ্জাতি' গাইলেন তাঁরা। তাদের মতে, সংস্কৃতি বরাবরই ভয়কে ভাঙার শক্তিশালী মাধ্যম। উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ কখনই কাম্য নয়।

অনুষ্ঠানে শামিল আরজি কর আন্দোলনে 'রাত দখল'-এর অন্যতম মুখ রিমঝিম সিনহা বলেন, 'এই বাংলার মাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম'-এর। ছোট থেকে সহজপাঠ, সুকুমার রায়, বিনোদিনী রাশির আদর্শে বড় হয়েছি। কিন্তু এখন যে ঘটনা ঘটছে তাতে মনুষ্যত্ব রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আমরা কখনই ইসলামি মৌলবাদ বা উগ্র হিন্দুত্ববাদকে সমর্থন করি না। এখানেও যে ঘটনা ঘটছে, তা দেখে মনে হয় এই দেশ তো আমার নয়। তাই ধর্ম নয়, শিক্ষা চাই। ধর্ম নয় ভাত চাই'।

যে কবিদের কলমে আজীবন ফুটে উঠেছে জাতপাত, সংকীর্ণতা ভুলে সহাবস্থান, সহনশীলতা, যুক্তিবোধ, স্বাধীন চিন্তা, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরাই আক্রান্ত হচ্ছেন মৌলবাদের কাছে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'উগ্র মৌলবাদ মাথাচাড়া দিলে এনারা তো আক্রান্ত হবেন। যা ঘটছে তাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেই।'

## কূটনৈতিক তৎপরতায় ওপারের পাচারকারীদের হাত থেকে মুক্তি

# সীমান্তে অপহৃত জওয়ান

**মেখলিগঞ্জ, ২১ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশের ঘটনায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই মেখলিগঞ্জের এক বিএসএফ জওয়ান বাংলাদেশি পাচারকারীদের হাতে অপহৃত হলেন। বেদ প্রকাশ নামে ওই ব্যক্তি বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের অধীন অর্জুন সীমান্ত চৌকিতে কর্মরত। রবিবার ভোরবেলাতে ঘন কুয়াশার মধ্যে তিনি সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় এলাকায় কিছু গোরু পাচারকারীকে দেখা যায়। তাদের ধাওয়া করতে গিয়ে বেদ প্রকাশ সহকর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অভিযোগ, সেই সুযোগে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা তাঁকে অস্ত্র সহ অপহরণ করে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অঙ্গারপোঁতা সীমান্ত চৌকিতে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল। এই নিয়ে নাড়াঘাঁটা শুরুর পর বিজিবি ওই জওয়ানকে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়।



*তিনবিঘা করিডরে কড়া নিরাপত্তা। রবিবার। -সংবাদচিত্র*

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সীমান্ত বর্তমানে যথেষ্টই উত্তপ্ত রয়েছে। এই অবস্থায় ওই বিএসএফ জওয়ানের অপহরণের ঘটনায় যথেষ্টই চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে জরুরি যোগাযোগ শুরু হয়। এদিন সকাল থেকেই আন্তর্জাতিক তিনবিঘা করিডর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। তিনবিঘা করিডরের প্রায় ৩০০ মিটার এলাকায় পর্যটক ও সাধারণ নাগরিকদের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদেরও করিডরের কাছাকাছি যেতে নিষেধ করা হয়।

এরই মধ্যে তিনবিঘা করিডরে বিএসএফ ও বিজিবি'র মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

**কী ঘটেছে**

- ভোররাতে এক বিএসএফ জওয়ান মেখলিগঞ্জের সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন
- গোরু পাচারকারীদের ধাওয়া করতে গিয়ে তিনি সহকর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন
- দুষ্কৃতীরা তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যায়, পরে বিজিবি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়
- পরে বিজিবি ওই জওয়ানকে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়

দীর্ঘ আলোচনার পর কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপহৃত জওয়ান বেদ প্রকাশকে বিজিবি ভারতের হাতে তুলে দেয়। পরে তাঁকে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যদিও এনিয়ে বিএসএফের উচ্চ আধিকারিকরা মুখ খুলতে নারাজ। জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক বিএসএফ আধিকারিক আবার দাবি করেন, 'দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে একটি গোপন বৈঠক হয়েছে। এর বাইরে কিছু হয়নি।' বাহিনী সূত্রে অবশ্য খবর, ঘটনার পর মেখলিগঞ্জ সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

শীত পড়তেই উত্তরবঙ্গজুড়ে কুয়াশার দাপট বেড়েছে। আর এই ঘন কুয়াশাকেই হাতিয়ার করে গোরু পাচারকারীরা সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সীমান্তে নজরদারি থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ। দীপঙ্কর রায় নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'তিনবিঘা করিডর দিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থায় আরও কড়াকড়ি করা উচিত। পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে বিএসএফ জওয়ানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।'

## তিন জোড়া স্পেশাল ট্রেন

**মালিগাঁও, ২১ ডিসেম্বর :** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বড়দিন ও নববর্ষ-২০২৬ উপলক্ষ্যে তিন জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৫৬০৯/০৫৬১০ (গুয়াহাটি -সাইরাং -গুয়াহাটি), ০৫৯০৫/০৫৯০৬ (ডিব্রুগড় - লখনউ - ডিব্রুগড়) এবং ০৪০৭৮/০৪০৭৭ (নিউ দিল্লি - কামাখ্যা - নিউ দিল্লি) উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের পরিষেবা দেবে।

০৫৬০৯ (গুয়াহাটি - সাইরাং) স্পেশাল ২২ এবং ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫-এ গুয়াহাটি থেকে ০৬:০০-এ রওনা দিয়ে ১৯:৩০-এ সাইরাং পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রায় ০৫৬১০ (সাইরাং - গুয়াহাটি) ট্রেনটি ২৩ এবং ২৫ ডিসেম্বর সাইরাং থেকে ০৬:০০-এ রওনা দিয়ে ১৯:৫০-এ গুয়াহাটি পৌঁছাবে। অন্যদিকে ০৫৯০৫/০৫৯০৬ (ডিব্রুগড় - লখনউ - ডিব্রুগড়) স্পেশাল প্রত্যেক দিক থেকে ১টি ট্রিপ করে চলবে। ০৪০৭৮/০৪০৭৭ (নিউ দিল্লি – কামাখ্যা – নিউ দিল্লি) রিজার্ভ স্পেশাল প্রত্যেক দিক থেকে ৩টি ট্রিপ করে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

**পৃথিবীর পাঠশালা**

## চটচটে গুড়ের মারণ বন্যা



বন্যা মানেই আমরা বুঝি জলের তোড়। কিন্তু গুড় বা মোলাসেজের বন্যায় যে মানুষ মারা যেতে পারে, তা ভাবা যায়? ১৯১৯ সালে আমেরিকার বোস্টন শহরে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল, যা ইতিহাসে 'গ্রেট মোলাসেজ ফ্লাড' নামে কুখ্যাত। জানুয়ারি মাসের এক দুপুরে হঠাৎই ফেটে যায় গুড় জমানো এক বিশাল ট্যাংক। প্রায় ২৩ লক্ষ গ্যালন ঘন চটচটে গুড় সুনামির মতো আছড়ে পড়ে শহরের রাস্তায়। সেই গুড়ের ঢেউয়ের উচ্চতা ছিল প্রায় ২৫ ফুট এবং গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩৫ মাইল। এই চটচটে স্রোতে আটকে এবং চাপা পড়ে ২১ জন মানুষ মারা যান এবং ১৫০ জন আহত হন। ঘোড়ার গাড়ি, বাড়িঘর- সব গুড়ের তলায় তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা বলেন, আজও গরমকালে বোস্টনের ওই নির্দিষ্ট এলাকায় নাকি বাতাসে হালকা গুড়ের গন্ধ পাওয়া যায়।



## মুণ্ডু ছাড়াই আঠারো মাস

মাথা কাটা গেলে মানুষ বা পশুপাখি বড়জোর কয়েক সেকেন্ড বাঁচে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে আমেরিকার কলোরাডোতে 'মাইক' নামের একটি মুরগি মাথা কাটা যাওয়ার পরেও দিব্যি ১৮ মাস বেঁচে ছিল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি 'মিরাকল মাইক' নামে পরিচিত। এক কৃষক লয়েড ওলসেন রাতের খাবারের জন্য মাইককে কাটতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কুড়ুলের কোপটা এমনভাবে পড়েছিল যে মাইকের মস্তিষ্কের মূল অংশ এবং একটি কান অক্ষত থেকে যায়। রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় তার মৃত্যু হয়নি। প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও পরে লয়েড ড্রপার দিয়ে জল ও শস্যদানা খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। মুণ্ডুহীন মাইক তখন এতটাই বিখ্যাত হয়ে যায় যে, তাকে দেখার জন্য লোকে টিকিট কেটে ভিড় করত। মাসে সেই সময় তাঁর আয় ছিল আজকের দিনের প্রায় ৫০,০০০ ডলারের সমান।



## কাক যখন ব্যবসায়ী

কাক যে চালাক পাখি, তা আমরা ছোটবেলার 'কলসি ও নুড়িপাথর'-এর গল্প থেকেই জানি। কিন্তু কাককে যে প্রশিক্ষণ দিয়ে রীতিমতো ব্যবসায়ী বানানো যায়, তা প্রমাণ করেছেন জোশ ক্লেইন নামের এক প্রযুক্তিবিদ। তিনি তৈরি করেছেন 'ক্রো বক্স'। এটি আসলে এক ধরনের ভেন্ডিং মেশিন। ক্লেইন কাকদের শিখিয়েছেন যে, তারা যদি চারপাশ থেকে পড়ে থাকা পয়সা বা কয়েন কুড়িয়ে এনে মেশিনে ফেলে, তবে মেশিন থেকে পুরস্কার হিসেবে চিনাবাদাম বেরিয়ে আসবে। কাকেরা এই বিষয়টি এত দ্রুত শিখে নেয় যে, তারা রীতিমতো কয়েন খোঁজা শুরু করে দেয়। গবেষকরা বলছেন, এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে কাকদের দিয়ে স্টেডিয়াম বা পার্কের আবর্জনা পরিষ্কার করানো সম্ভব। বিনা বেতনের এমন কর্মী আর কোথায় পাওয়া যাবে!

## এখানে আকাশ ঝরায় হিরে

রোদ হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে- এসব তো পৃথিবীর রোজনামচা। কিন্তু আমাদের সৌরজগতেরই প্রতিবেশী গ্রহে বৃষ্টির বদলে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে রাশি রাশি হিরে! নেপচুন এবং ইউরেনাস গ্রহ দুটিতে এমনই এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে বলে দাবি বিজ্ঞানীদের। নাসা এবং বিভিন্ন গবেষণাগারের তথ্য অনুযায়ী, এই গ্রহগুলির বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস রয়েছে। গ্রহগুলির প্রবল চাপ এবং তাপমাত্রায় মিথেন গ্যাসের কার্বন পরমাণুগুলি আলাদা হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড চাপে জমাট বেঁধে হিরের টুকরোয় পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে ল্যাবরেটরিতে প্লাস্টিক এবং লেসার ব্যবহার করে সেই একই পরিস্থিতি তৈরি করে এর প্রমাণ পেয়েছেন। অর্থাৎ, ওই গ্রহগুলিতে যদি কেউ যেতে পারত তবে ছাতা মাথায় দিয়ে হিরে কুড়োনোটাই হত আসল কাজ!



## ৬৪টি মোষ উদ্ধার

**ফাঁসিদেওয়া, ২১ ডিসেম্বর :** অসমে পাচারের আগে দুটি পৃথক অভিযানে মোট ৬৪টি মোষ উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ঘটনায় দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত নুর ইসলাম আকন্দ (২৯) এবং সায়েদ আনোয়ার (২৪) অসমের কোকরাঝাড়ের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ রবিবার মুরালীগঞ্জ চেকপোস্ট থেকে একটি এবং বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের অদূরে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে আরও একটি লরি আটক করে। একটি লরিতে ২৮টি মোষ এবং অন্যটিতে ৩৬টি মোষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। চালকদের কাছে লাইভ স্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না বলে পুলিশ জানিয়েছে। পরবর্তীতে চালক সহ মোষবোঝাই লরি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা বিহারের দিক থেকে অসমে মোষ পাচারের কথা স্বীকার করেন।

ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পাচারে ব্যবহৃত দুটি লরি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে উদ্ধার করা মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের জামিন মঞ্জুর করেছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র।

## সংস্কারকেন্দ্র

*প্রথম পাতার পর*

আরেক বাসিন্দা সগেন্দ্র রায় বলেন, 'নিজে তেমন পড়াশোনা জানি না বাপু। তাই কারা স্কুল চালাচ্ছেন, বাছবিচার করি না। তাছাড়া এই স্কুলে পড়াতে তো টাকা লাগে না। ছেলেমেয়েরা শিখছেও ভালোই।'

দুই গাল ভর্তি সাদা দাড়ির সুবীর রায় স্কুলটি পরিচালনা করেন। আদতে দক্ষিণবঙ্গের লোক, বয়স্ক এই মানুষটি সংঘের কট্টর অনুগামী। এলাকার অনেকের মুখেই শোনা গেল, বাস্তবে এই স্কুলে সংঘের ভাবনার বীজ বুনে দেওয়া হচ্ছে। স্কুলকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিজেপির ভোটব্যাংক তৈরির কাজও চলছে। যদিও স্কুল পরিচালক সুবীরের স্পষ্ট কথা, 'গত দেড় বছরে এই কেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের কী উন্নতি হয়েছে, তা এলাকার পরিবারগুলি বলতে পারবে। আমরা সংঘের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শিক্ষাদানে রাজনীতি করি না। তা এলাকার মানুষ বলবেন।'

খাউটিয়াপাড়ার সংস্কারকেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি। এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে বটে, কিন্তু সেখানে কচিকাঁচারা যায় শুধু মিড-ডে মিলের টানে। সকাল ৭টা থেকে সংস্কারকেন্দ্রে পড়াশোনা, তারপর বাড়ি গিয়ে স্নান করে খাউটিয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় তারা। পড়ানোর পাশাপাশি সুবীর বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করেন। সংস্কারকেন্দ্রগুলি তৈরি করার জন্য সংঘ বেছে নিয়েছে এমন গ্রাম, যেখানে অধিকাংশ মানুষ দিনমজুর। ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েদের অধিকাংশ সকালে কাজ করতে চলে যান। বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশও নেই।

সংঘকর্মী সুবীর একসময় দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। তাঁর পায়ে রড বসানো। ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংঘের আদর্শে ছেলেমেয়ে তৈরি করে চলেছেন। দক্ষিণবঙ্গের পর সংঘের তরফে উত্তরবঙ্গে কয়েকটি সংস্কারকেন্দ্রের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরামর্শেই ময়নাগুড়ির হুসলুরডাঙ্গা ও ধূপগুড়ির কুর্শামারিতে সংস্কারকেন্দ্র চালু হয়েছে। ওই এলাকাগুলিতেও অধিকাংশ গরিবের বাস। প্রাথমিকভাবে ২০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে।

সংঘের নিঃশব্দ বিপ্লবের আঁতুড় যেন সংস্কারকেন্দ্রগুলি।

## রাজবংশী স্কুল ফলকে, ক্লাস মন্দিরে

**বক্সিরহাট, ২১ ডিসেম্বর :** স্কুল রয়েছে, শিক্ষকও রয়েছেন। তাঁরা নিয়মিত বেতনও পাচ্ছেন। সব ঠিক রয়েছে বলে ধারণার আড়ালে অবশ্য অন্য ছবি। শুক্রবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের একাধিক রাজবংশী ভাষা প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেল, কোনও স্কুল মন্দিরের খোলা বারান্দায় চলছে, কোনওটি শোয়ার ঘরে, আবার কোনওটি পরিত্যক্ত টিনের ঘরে। বহু স্কুলের সামনে চত্বর আগাছায় ভরে গিয়েছে। স্কুলের তালা শেষ কবে খোলা হয়েছিল, তা বাসিন্দারা ঠিকমতো মনে করতে পারছেন না। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে। তাঁদের দাবি, নাম নথিভুক্ত থাকলেও রাজবংশী ভাষার স্কুলগুলির উপর ভরসা না থাকায় অধিকাংশই অন্য সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে।

তুফানগঞ্জ-২ সার্কেল (প্রাথমিক) এসআই মহম্মদ মনিমে আলম বলেন, 'স্কুলগুলির অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই কোথাও দুজন, কোথাও তিনজন পড়ুয়া রয়েছে। যদিও শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত স্কুল ভবন নির্মাণ বা মিড-ডে মিল সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি।' রাজবংশী ভাষা আকাদেমির প্রাক্তন



*এই মন্দিরেই ক্লাস করে পড়ুয়ারা।*

চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মনের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার এই স্কুলগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই স্কুলগুলির উন্নয়নের দায়িত্বও সরকারেরই।'

সম্প্রতি এক সকালে চারদিক কুয়াশাচ্ছন্ন, সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা। সেই প্রতিকূল পরিবেশেই তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মেচকোকা এলাকার ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী ভাষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের করুণ পরিস্থিতিতে পড়াশোনা করতে দেখা গেল। স্কুল বলতে স্থানীয় শিবমন্দিরের খোলা বারান্দা। তবে এই চিত্র শুধু মেচকোকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রামপুর, মহিষকুচি, মানসাই, ভানুকুমারী-সহ আরও ছয়টি রাজবংশী ভাষা প্রাথমিক স্কুলের অবস্থাও প্রায় একই। কোথাও ত্রিপলের ছাউনি, কোথাও একচালা বাঁশ ও খড়ের ঘর। শৌচাগার, মিড-ডে মিলের সুব্যবস্থা নেই।

## প্রার্থী হবেন

*প্রথম পাতার পর*

তবে, এই কেন্দ্রেও দলের একাধিক নেতা গৌতমের কাঁটা হতে পারেন।

সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রকাশ কানোড়িয়া এবং পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও প্রার্থীপদের দাবিদার। জ্যোতিপ্রকাশ কিছুদিন ধরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে পড়ে থেকে সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করছেন। নিয়মিত ওই বিধানসভায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে রঞ্জনও হাজির হচ্ছেন। এরই মধ্যে আর এক রঞ্জনকে নিয়েও গৌতমের ভাবনা রয়েছে। তিনি রঞ্জন শীলশর্মা। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে যথেষ্ট প্রভাবশালী। পুরনিগমে দল ক্ষমতায় এলেও রঞ্জন মেয়র পারিষদ বা অন্য কোনও দায়িত্ব পাননি। যার ফলে কার্যত বিরোধীর ভূমিকা নেওয়া রঞ্জন বিভিন্ন সময় মেয়রকে বিঁধতে ছাড়েননি। কয়েকদিন আগে মেয়েকে পুরনিগমে চাকরি দিয়ে রঞ্জনকে কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করেছেন গৌতম। কিন্তু তাঁকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে প্রার্থী না করা হলে রঞ্জন কী ভূমিকা নেবেন সেটাও ভাবাচ্ছে। আর বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হলে মেয়র পদ নিয়েও যে টানাটানি শুরু হবে সেটাও গৌতম বিলক্ষণ জানেন। সব হিসাব কষেই শেষপর্যন্ত গৌতম আদৌ প্রার্থী হবেন কি না সেটাই এখন শিলিগুড়ির হট টপিক।

## কার্তুজ সহ আটক বিমানযাত্রী

**বাগডোগরা, ২১ ডিসেম্বর :** বাগডোগরা বিমানবন্দরে রবিবার এক যাত্রীর ব্যাগ থেকে একটি দেশি পিস্তলের কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর কর্মীরা ওই যাত্রীকে আটক করেন। ধৃতের নাম মহম্মদ জাহির (২৫)। বাড়ি নয়াদিল্লিতে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, জাহিরের এদিন দুপুরে স্পাইসজেটের এসই-২২৪১ বিমানে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। জাহিরের ব্যাগ স্ক্যান করার সময়ে সিআইএসএফ কর্মীরা দেখতে পারেন তাঁর ব্যাগে একটি কার্তুজ আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সোমবার জাহিরকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে।

## বন্দিদের মুখে আলসার

*প্রথম পাতার পর*

অনেক সময় তা গলার অনেকটা ভিতর পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। সংক্রমণের প্রকোপে ব্যথা, যন্ত্রণার পাশাপাশি রোগীর খাওয়াদাওয়া এবং কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। খাওয়া বন্ধ হলে বন্দিরা দুর্বল হয়ে পড়ছেন। যাঁরা তামাক সেবন করেন তাঁদের ক্ষেত্রেই এই সংক্রমণ হচ্ছে বলে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ প্রথমে সন্দেহ করেছিল। পরে দেখা যায় বন্দিদের যাঁরা তামাক সেবন করেন না তাঁদেরও এই সংক্রমণ হয়েছে। বন্দিদের মধ্যে যাঁরা প্রথমে এই সংক্রমণের শিকার হন, সংশোধনাগারের নিজস্ব হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কিন্তু মুখের ভেতর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় সংশোধনাগারের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর ঝুঁকি না নিয়ে তাঁদের জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দুজনের ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ আরও বেড়ে যাওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করতে হয়।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে দুজন বন্দি অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছেন। তাঁরাও মুখের আলসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে এই আলসারের কারণেই তাঁদের মৃত্যু কি না তা স্পষ্ট নয়। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। মুখের ভেতরের আলসারের পাশাপাশি কিছু বন্দি চর্মরোগেও আক্রান্ত হচ্ছেন। তা ছোঁয়াচে বলেই চিকিৎসকরা মনে করেন। খুব সম্প্রতি হরিয়ানার এক ব্যক্তি সংশোধনাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। মুখের ভেতরের সংক্রমণ নিয়ে তিনি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মুখের ভেতরের রোগের কারণে হরিয়ানার ওই ব্যক্তির খাওয়া এবং কথা বলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাঁর মতো একইভাবে সংশোধনাগারে আরও কয়েকজন আক্রান্ত বলে ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন।

## কমপ্লেক্সে বেনিয়ম

*প্রথম পাতার পর*

তৈরি হলেও সেক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার বদলে তাঁর পরিবারই কীভাবে এধরনের জমিতে দোকান নিচ্ছেন? প্রধানের তরফে কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। গোটা মহকুমা এলাকাজুড়েই চলা এ ধরনের খেলার পেছনে এলাকাভিত্তিক স্থানীয় রাজনৈতিক চক্র যে কাজ করছে সেটা অবশ্য পরিষ্কার।

সংশ্লিষ্ট চক্র প্রথমে পাশাপাশি থাকা পাট্টার জমির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে একত্রিতভাবে কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স তৈরির কাজ শুরু করছে। দোকানঘরগুলি তৈরির পর সেগুলি ভাড়া দেওয়া চলছে। সুযোগ বুঝে দোকানগুলির মধ্যে কিছু বিক্রিও করে দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যাঁর নামে পাট্টা চলছে তার সঙ্গে তাঁর জায়গায় থাকা দোকান যিনি কিনেছেন বা ভাড়া নিয়েছেন, কোনওক্ষেত্রে সাদা কাগজে কোনওক্ষেত্রে আবার ২০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে সইসাবুদ করা হচ্ছে। ভাড়ার চুক্তি হলে ওই চক্র সেলামির টাকা নিয়ে নিচ্ছে। দোকানগুলি যাঁর পাট্টার জমির ওপর হচ্ছে, তিনি প্রতি মাসে ভাড়া নিচ্ছেন। বিক্রি হলে ওই চক্রের সদস্যরা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ ঠিক করে নিয়ে নিচ্ছে।

মহকুমা পরিষদ এলাকাজুড়ে চলা এই ব্যবসা সম্পর্কে অবশ্য বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধানদের কাছ থেকে নানা যুক্তির পাশাপাশি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা শোনা যায়। মাটিগাড়া (১) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকারের কথায়, 'পাট্টার জমিতে বাড়ি বানানো যেতে পারে। তবে তা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য সরকারের কাছে অনুমতির প্রয়োজন হয়। আমার এলাকায় এ ধরনের কোনও অভিযোগ এসে থাকলে, অবশ্যই সেটা দেখা হবে।' মাটিগাড়া (২) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষের অবশ্য সাফাই, 'যে সমস্ত এলাকায় বাড়িঘর রয়েছে, আমাদের সরকার সেখানেই পাট্টা দিয়েছে। আগের ব্যাপারে সেরকম কোনও কিছু জানা নেই।'

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের উলটোদিকে কমার্সিয়াল কমপ্লেক্সটির কথায় আসা যাক। সেই কমপ্লেক্সের পাট্টার জমিগুলোতে বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস দুই দলেরই স্থানীয় নেতাদের নাম রয়েছে। একটি পাট্টার জমি স্থানীয় এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর নামে রয়েছে। আরেকটি পাট্টার জমি ব্লকের তৃণমূল যুবর প্রাক্তন সভাপতির নামে রয়েছে। এমনকি এলাকায় পরিচিত দুই বাম নেতার নামেও একটি করে পাট্টার জমি রয়েছে। ওই কমপ্লেক্সের দোকানগুলি দুই লক্ষ টাকা সেলামি ও নয় হাজার টাকার মাসিক ভাড়ার চুক্তিতে কুড়ি টাকার স্ট্যাম্প পেপারে সইসাবুদ হচ্ছে। কোনও সমস্যা হচ্ছে না? চুক্তি মেনে দোকান নেওয়া মিঠু গুপ্ত নামের এক ব্যবসায়ীর উত্তর, 'যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে যাঁর নামে পাট্টা রয়েছে, তাঁকে গিয়ে বলব।' উত্তরের ধরনেই পরিষ্কার, কোনও সমস্যা যে হবে না সে বিষয়ে তিনি একশো শতাংশ নিশ্চিত।

## যুদ্ধের আবহ, নয়াদিল্লি

*প্রথম পাতার পর*

ময়মনসিংহের হিন্দু তরুণ হত্যায় নয়াদিল্লির কড়া বার্তায় অবশ্য ঢাকার সুর ততটা চড়া নয়। মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হিন্দু তরুণ হত্যার ঘটনা দুঃখজনক। বাংলাদেশ তার নিন্দাও করেছে। কিন্তু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে ভারত যে অভিযোগ করেছে তা ঠিক নয়।' দীপু হত্যায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বাংলাদেশের দাবি। এই চাপানউতোরের মধ্যে নিরাপত্তার কারণে রবিবার চট্টগ্রামে ভারতের ভিসা আবেদনকেন্দ্র অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তে সবথেকে বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশ থেকে ভারতে চিকিৎসার জন্য আসতে চাওয়া মানুষ। এর আগে ঢাকা, রাজশাহি ও খুলনার ভিসা কেন্দ্র একদিনের জন্য বন্ধ ছিল। শনিবার সিলেটে ভারতীয় উপদূতাবাস ও ভিসা আবেদনকেন্দ্রের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

## ট্রেনের ভাড়া

*প্রথম পাতার পর*

রেলের এই সিদ্ধান্তে লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের অবশ্য বিশেষ উদ্বেগের কারণ নেই। রেল জানিয়েছে, শহরতলির লোকাল ট্রেনের ভাড়া এবং মান্থলি বা সিজন টিকিটের দামে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না। মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নিত্যযাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই লোকাল ট্রেনের ভাড়া অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে এক্সপ্রেস ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরায় দূরপাল্লায় যাতায়াতকারীদের পকেটে টান পড়বে।

কেন এই বারবার ভাড়া বৃদ্ধি? রেলমন্ত্রকের দাবি, গত এক দশকে রেলের নেটওয়ার্ক অনেক বিস্তৃত হয়েছে এবং যাত্রী পরিষেবার মান ও সুরক্ষা খাতে বিপুল বিনিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে রেলের বেতন খাতে খরচ ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা এবং পেনশন বাবদ ব্যয় ৬০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে রেলের মোট পরিচালন ব্যয় বেড়ে প্রায় ২.৬৩ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই ব্যয়ভার সামাল দিতেই এই ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে চলতি বছর রেলের আয় প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এদিকে, কোচবিহার-দিনহাটা রেলযাত্রী মঞ্চের আহ্বায়ক তথা জিয়াগঞ্জের শ্রীপৎ সি কলেজের রসায়নের বিভাগীয় প্রধান রাজা ঘোষের দাবি, 'ভাড়া খুবই সামান্য বাড়ানো হয়েছে। এটা ঠিকই আছে। তবে রেলকে যাত্রী পরিষেবার মান বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে হবে।' কোচবিহারের হরিণচওড়া এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক সমীর পাল, নাজিরহাটের বাসিন্দা শিক্ষক বিদ্যুৎ সরকার, কোচবিহার শহরের ব্যবসায়ী দেবব্রত বণিক সহ আরও অনেকেরই একই দাবি।

## ত্রাসের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লড়াই

*প্রথম পাতার পর*

এসব কেবল স্থাপনা বা যন্ত্রের ক্ষতি নয়; এটি বাংলাদেশের প্রগতিশীল আত্মার ওপর সরাসরি আঘাত। সংস্কৃতি ও স্মৃতি মুছে ফেলার এই সহিংসতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশকে অস্বীকার করার রাজনৈতিক প্রকল্প। সব মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার নৈতিক পতনের চিত্রই সামনে আসে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামি-র পুনরুত্থান আজ আর গোপন কোনও বিষয় নয়। রাষ্ট্রক্ষমতার নানান স্তরে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দৃশ্যমান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিজবুত তাহরির ও অন্যান্য সমমনা উগ্রপন্থী সংগঠন, যারা রাষ্ট্রের ভেতর ও বাইরে সমান্তরাল কর্তৃত্ব তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই গোষ্ঠীগুলোর ভাষ্য ও কার্যক্রম সরাসরি সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থী।

ধর্মীয় মৌলবাদ যখন রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় পায় বা রাষ্ট্রের নীরব সম্মতি লাভ করে, তখন তার ফল হয় ভয়াবহ। বাউলদের ওপর আক্রমণ কেবল কয়েকজন শিল্পীর ওপর হামলা নয়; এটি হাজার বছরের লোকায়ত, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির ওপর সরাসরি আঘাত। একইভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, উপাসনালয় ও জীবন-জীবিকার ওপর হামলা একটি বার্তাই দেয়- এই রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। রাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যর্থতা প্রকাশ পায় তখনই, যখন আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করে, আগুনে জ্বালিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখার মতো নৃশংস ঘটনা কোনও সভ্যসমাজে কল্পনাতীত। এটি কেবল একটি খুন নয়; এটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি আঘাত। প্রশ্ন উঠছে, এই দেশে কি এখন আর আইনের শাসন কার্যকর আছে?

পুলিশ বিভাগ, বিচার বিভাগ- রাষ্ট্রের এই দুটি মৌলিক স্তম্ভ কার্যত অচল হয়ে পড়েছে বলে জনমনে দৃঢ় ধারণা তৈরি হয়েছে। গ্রেপ্তার হয় ভুক্তভোগী, মুক্ত থাকে অপরাধী। সাম্প্রতিক সময়ে বাউল আবুল সরকার ও সাংবাদিক আনিস আলমগীরের গ্রেপ্তার ও কারাবরণ সেই আশঙ্কাকেই আরও দৃঢ় করেছে যে, মত প্রকাশ ও ভিন্নমত দমন এখন রাষ্ট্রনীতির অংশ হয়ে উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে পুরো দেশ যেন এক বিশাল মানসিক হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। নাগরিকরা ক্রমাগত ট্রমার মধ্যে বাস করছেন। কী বললে গ্রেপ্তার হতে হবে, কী লিখলে হামলার শিকার হতে হবে, কী বিশ্বাস করলে 'অপরাধী' সাব্যস্ত হতে হবে- এই অনিশ্চয়তা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ভয় যখন নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে, তখন সমাজ সৃজনশীলতা হারায়, মানবিকতা হারায়, ভবিষ্যৎ হারায়। আমাদের অবস্থা বর্তমানে তেমনই।

এই সংকটের রাজনৈতিক দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জননিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে- এমন অভিযোগ এখন কেবল বিরোধী রাজনৈতিক দলের নয়, সাধারণ মানুষেরও। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তবে সেই রাষ্ট্রের নৈতিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

এই অভ্যন্তরীণ সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জটিল ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক শক্তির স্বার্থ, তথাকথিত ডিপ স্টেট রাজনীতি। এসব বিষয় রাষ্ট্রের ভেতরের ক্ষমতার ভারসাম্যকে আরও বিপর্যস্ত করছে। কিন্তু কোনও আন্তর্জাতিক চাপই মানবাধিকার লঙ্ঘন বা উগ্রবাদী শক্তির উত্থানের অজুহাত হতে পারে না। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জনগণের নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

বাংলাদেশের বর্তমান সংকটের দায় একক কোনও ব্যক্তি বা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যেসব রাজনৈতিক দল বিগত প্রায় ৫৪ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল, তারা সবাই এই পরিস্থিতির জন্য কমবেশি দায়ী। রাজনীতিতে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করা, সীমাহীন সামাজিক বৈষম্য, বিরোধী দলের ওপর দমনপীড়ন-নির্যাতন, ব্যাপক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট, বিদেশে অর্থ পাচার বাংলাদেশকে আজ এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

বিগত সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঘিরে থাকা একটি ক্ষমতাকেন্দ্রিক বৃত্ত দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবতা আড়াল করে ভুল বার্তা দিয়েছে- এ দায় তাঁরা এড়াতে পারেন না। একইসঙ্গে বিগত সরকারের বড় রাজনৈতিক ভুল ছিল প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-কে নির্বাচনি রাজনীতি থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা ও অগ্রহণযোগ্য সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণ কোণঠাসা করা শেষপর্যন্ত শাসকদলকেই স্বৈরাচারের অভিযোগের মুখে দাঁড় করায়- বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এই অন্ধকার থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে- সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মানবাধিকারের মৌলিক নীতিতে প্রত্যাবর্তন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, সমস্ত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। উগ্র ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে সব ধরনের আপস বন্ধ করতে হবে। মব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি কার্যকর করতে হবে। বিচার বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। সর্বোপরি, ভিন্নমত, ভিন্নধর্ম ও সাংস্কৃতিক বহুত্বকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুরক্ষা দিতে হবে।

বাংলাদেশের ইতিহাস সাক্ষী- এই জাতি ভয়কে চিরদিন মেনে নেয়নি। কিন্তু ভয় যদি রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়, তবে সেই রাষ্ট্র টিকে থাকে না। আজ সময় এসেছে স্পষ্টকথা বলার। ভয়ের সংস্কৃতি নয়, মানবিক রাষ্ট্র চাই। নীরবতা নয়, ন্যায়বিচার চাই। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কখনোই এই দেশের মূলস্রোত হতে পারেনি, পারবেও না। জামায়াতে ইসলামি কিংবা তথাকথিত উগ্রপন্থী রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছে। এ দেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক- তারা সহিংস মব, অরাজকতা ও ধর্মীয় উগ্রতার পক্ষে দাঁড়ায় না। আগুন দিয়ে গান নেভানো যায় না, ভাঙচুর দিয়ে চেতনা ধ্বংস করা যায় না। বাংলাদেশ আবার প্রগতির পথেই ফিরবে- কারণ মুক্তিযুদ্ধ কোনও ভাস্কর্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা মানুষের বিবেকেই বাস করে।

## বাজারের জমি নিয়ে রেলকে দুষলেন মেয়র

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** বিধানসভা ভোটের আগে শাসক তৃণমূলের সমালোচনার লক্ষ্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে রবিবার রেলের জমি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। রেলের জমি রাজ্য সরকারকে দেওয়ার দাবি তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, রেল রাজ্যকে জমি না দেওয়ায় শহরের কয়েকটি বাজারের ব্যবসায়ীদের জমি সংক্রান্ত নথি দেওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনও দেওয়া যাচ্ছে না। মালিকানার দাবিতে কিছুদিন ধরেই নতুন দফায় আন্দোলন করছে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। ওই সংগঠনের সম্পাদক বাপি সাহাকে দেখে কড়া বার্তাও দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার।

দিলীপ বলেন, 'অনেক বাজারেই পুরোনো সমস্যা রয়েছে। সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব।' ডেপুটি মেয়র বলেন, 'আপনারা কেউ কোনওভাবে বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। অনেকে অধিকারের বাইরে ঢুকে রাজনীতি করতে চান। শহরের উন্নয়নে পুরনিগমের সঙ্গে থাকুন।' অন্যদিকে, এদিন আগামী তিন বছরের জন্য ৫১ জনের কমিটি গঠন করে খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি। কমিটিতে পুনরায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন পরিমল মিত্র ও বিপ্লব রায় মুহুরি। চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন বিকাশ সাহা ও অসীম ঘোষ।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এমন পরিস্থিতিতে শহরের সমস্ত বাজার কমিটির সদস্যদের সামনে পেয়ে মেয়র প্রথম থেকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের শেষ করে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সকলকে একত্রিত হতে হবে। আমরা আপনাদের সংগ্রামের পাশে থেকে সমস্ত ন্যায়সংগত দাবি পূরণের চেষ্টা করছি।' এমনকি কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ীদের দাবি নিয়ে বৈঠকে বসবেন বলেও জানান গৌতম।

পুনর্বাসন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে গৌতম বলেন, 'এশিয়ান হাইওয়ে কাউকে পুনর্বাসন দেয়নি। আমরা সেই ব্যবস্থা করছি। আমরা চাই ব্যবসায়ীদের সমস্ত দাবি সমাধানের। তবে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে না।' শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষের পালটা কটাক্ষ, 'অসত্য কথায় পটু গৌতম দেব কী করছেন, সেটা শহরের মানুষ হারে হারে টের পাচ্ছেন। আসলে উনি নিজেকে রাম দেখিয়ে রাবণ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন।'

## প্রয়াত সাংবাদিক

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক প্রকাশ শাসমল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। দীর্ঘদিন শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত একটি হিন্দি দৈনিকে সাংবাদিকতা করেছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাও করতেন। তাঁর লেখা প্রচুর কবিতা বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিজে 'একলব্য' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন এই প্রবীণ সাংবাদিক। রবিবার শান্তিনগরের বাড়িতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং এক পুত্রকে রেখে গিয়েছেন।

*বর্ধমান রোডে উড়ালপুলের কাজ এখনও শেষ হয়নি। ইতিমধ্যে কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। -সংবাদচিত্র*

### বর্ধমান রোডের উড়ালপুলে টাকা কার?

# রাজু-গৌতম দ্বৈরথ

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** কাজ শেষের মুখে বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার নিয়ে নতুন বিতর্ক। ফ্লাইওভার তৈরিতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ টাকা খরচ করছে বলে এতদিন প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু নথি বলছে, কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকেও আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এমনই নথি তুলে ধরে নির্মাণকাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ রাজু বিস্ট। ইতিমধ্যেই নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কীভাবে বরাদ্দ খরচ হয়েছে, তা তদন্তের জন্য টিম গঠনের আবেদন করে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দ্বারস্থ হয়েছেন। সাংসদ বলেন, 'অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হয়েছে। গাড়ি চলাচল শুরু হলেই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেইজন্য আমি মন্ত্রীকে বিশেষজ্ঞ টিম পাঠানোর অনুরোধ করেছি।' যদিও মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'সাংসদ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন। উনি একজন মিথ্যাবাদী। ফ্লাইওভার তৈরিতে ৭০ কোটি টাকার পুরোটাই রাজ্য দিয়েছে। এমনকি আরওবি তৈরির টাকাও রেলকে আমরাই দিয়েছি। কেন্দ্র এক টাকাও দেয়নি।'

২০১৭ সালে বর্ধমান রোডের এয়ারভিউ মোড় থেকে ঝংকার মোড় হয়ে কারবালা পর্যন্ত ১.১২৪ কিলোমিটার ফ্লাইওভার এবং কিশোর সংঘের সামনে রেল ওভারব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য প্রথমে ৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কোভিড পরবর্তী সময়ে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজের গতি নিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। দুই বছরের মধ্যে যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা, তা ৯ বছরেও শেষ না হওয়ায় প্রশাসনিক মহল তো বটেই, আমজনতার মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে। পূর্ত দপ্তর বারবার দাবি করেছে, কিশোর সংঘের সামনের আরওবি তৈরির জন্য রেলকে অনেক আগেই বরাদ্দ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রেল কাজে দেরি করছে। যার জেরে গতি হারাচ্ছে ফ্লাইওভার নির্মাণ। মেয়র গৌতম বহুবার এই নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেছেন। তিনি কাজ শেষ করার জন্য বারবার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ হয়নি। তবে বর্তমানে আরওবি তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজও ৯০ শতাংশের বেশি শেষ। বর্তমানে রংয়ের পাশাপাশি বৈদ্যুতিকরণের কাজ চলছে। জানুয়ারি মাসেই সেতুর উদ্বোধনের সম্ভাবনা।

এমন পরিস্থিতিতে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রীর কাছে এই ফ্লাইওভার সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চান। তিনি ফ্লাইওভারটির নির্মাণকাজ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি নথি দিয়ে জানিয়েছেন, বর্ধমান রোডের (এসএইচ-১২এ) আরওবি এবং ফ্লাইওভার কেন্দ্রীয় বরাদ্দে হচ্ছে। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষেই এই প্রকল্পের জন্য ৬১.৫৪ কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে। কাজটির ৮৯ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরেই রাজ্য সরকার এবং শিলিগুড়ির মেয়রকে বিঁধেছেন সাংসদ বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যের বলে চালিয়ে দেওয়ার এটা আরও একটা উদাহরণ। পূর্ত দপ্তর দায়িত্ব নিলেও এই ফ্লাইওভারের কাজ ন'বছরেও শেষ করতে পারেনি। এর নির্মাণকাজও নিম্নমানের হয়েছে। যে কোনওদিন ভেঙে পড়তে পারে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ফ্লাইওভার চালু হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল গঠন করে নির্মাণকাজ এবং বরাদ্দের খরচ খতিয়ে দেখার আবেদন করেছি।'

ফ্লাইওভার তৈরিতে ৭০ কোটি টাকার পুরোটাই রাজ্য দিয়েছে।
**গৌতম দেব** *মেয়র*

**দুই দাবি**

বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার নির্মাণের কৃতিত্ব নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের নতুন লড়াই

ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের দাবি এতদিন করেছে রাজ্য

৬১.৫৪ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে বলে সংসদে জানান গড়করি

কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রের কাছে তদন্তকারী দল গঠনের দাবি সাংসদের

কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যের বলে চালিয়ে দেওয়ার আরও একটা উদাহরণ।
**রাজু বিস্ট** *সাংসদ*

# শিক্ষা ভবন থমকে জমি সমস্যায়

### ভাড়াবাড়িতে চলছে অফিস

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** জমি হস্তান্তর নিয়ে জটিলতায় অনিশ্চিত শিলিগুড়িতে শিক্ষা ভবনের কাজ। ফলে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য ভাড়ার টাকা গুনতে হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরকে। শিক্ষা ভবন তৈরির সিদ্ধান্তের পাঁচ বছর পরেও কেন তা বাস্তবায়িত হল না, সরকারের দুই দপ্তরের মধ্যে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এত দীর্ঘসূত্রিতা কেন, এমন নানা প্রশ্ন উঠছে। শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'জমি শিক্ষা দপ্তরের কাছে হস্তান্তর না হওয়ায় বাকি কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু কবে হবে, তা বলতে পারছি না।'

জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তরফে আমাকে বিষয়টি জানালে নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করব।'

বিক্ষিপ্তভাবে নয়, এক ছাদের নীচে সমস্ত অফিসকে রেখে খরচ বাঁচাতে শিলিগুড়িতে শিক্ষা ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে বন্ধ হয়ে যাওয়া ১ নম্বর শিশু বিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়েছিল ভবন তৈরির জন্য। শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শিক্ষা ভবন না থাকায় ভাড়া বাবদ সরকারকে মোটা টাকা গুনতে হচ্ছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। অফিসগুলি ছড়িয়েছিটিয়ে থাকায় দপ্তরের প্রশাসনিক কাজেও সমস্যা হচ্ছিল। যে কারণে শিক্ষা ভবন তৈরি করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক), জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক), অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রত্যেকটি অফিস এবং সংসদ কার্যালয় সহ শিক্ষা দপ্তরের আরও কয়েকটি অফিসকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালে এই পরিকল্পনা নেওয়ার পাশাপাশি ভবন তৈরিতে কত খরচ হতে পারে, তার একটি প্রাথমিক হিসেব তৈরি করেছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তৎকালীন চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ রায়। এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব তিনি জমা দেন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে। তখনকার জেলা শাসককেও তিনি বিষয়টি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এত বছর কেটে গেলেও ভবনে একটি ইটও গাঁথা হয়নি। এর মূলে রয়েছে জমি হস্তান্তর না হওয়া। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর জমিটি শিক্ষা দপ্তরকে হস্তান্তর করলে সমস্যা মিটবে বলে মনে করেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াইএমএ মাঠের পাশে রয়েছে ১ নম্বর শিশু বিদ্যালয়। একসময় স্কুলটিতে পড়ুয়ার সংখ্যা কম না থাকলেও, ধীরে ধীরে তা শূন্যে গিয়ে পৌঁছায়। প্রায় পাঁচ বছর আগে স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ স্কুলের জায়গাতেই শিক্ষা ভবন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে বহুদিন বন্ধ থাকায় স্কুলটি এখন পরিত্যক্ত বাড়িতে পরিণত হয়েছে। স্কুলের একপাশের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, 'এখানে জেলা শিক্ষা ভবন হওয়ার কথা রয়েছে। শুনেছি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াও চলছে।' সূত্রের খবর, জমি হস্তান্তর না হওয়ায় ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়া এলাকায় নতুন জমির খোঁজ করছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ।

*পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রস্তাবিত শিক্ষা ভবনের জায়গা। -সংবাদচিত্র*

> জমি শিক্ষা দপ্তরের কাছে হস্তান্তর না হওয়ায় বাকি কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু কবে হবে, তা বলতে পারছি না।
>
> **দিলীপকুমার রায়** *চেয়ারম্যান প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ*

*এলজিবিটিকিউএ কমিউনিটির আইনি সহায়তা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। রবিবার। ছবি : সূত্রধর*

# ব্রাউন সুগার সহ ধৃত চার

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** ব্রাউন সুগার তৈরির সামগ্রী সহ শালুগাড়া থেকে চার ব্যক্তির গ্রেপ্তারির পর পুলিশের অন্দরেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। শনিবার রাতে ভক্তিনগর থানায় খবর আসে, চার তরুণ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এরপর পুলিশ গিয়ে তল্লাশি চালাতেই তাদের প্যান্টের পকেট থেকে মোট ৮২০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। উদ্ধার হয় পাঁচ হাজার টাকাও। এখানেই শেষ নয়, ধৃতদের পিঠে থাকা ব্যাগের চেন খুলতেই বেরিয়ে আসে, চার প্যাকেট মাদক তৈরির পাউডার।

উদ্ধার হয়েছে মাদক তৈরির উপকরণ দুই বোতল অ্যাসিড ও দুই বোতল তরল জাতীয় পদার্থ। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, শহর সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে কি ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানা গজিয়ে উঠেছে? গোটা বিষয়ের তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

**শহরেই কারখানা!**

- শালুগাড়া থেকে ধৃতদের কাছে মিলেছে মাদক তৈরির উপকরণ
- পাওয়া গিয়েছে দুই বোতল অ্যাসিড, আরও দুই বোতল তরল জাতীয় পদার্থ
- ধৃতদের মধ্যে দুজন মালদার বাসিন্দা
- গোপনে শহর ও সংলগ্ন এলাকায় মাদক তৈরি হচ্ছে বলে সন্দেহ

শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় মাদক পাচারের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। এসবের মাঝে সুযোগ বুঝে বাড়ির আড়ালে ছোট-বড় ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানাও গড়ে তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। মাসচারেক আগে মাটিগাড়া থানা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ব্রাউন সুগার পাচারের সঙ্গে জড়িত এক দম্পতির বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠার উপক্রম হয়। দেখা গিয়েছিল, ব্রাউন সুগার তৈরির নানা উপকরণ সেখানে রয়েছে। ঘটনায় দম্পতির পাশাপাশি ওই বাড়িতে থাকা মালদার এক পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

তদন্তে উঠে এসেছিল, মালদার ওই পাচারকারী ব্রাউন সুগার তৈরির সামগ্রী ওই দম্পতিকে সাপ্লাই করত। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার রাতে শালুগাড়ায় ব্রাউন সুগার সহ তৈরির উপকরণ সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এক্ষেত্রেও মালদার যোগ পেয়েছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে তাসিরউদ্দিন ও শহিদুল শেখ মালদার বাসিন্দা। বিনয়কুমার বিহার এবং অজিত রায় জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। ধৃতরা কাকে ওই সামগ্রী দিচ্ছিল, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। শহরে সম্প্রতি অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েক জায়গা থেকে মাদক সহ পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন থানার পুলিশ। এই ঘটনা শহরে মাদক কারবার বাড়ছে তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

## প্রাইড ওয়াক

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** শিলিগুড়ি প্রাইড ওয়াক এবং উত্তর ফাল্গুনী সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে রবিবার সেবক রোডের একটি হোটেলে এলজিবিটিকিউএ কমিউনিটির আইনি সহায়তা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। সেখানে শতাধিক মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। আগামী ২৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে প্রাইড ওয়াকের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের চিকিৎসক ঋষভ চক্রবর্তী।

এলজিবিটিকিউএ কমিউনিটির সদস্য বোধিসত্ত্ব ঘোষ বলেন, 'তৃতীয় লিঙ্গের অনেকে মনে করেন তাঁরা সবরকম সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই তাঁদের এই ভুল ধারণা ভাঙানো হয়েছে। এছাড়াও ট্রান্সজেন্ডার কার্ড নিয়েও বোঝানো হয়েছে।'

## ডিপিএসের 'ইউনিসন-১৪'

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে শনিবার আয়োজিত হয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'ইউনিসন-১৪' শীর্ষক অনুষ্ঠানে শতাধিক পড়ুয়া অংশ নেয়। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম। এছাড়াও ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট কমলেশ আগরওয়াল, শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা, ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বেগম আহমদ প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্র আগরওয়ালের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পড়াশোনা এবং অন্য একাধিক বিষয়ে কৃতীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। এছাড়াও ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট কমলেশ আগরওয়াল, শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা, ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বেগম আহমদ প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্র আগরওয়ালের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পড়াশোনা এবং অন্য একাধিক বিষয়ে কৃতীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। এছাড়াও ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট কমলেশ আগরওয়াল, শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা, ফুলবাড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বেগম আহমদ প্রমুখ।

# সুইচে উঠছে-নামছে সান্তাক্লজের চশমা

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** লাল-সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সান্তাক্লজ। সান্তাক্লজের চোখে আবার কালো চশমা রয়েছে। সঙ্গে আবার একটা সুইচও আছে। সুইচ টিপলেই সান্তাক্লজের চশমাটি চোখের থেকে কপালে উঠছে ও নামছে। আবার পায়ের জুতোয় আলো জ্বলছে। সেইসঙ্গে বাজছে ক্রিসমাসের গান। আবার আরেকটি সান্তাক্লজের সামনে রয়েছে কিছু বাদ্যযন্ত্র। সুইচ টিপলেই সান্তাক্লজ ওই বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাচ্ছে। আবার আরেক ধরনের সান্তাক্লজ হরিণের ওপর বসে রয়েছে। সুইচ দিলে হরিণ সহ সান্তাক্লজ চলতে শুরু করছে। বড়দিনের বাজারে এমন অভিনব জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। বাচ্চারা এই জিনিসগুলি দেখে বেশ খুশি হচ্ছে। এই ধরনের সান্তাক্লজগুলির দাম প্রায় ৯০০ টাকা। তবে শুধু হরেকরকমের সান্তাক্লজই নয়, বাজারে বিভিন্ন সাইজের স্টার ও ক্রিসমাস লাইটও পাওয়া যাচ্ছে। এই জিনিসগুলি ১৫০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বড়দিন উপলক্ষ্যে শহরের বাজার রকমারি জিনিসে সেজে উঠেছে। বড়দিন মানেই বিভিন্ন রকমের আলো, ক্রিসমাস ট্রি, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর বিভিন্ন রংয়ের বল, সান্তাক্লজের পোশাক, লাল-সাদা সান্তা টুপি, সান্তাক্লজের মুখোশ, ঘণ্টা ইত্যাদি। বড়দিনের আগে চার্চগুলি ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-অফিস, শপিং মল সাজানো হয়। শেষবেলায় বড়দিনের বাজারও বেশ জমে উঠেছে।

বড়দিন উপলক্ষ্যে বিধান মার্কেটে ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেছেন। সেখানে রবিবার একটি দোকানে মায়ের সঙ্গে বন্ধুদের জন্য বড়দিনের উপহার কিনতে এসেছিল রাজু তিরকি। ২৫ ডিসেম্বর সকালে তাঁরা সবাই মিলে গির্জায় যান। সেখানে রাজু তার বন্ধুদের উপহার দেবে। উপহার হিসেবে সে দুটি ক্রিসমাস ট্রি কিনেছে। এছাড়া নিজের জন্য সান্তা টুপি ও স্টার কিনেছে সে।

হকার্স কর্নারে এদিন একটি সান্তাক্লজের পোশাক কিনছিল চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া শান্তনু পাল। বড়দিন উপলক্ষ্যে সে সান্তাক্লজ সাজবে বলে বায়না জুড়েছে। তাই তার বাবা তাকে নিয়ে হকার্স কর্নারে এসেছেন। বিভিন্ন ধরনের জিনিসের মধ্যে স্নো ট্রি, স্টার লাইট, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর বল ক্রেতাদের নজর কাড়ছে। বিধান মার্কেটের এক ব্যবসায়ী সঞ্জীত ঘোষ বলেন, 'নভেম্বর থেকেই বড়দিনের বাজার শুরু হয়ে গিয়েছে। বিকিকিনি বেশ ভালোই চলছে।'

*জমজমাট বড়দিনের বাজার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

**জমজমাট বাজার**

- বড়দিন উপলক্ষ্যে দোকানে রকমারি সান্তাক্লজ পাওয়া যাচ্ছে
- স্নো ট্রি, স্টার লাইট, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর বল ক্রেতাদের নজর কাড়ছে
- বাচ্চাদের মধ্যে সান্তাক্লজের পোশাক কেনার প্রতি ঝোঁক রয়েছে

আমাদের পরিবারে স্বাগত!

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

তিন শর্ত
- সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
- যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
- হার না মানা মানসিকতা

কাজটা কী
- প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
- তাছাড়া থাকে নানারকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
- তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি

কর্মক্ষেত্র : শিলিগুড়ি
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক

আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com-এই ঠিকানায়, ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

## সম্মতি রাষ্ট্রপতির, আইনে পরিণত রাম জি বিল

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর :** ১০০ দিনের কাজ থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সংসদে পাশ হয়েছিল বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল বা ভিবি-জি রাম জি বিল, ২০২৫। রবিবার সেই বিলে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এর ফলে আইনে পরিণত হল জি রাম জি বিল। একইসঙ্গে ২০০৫ সালে প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলে পাশ হওয়া মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি আইনটিও মুছে গেল।

কংগ্রেস, তৃণমূল, বাম, ডিএমকে সহ বিরোধী শিবির আগাগোড়া জি রাম জি বিলের বিরোধিতা করেছে। সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ওই বিলটিকে কালো আইন বলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তাও দিয়েছেন। বিল থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে 'রাম' জুড়ে দেওয়ারও আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কর্মশ্রী প্রকল্পকে মহাত্মা গান্ধির নামে নামকরণ করেছেন। কেন্দ্রের অবশ্য দাবি, বিরোধীরা রামের বিরোধিতা করছে। নতুন বিলে একটি অর্থবর্ষে ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের কাজের কথা বলা হয়েছে। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে জি রাম জি বিল তৈরি করা হয়েছে। বিরোধীরা অবশ্য অভিযোগ করেছে, কাজের দিন বাড়িয়ে লাভ কী। বছর বছর একই মজুরি দিয়ে চলেছে কেন্দ্র। পাশাপাশি কাজের দিনের সংখ্যা গত পাঁচটি অর্থবর্ষে কাজের দিনের সংখ্যাও গড়ে ৫০ দিনের বেশি হয়নি বলে জানিয়েছে বিরোধীরা। তাছাড়া মনরেগার সম্পূর্ণ খরচ বহন করত কেন্দ্র। কিন্তু জি রাম জি বিলে মোদি সরকার ৪০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করার ভার রাজ্যগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম বলেছেন, মহাত্মা গান্ধিকে আরও একবার হত্যা করা হল। তাঁর স্মৃতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, মনরেগার নামে দেশকে আবার বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

## গণ আন্দোলনের ডাক ইমরানের

**ইসলামাবাদ, ২১ ডিসেম্বর :** তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় শনিবার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলের বিশেষ আদালত ইমরান খান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে ১৭ বছরের জেলের নির্দেশ দিয়েছে। এই রায়ের পরেই পাকিস্তানজুড়ে গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন ইমরান। আইনজীবীদের মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া এক বার্তায় ইমরান জানিয়েছেন, চুরি হওয়া অধিকার ফিরে পেতে গোটা জাতিকে এবার রাজপথে নামতে হবে। ইমরান বলেছেন, 'আমি আমার অবস্থানে অনড়। যাই ঘটুক আমি কারও কাছে ক্ষমা চাইব না।' এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইমরানের আইনজীবীরা।

## তল্লাশি জারি

**শ্রীনগর, ২১ ডিসেম্বর :** জম্মু ও কাশ্মীরে স্থানীয়দের কাছে আশ্রয় ও খাবার পাচ্ছে জঙ্গিরা। এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এনআইএ-র চার্জশিটে এমন তথ্য ছিল। এবার গোয়েন্দা তথ্যেও বলা হয়েছে, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জঙ্গিরা খাবার নিচ্ছে। এই খবর পাওয়া মাত্র নিরাপত্তাবাহিনী তল্লাশি অভিযান চালাল উধমপুরের মাজেলতার চোরে মোতু গ্রাম ও সংলগ্ন জঙ্গলে।

*মরশুমের প্রথম তুষারপাত কাশ্মীরে। রবিবার গুলমার্গে।*

# মহারাষ্ট্রের পুরভোটে বিজেপির জয়জয়কার

**মুম্বই, ২১ ডিসেম্বর :** বছর ঘুরলেই বহু প্রতীক্ষিত বৃহন্মুম্বই পুরসভার ভোট। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর দখল কাদের হাতে, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে মুম্বই তথা মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে। সেই ভোটের আগে রবিবার মহারাষ্ট্রের ২৪৬টি পুরসভা ও ৪২টি নগর পঞ্চায়েতের ভোটে একতরফা জয় পেল বিজেপি ও মহায়ুতি। মুখ থুবড়ে পড়েছে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ১০০টি পুরসভায় হয় এগিয়ে রয়েছে, নয়তো জয়ী হয়েছে বিজেপি। জোট শরিক উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা ৪৫টিতে এবং অপর উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের এনসিপি ৩৩টি পুরসভায় হয় এগিয়ে রয়েছে, নয়তো জয়ী হয়েছে। অপরদিকে কংগ্রেস ২৬টিতে, শিবসেনা (ইউবিটি) ৭ এবং এনসিপি (এসপি) ৮টি জয়ী হয়েছে। অন্যরা পেয়েছে ২৭টি। একই ছবি নগর পঞ্চায়েতেও। বিজেপি ২৩টি, শিবসেনা ৮টি এবং এনসিপি ৩টি নগর পঞ্চায়েত জিতেছে। কংগ্রেস ৩টিতে ও শিবসেনা (ইউবিটি) জিতেছে ৪টিতে। অন্যান্যরা পেয়েছে ১টি।

গেরুয়া শিবিরের এহেন দাপুটে জয়ের পর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, 'এই ফল রাজ্যে বিজেপির উন্নয়নের অ্যাজেন্ডার প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন। এই ফলাফল রাজ্যজুড়ে সরকারের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখবে।' অপরদিকে একনাথ শিন্ডে বলেন, 'এই ফল ১৫ জানুয়ারি বিএমসি নির্বাচনের আগে ট্রেলার মাত্র।' বিপুল জয়ের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করিও রাজ্য বিজেপি, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং দলের নীচুস্তরের কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এদিকে বিরোধী শিবিরের এহেন ছন্নছাড়া পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের মহারাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রমেশ চেন্নিথালা জানিয়েছেন, তাঁরা আসন্ন বৃহন্মুম্বই পুরসভার (বিএমসি) ভোটে একক ক্ষমতায় লড়াই করবেন। পুরসভার দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার দিকগুলি ভোটারদের সামনে তুলে ধরবেন। শীঘ্রই দলের তরফে ইস্তাহার ও চার্জশিট প্রকাশ করা হবে।

দীর্ঘ ৯ বছর পর বিএমসি-তে ভোট হচ্ছে। ২০২৬-এর ১৫ জানুয়ারি হবে ভোট। ১৬ জানুয়ারি হবে ফল ঘোষণা। বিএমসি-র আসনসংখ্যা ২২৭। ২০১৭ সালের ভোটে অবিভক্ত শিবসেনা পেয়েছিল ৮৪টি। বিজেপি পেয়েছিল ৮২টি আসন। কংগ্রেস ৩১ ও অবিভক্ত এনসিপি পেয়েছিল ৯টি আসন। এমএনএস ৭টি, সপা ৬টি ও এআইমিম ২টি করে আসন পেয়েছিল।

## বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে খুন কেরলে

**তিরুবনন্তপুরম, ২১ ডিসেম্বর :** কেরলের পালাক্কাড়ে বাংলাদেশি সন্দেহে ছত্তিশগড়ের এক তরুণকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। মৃত বছর ৩১-এর রামনারায়ণ বাঘেল পরিযায়ী শ্রমিক। রুজিরুটির সন্ধানে সম্প্রতি কেরলে যান। আত্তাপাল্লাম গ্রামে ঘটনাটি ঘটে ১৭ ডিসেম্বর। পুলিশ পরের দিন পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রামনারায়ণ বাঘেলের কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড নেই। পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে।

সেদিনের ঘটনার ভিডিও শিউরে ওঠার মতো। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলার বাসিন্দা রামনারায়ণকে স্থানীয়রা বলছে, 'তুই বাংলাদেশি' বলেই তাঁকে

কিল, চড়, ঘুসি মারা হয়। অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তুই কোন ভাষায় কথা বলিস?' তখন তাঁর প্রায় শেষ অবস্থা। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে কোনওমতে জানান, গ্রামে তাঁর বোন আছে। তখন একজন বলে ওঠে, 'তোর বোনও বাংলাদেশি।' ময়নাতদন্তে ৮০টি আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। প্রাথমিক তদন্তে নাগরিকত্ব নিয়ে ভুল ধারণা এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রামনারায়ণের তুতো ভাই শশীকান্ত বাঘেল জানিয়েছেন, দুই সন্তানের বাবা রামনারায়ণ। বড়টি ১০ বছরের। ছোটর বয়স ৮। তাঁর সংসারে উপার্জনক্ষম আর কেউ নেই। ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা বলেছেন, 'যা ঘটেছে তা দুঃখজনক। ছত্তিশগড় সরকার পরিবারকে সহায়তা প্রদানের চেষ্টা চালাচ্ছে।' এই ঘটনা কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

# ছায়ানট ধ্বংসে মামলা শনাক্ত হামলাকারীরা

**ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংবাদপত্রের ওপর ধারাবাহিক হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দেশজুড়ে উদ্বেগ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট' ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের করেছেন কর্তৃপক্ষ। প্রায় সাড়ে তিনশো জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে লুটপাট ও নাশকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। ছায়ানটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একদল দুষ্কৃতী ভবনে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়, যা দেশের সংস্কৃতির ওপর বড় আঘাত।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি হামলা হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার'-এর দপ্তরেও। এই হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরা। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমরা চেয়েছিলাম ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র), কেন সেটি মবোক্রেসি (উন্মত্ত জনতার শাসন) হয়ে যাবে?' সংবাদপত্রের ওপর এই ধরনের আক্রমণকে তিনি মুক্ত সাংবাদিকতার পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের এই অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমে দাবি করা

**সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র দপ্তরে ধারাবাহিক হামলায় পাক-যোগ!**

হচ্ছে, বাংলাদেশের বাঙালি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। এইসব ঘটনার ধরন বা 'প্যাটার্ন' পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার দিকে ইঙ্গিত করছে। আইএসআই প্রভাবিত মৌলবাদী শক্তিগুলি বাংলাদেশের বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে বলে পর্যবেক্ষকদের একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

চাপের মুখে নড়েচড়ে বসেছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের দপ্তরে হামলায় জড়িত কয়েকজনকে শনাক্ত করা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের ধর্ম উপদেষ্টা। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সামনেই দেশের জাতীয় নির্বাচন। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়েছে। বৈঠকে সাম্প্রতিক হামলা ও নাশকতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে।

ছায়ানট থেকে শুরু করে, হিন্দু-হত্যা, সংবাদপত্রের দপ্তরে হামলার ছকটি একইরকম বলে মনে করা হচ্ছে। সেনা-পুলিশের কড়া নজরদারি সত্ত্বেও এই ধরনের গণ-আক্রমণ বা 'মবোক্রেসি' কেন ঠেকানো যাচ্ছে না, তা নিয়ে সাধারণ নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে প্রশ্ন উঠেছে। আসল অপরাধীরা প্রকাশ্যে আসে কি না, এখন সেটিই দেখার।

*পোলিওমুক্ত সমাজ গড়ি...* *রবিবার বেঙ্গালুরুর এক সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।*

## জোহানেসবার্গের পানশালায় হামলা

**জোহানেসবার্গ, ২১ ডিসেম্বর :** সপ্তাহখানেক আগে ইহুদি উৎসবের শুরুতে সিডনির বন্ডি বিচে দুই আততায়ী গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল ১৯ জন। গণহত্যার স্মৃতি এখনও টাটকা। এবার বন্দুক-হামলা হল দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের

**হত ৯**

বেকার্সডেলের পানশালায় একদল দুষ্কৃতী এলোপাতাড়ি গুলি চালানোয় মৃত্যু হল ন-জনের। আহত ১০। হামলাকারীরা ধরা পড়েনি।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘড়িতে তখনও রাত ১টা বাজেনি। পিস্তল হাতে নিয়ে আততায়ীরা ঢুকে ছিল। একজনের হাতে ছিল একে-৪৭ রাইফেল। পুলিশের প্রাদেশিক উপ-কমিশনার মেজর জেনারেল ফ্রেড কেকানা দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন সংস্থাকে জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীরা পানশালায় ঢুকে বিনা প্ররোচনায় যথেচ্ছ গুলি চালাতে শুরু করে। তিনজন তখনই মারা যান। পালিয়ে যাওয়ার সময়ও গুলি চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

গুলি চালানোর পর খদ্দেরদের দামি জিনিসপত্র এমনকি মোবাইলও নিয়ে গিয়েছে। সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা একটি সাদা মিনিবাস ও রুপোলি রঙের গাড়িতে চেপে এসেছিল। তারা সংখ্যায় ছিল ১২ জন। পানশালার ভিতরেই নয়, পালানোর সময় রাস্তায় থাকা মানুষজনের ওপরও গুলি চালিয়েছে। নিহতদের মধ্যে এক অ্যাপ-ক্যাবচালক আছেন। তিনি পানশালার বাইরে ছিলেন। ঘটনার পর গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। কিছুদিন আগে প্রিটোরিয়ায় বন্দুকবাজের হামলায় ১২ জন নিহত হন।

## ভিসা জট

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর :** আমেরিকা থেকে সম্প্রতি যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁদের সেদেশে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এইচ-১ বি ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ায় তা পুনর্নবীকরণের জন্য অনেক ভারতীয় দেশে ফিরেছিলেন। আচমকা তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়েছে। এদেশে আটকে পড়েছেন তাঁরা। বলা হয়েছে, কয়েক মাস পরে অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ দেওয়া হতে পারে। শেষ মুহূর্তে সেটাও বাতিল হবে কি হবে না তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। স্বভাবতই বহু প্রবাসী তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত। মার্কিন আইনজীবীদের সূত্র উদ্ধৃত করে এই তথ্য দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'। আমেরিকায় এখন ছুটির মরশুম। ওয়ার্ক পারমিট পুনর্নবীকরণে ভারতীয়রা এই সময়টিকেই বেছে নেন। জানা গিয়েছে, বহুজনের ক্ষেত্রে তা নির্ধারিত ছিল ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারি, মার্চ। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে ওই সময় পরিবর্তে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে অক্টোবর মাসে।

## সব দায় বিরোধীদের!

**নয়াদিল্লি ও গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর :** অনুপ্রবেশ হোক কিংবা ভুয়ো ভোটার, বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেসকে সমস্ত ইস্যুতেই কাঠগড়ায় তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনি ও রবিবার দু-দিনের অসম সফরে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করতে গিয়েও সেই অভ্যাসে ইতি টানেননি তিনি। মোদির এহেন আক্রমণের জবাবে রবিবার গর্জে উঠলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, 'নিজেদের প্রশাসনিক অক্ষমতা ঢাকতে উনি সবকিছুর দায় শুধুমাত্র বিরোধীদের ঘাড়েই চাপান। এটা শাসক দলের অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়।'

রবিবার অসমের ডিব্রুগড় জেলার নামরূপে ১০৬০১ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের সূচনা করে মোদি বলেন, 'কংগ্রেস দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত আছে। ওরা চায় বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা যেন অসমের জঙ্গল ও জমিতে বসবাস করে। ওরা শুধু নিজেদের ভোটব্যাংক মজবুত করতে চায়। মানুষকে নিয়ে ওরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়।' কংগ্রেসকে বিঁধে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করতে চায় বলে ভোটার তালিকার সংশোধনের বিরোধিতা করেছে। আমি যা কিছু ভালো করার চেষ্টা করি ওরা তারই বিরোধিতা করে।'

জবাবে খাড়গে বলেন, 'উনি বিরোধীদের ঘাড়ে দোষ চাপান কীভাবে? কেন্দ্রে আর অসমে বিজেপিরই সরকার রয়েছে। ওঁরাই বলেন ডাবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে। ওঁরা সুরক্ষা দিতে না পারলে উনি বিরোধীদের দোষারোপ করেন কীভাবে? আমরা কি কেন্দ্রে সরকারে রয়েছি?' কংগ্রেস সভাপতির সাফ কথা, 'ওঁরাই ধ্বংসকারী। আমরা নই। আমরা কাউকে রক্ষা করছি না। দেশের স্বার্থে আমরা যা কিছু ভালো তাই করেছি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী, অনুপ্রবেশকারী বা অন্যদের সমর্থন করি না।'

## ঘুষ কাণ্ডে গ্রেপ্তার সেনা আধিকারিক

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর :** বেসরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থা থেকে নানা সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিতেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কর্মরত এক সেনা আধিকারিক। বিনিময়ে পাইয়ে দিতেন নানান সুযোগ-সুবিধা। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল দীপককুমার শর্মাকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিরক্ষা উৎপাদন বিভাগের ডেপুটি প্ল্যানিং অফিসার পদে ছিলেন দীপক। এক সিবিআই কর্তা জানিয়েছেন, ১৮ ডিসেম্বর বিনোদ কুমার নামে এক ব্যক্তি দীপককে ৩ লক্ষ টাকা ঘুষ দেন। সেই টাকা নেওয়ার সময়ে ধরা পড়েন তিনি। ঘুষকাণ্ডে ওই সেনা আধিকারিকের স্ত্রী কর্নেল কাজল বালির নামও জড়িয়েছে। তাঁর গ্রেপ্তারির পর বিবৃতি জারি করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, দুর্নীতিতে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের জিরো টলারেন্স নীতি মেনেই পদক্ষেপ করা হবে।

# ক্লাবের জমির মালিককে ধরতে ব্লু কর্নার নোটিশ

**পানাজি, ২১ ডিসেম্বর :** গোয়ার বার্চ বাই রোমিও লেন নৈশক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ক্লাবের জমির মালিক সুরিন্দরের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে সিবিআই। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্লু কর্নার নোটিস জারি করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঠিক পরের দিনই (৭ নভেম্বর) তদন্ত এড়াতে দেশ ছেড়ে ব্রিটেনে পালিয়েছেন ওই প্রভাবশালী জমি মালিক।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, গোয়ার নৈশক্লাবে যখন আগুন লাগে, তখন সেখানে সুরক্ষাবিধির চরম অভাব ছিল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২৫ জনের মৃত্যুর পর থেকেই অভিযুক্ত জমির মালিকের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। তখনই জানা যায়, ইতিমধ্যে ভারত ছেড়ে পালিয়ে লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক সুরিন্দর।

গোয়া পুলিশ এই মামলার কিনারা করতে না পারায় পরবর্তীতে তদন্তের দায়িত্ব নেয় সিবিআই। কেন্দ্রীয় সংস্থা জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশে থাকায় তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইন্টারপোলের

**অভিযুক্ত সুরিন্দর ব্রিটিশ নাগরিক!**

সাহায্য নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। এই কারণে তাঁর গতিবিধি এবং অবস্থান জানতে ব্লু কর্নার নোটিস জারির আবেদন জানানো হয়েছে।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, নৈশক্লাবের জমির আসল মালিক প্রদীপ আমনকার নামে এক ব্যক্তি। তাঁর কাছ থেকে জমিটি লিজ নিয়েছিলেন সুরিন্দর। সেই জমি সৌরভ লুথরা ও গৌরব লুথরাকে নৈশক্লাব তৈরির জন্য দিয়েছিলেন তিনি।

ব্লু কর্নার নোটিস মূলত কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য জারি করা হয়। সিবিআই-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সুরিন্দর যাতে কোনওভাবে বিদেশে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে এবং অপরাধের প্রমাণ লোপাট করতে না পারেন, সেই লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ বজায় রাখছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

গোয়ার এই অগ্নিকাণ্ড শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং এর নেপথ্যে কোনও বড় ধরনের গাফিলতি বা প্রভাবশালী মহলের মদত ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে সিবিআই। জমির মালিক কেন অগ্নিকাণ্ডের ঠিক পরেই তড়িঘড়ি দেশ ছাড়লেন, তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

# ঈশ্বরের চেয়ে মোদি অনেক বেশি বাস্তব!

**জাভেদ আখতারের মন্তব্যে তোলপাড় রাজনীতি**

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর :** ঈশ্বর আছেন কি নেই! এই নিয়ে যুক্তি-তর্কের লড়াই বহু পুরোনো। সম্প্রতি দিল্লির এক অনুষ্ঠানে কবি-গীতিকার জাভেদ আখতার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির মধ্যে এমনই এক 'মহা-ডুয়েল' হয়ে গেল। নাস্তিক হিসেবে পরিচিত জাভেদ আখতার ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্কের খাতিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তুলনা টেনে এমন এক মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে জাতীয় রাজনীতি ও সমাজমাধ্যমে তোলপাড় চলছে।

বিতর্কের সূত্রপাত যখন মেহবুবা মুফতি গাজার বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মানবিক বিপর্যয় ও সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। গাজায় সাধারণ মানুষের ওপর চলা নৃশংসতার কথা উল্লেখ করে মুফতি বলেন, 'গাজায় যা ঘটছে, শিশুদের যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে, তাতে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, ঈশ্বর আসলে কোথায়? কেন তিনি এই ভয়াবহ রক্তপাত ও নৃশংসতা থামাচ্ছেন না?' গাজার রক্তক্ষয় এবং মানুষের অসহায়তা নিয়ে মুফতির এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই নিজের যুক্তিবাদী অবস্থান থেকে পালটা আক্রমণ শানিয়েছেন জাভেদ আখতার।

জাভেদ আখতার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, 'ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেননি, তিনি গাজার প্রার্থনা শোনেন কি না বা আদৌ তাঁর কোনও অস্তিত্ব আছে কি না, তা নিয়ে কোনও বাস্তব প্রমাণ নেই। কিন্তু মোদিজি অন্তত

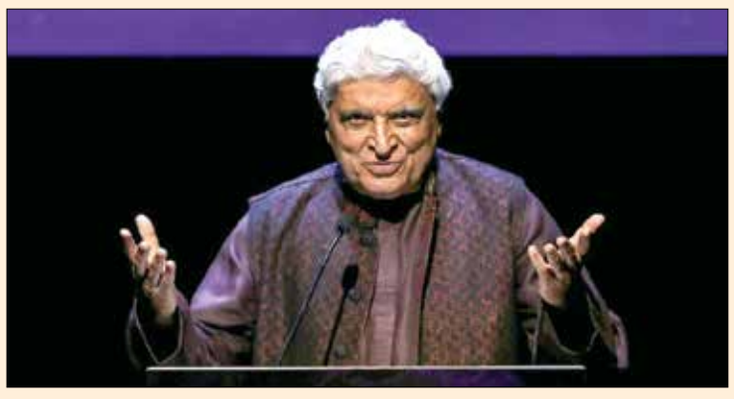

আমাদের সামনে আছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমার কাছে ঈশ্বরের চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনেক বেশি বাস্তব। কারণ, তাঁর অন্তত নির্দিষ্ট অবয়ব রয়েছে, অস্তিত্ব আছে, তাঁকে নিয়ে আলোচনা করা যায় এবং প্রয়োজনে তাঁর সমালোচনাও করা যায়। ঈশ্বর তো শুধুই একটি কল্পনা, যা নিয়ে তর্কের শেষ নেই।' জাভেদের এই সপাট জবাবে সভাগৃহে উপস্থিত দর্শকরা স্তম্ভিত হয়ে যান।

মুফতি যখন বিশ্বাসের জায়গা থেকে মানবিক সংকটের বিচার চাইছিলেন, জাভেদ আখতার তখন প্রধানমন্ত্রীর তুলনা টেনে বোঝাতে চেয়েছেন যে, অদৃশ্য শক্তির চেয়ে দৃশ্যমান নেতৃত্ব অনেক বেশি বাস্তব। জাভেদ আখতার জানান, মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির সাহায্য চায় যা আদতে একটি মরীচিকা। তার চেয়ে বরং সামনে থাকা রক্ত-মাংসের নেতৃত্বকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা তাঁদের দায়বদ্ধ করা অনেক বেশি যুক্তিসংগত। গাজার কান্না আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রসঙ্গকে একই তর্কে এনে জাভেদ আখতার যে নতুন রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিতর্কের জন্ম দিলেন, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বাদানুবাদ।

জাভেদ আখতারের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিজেপির আইটি সেলের পক্ষ থেকে এই মন্তব্যকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের দাবি, কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত জাভেদ আখতারও পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছেন যে নরেন্দ্র মোদি একজন কর্মঠ এবং বাস্তববাদী নেতা, যাঁর উপস্থিতি অনস্বীকার্য। গেরুয়া শিবিরের অনেক নেতা সমাজমাধ্যমে বলছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্কের মাঝে মোদির কর্মক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়া আসলে বর্তমান সরকারের সাফল্যের প্রমাণ।

কংগ্রেসের নেতাদের মতে, জাভেদ আখতার মূলত ধর্মের গোঁড়ামিকে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়েছেন, একে কোনওভাবেই মোদির 'প্রশংসা' হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি জাভেদ আখতারের নিজস্ব দার্শনিক অবস্থান এবং এর সঙ্গে রাজনীতির চেয়েও যুক্তিবাদ বেশি মিশে আছে। তবে মেহবুবা মুফতির মতো নেত্রী যখন গাজার মানবিক বিপর্যয় নিয়ে সরব ছিলেন, তখন জাভেদ আখতারের এই 'মোদিবন্দনা' সুলভ মন্তব্যকে অনেকেই বিদ্রুপাত্মক হিসেবে দেখছেন।

## জন্মদিনে 'গুরু' রোনাল্ডোর নজির স্পর্শ এমবাপের

**মাদ্রিদ, ২১ ডিসেম্বর :** জন্মদিনে দুরন্ত পারফরমেন্স করার নজির ফুটবল বিশ্বে একাধিক রয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ দিনে প্রিয় দলের জার্সিতে নিজের পছন্দের খেলোয়াড়ের নজির স্পর্শের উদাহরণ খুব একটা নেই। এবার সেই বিরল তালিকায় নাম লেখালেন কিলিয়ান এমবাপে।

শনিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে লা লিগায় সেভিয়ার বিরুদ্ধে বছরের শেষ ম্যাচটি খেলতে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের দরকার ছিল দুটি গোলের। সেটা হলে নিজের আদর্শ পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে টপকে এক বছরে রিয়ালের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করতেন তিনি। কিন্তু সিআর সেভেনের নজির স্পর্শ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল এমবাপেকে।

> ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আমার আদর্শ। তিনি রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। রোনাল্ডোর নজির স্পর্শ করা সৌভাগ্যের বিষয়। তাই গোলের পর ওকে উদ্দেশ্য করেই সেলিব্রেশনে মেতে উঠেছিলাম।
>
> – কিলিয়ান এমবাপে

এদিন ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ গোলে হারিয়েছে সেভিয়াকে। রিয়ালের হয়ে গোল করেন জুডে বেলিংহাম ও কিলিয়ান এমবাপে। ৩৮ মিনিটে রডরিগোর ফ্রি কিক থেকে হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন বেলিংহাম। ৮৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লক্ষ্যভেদ করেন এমবাপে। এই গোলের সুবাদে এক বছরে রিয়ালের জার্সিতে রোনাল্ডোর ৫৯ গোলের নজির স্পর্শ করেন তিনি।

শনিবার ছিল এমবাপের ২৭তম জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে নিজের আদর্শ রোনাল্ডোর নজির স্পর্শ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত ফরাসি তারকা। তাই গোলের পর সিআর সেভেনের অনুকরণে 'সিউ' সেলিব্রেশনে মেতে উঠতে দেখা গেল এমবাপেকে। ম্যাচের পরে ফরাসি তারকা বলেছেন, 'ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আমার আদর্শ। তিনি রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। রোনাল্ডোর নজির স্পর্শ করা সৌভাগ্যের বিষয়। তাই গোলের পর ওকে উদ্দেশ্য করেই সেলিব্রেশনে মেতে উঠেছিলাম।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমার কাছে এই দিনটা আরও বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ আজ আমার জন্মদিন। ছোট থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল, জন্মদিনে প্রিয় দল রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ম্যাচ খেলা। সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে।'

রিয়ালের মতোই জয় দিয়ে চলতি বছর শেষ করল বার্সেলোনা ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। রবিবার বার্সা ২-০ গোলে ভিয়ারিয়ালকে হারিয়েছে। গোল করেন রাফিনহা ও লামিনে ইয়ামাল। অ্যাটলেটিকো ৩-০ গোলে জিরোনার বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন কোকে, কোনর গ্যালাঘার ও আতোয়াঁ গ্রিজম্যান।

*এক বছরে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা স্পর্শ করে কিলিয়ান এমবাপে। উৎসব পালন করলেন রোনাল্ডোর সিউ সেলিব্রেশনে।*

## প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন কোচ গম্ভীরও

# বাদ পড়বেন শেষমুহূর্তে জানতে পারেন শুভমান

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর :** তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল আসমুদ্রহিমাচল। ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টারবয় হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছিল তাঁকে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পরবর্তী সময়ে শুভমান গিলই ভারতীয় ক্রিকেটের পতাকা বয়ে নিয়ে যাবেন, এমনটাই ধরে নিয়েছিল ক্রিকেটমহল।

এমন ভাবনা গতকাল প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেশের মাটিতে হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের ভারতীয় স্কোয়াড থেকে 'বাদ' পড়তে হয়েছে শুভমানকে। বদলে সঞ্জু স্যামসনকে যেমন দলে রাখা হয়েছে। তেমনই ঘরোয়া সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে দারুণ পারফরমেন্সের সুবাদে ঈশান কিষানের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে টিম ইন্ডিয়ায়।

কিন্তু কেন এমন হল? ঠিক কী কারণে টি২০ ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ককে 'বাদ' পড়তে হল কুড়ির বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে? সহজ জবাব হল, পারফরমেন্স না থাকার কারণে বাদ গিল। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার পরই তাঁকে টি২০ দলে ফেরানো হয়েছিল। বহু সুযোগের পরও নিজেকে কুড়ির ক্রিকেটে মেলে ধরতে ব্যর্থ তিনি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারও গতকাল দল ঘোষণার পর সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, ব্যাটে রান না থাকার কারণেই বাদ শুভমান। কিন্তু তিনি যে তথ্য জানাননি, আজ ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে সেই খবর সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, টি২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াড থেকে তিনি বাদ পড়ছেন, এমন খবর একেবারে শেষ মুহূর্তে দল নির্বাচনি বৈঠকের শেষে ফোন করে তাঁকে জানিয়েছিলেন আগরকার। কিন্তু কেন এমন আচরণ? যেখানে শুভমানে আস্থা রেখে সামনে তাকাতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট?

আপাতত এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব মেলেনি। বরং ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলে শুভমানকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের এমন আচরণে অবাক। আহমেদাবাদ থেকে মুম্বইয়ে দল নির্বাচনি বৈঠকের পর গতরাতে নয়াদিল্লিতে ফিরেছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। বিমানবন্দরে তাঁকে সাংবাদিকরা গিলের বাদ পড়া নিয়ে প্রশ্ন করলে কোনও জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন তিনি। গম্ভীরের মৌনতার মাঝে তাঁর মুখে আচমকা হাসি (যা দেখাই যায় না) দেখে অনেকে মনে করছেন, টিম ইন্ডিয়ার কোচের পূর্ণ সম্মতিতেই কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন শুভমান।

বাস্তব যাই হোক না কেন, সঞ্জুকে বসিয়ে রেখে গিলকে নিয়মিত সুযোগ দেওয়া, সবশেষে তাঁকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হওয়া- বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের পর চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেলেও বিতর্ক থামছে না। যদিও ভারতীয় ক্রিকেটের একটা বড় অংশ থেকে গিলকে বাদ দিয়ে সঞ্জু ও ঈশানে আস্থা রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে। তাঁর সহ অধিনায়কের মতো না হলেও দলের অন্দরে টি২০ বিশ্বকাপের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও খুব একটা স্বস্তিতে নেই। গিলের মতোই তাঁর ব্যাটেও দীর্ঘসময় রান নেই। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, গতকালের দল নির্বাচনি বৈঠকের সময় অধিনায়ক স্কাইকেও দ্রুত রানে ফেরার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সূর্যের ব্যাটে রান না এলে বিশ্বকাপে দল যেমন ভুগবে, ঠিক তেমনই কুড়ির বিশ্বকাপের পর স্কাইয়ের ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়েও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি তৈরি হবে।

*টানা অফফর্মে শুভমান গিলের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের।*

# ক্রিকেটের প্রতি শ্রদ্ধা ফেরাল ঈশানকে : অশ্বীন

**চেন্নাই, ২১ ডিসেম্বর :** ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোত থেকে তিনি ছিটকে গিয়েছিলেন আচমকাই। ঘটনাটা ২০২৩ সালের। হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'অবাধ্য'।

মাঝে অনেকটা সময় পার। সেদিনের সেই অবাধ্য ঈশান কিষান আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের ভারতীয় স্কোয়াডে কামব্যাক করে চমকে দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে চলছে প্রবল আলোচনা। ঝাড়খণ্ডের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করেই ফের টিম ইন্ডিয়ার সংসারে ঈশান।

মাঝের সময়টা কেমন ছিল ঈশানের জন্য? ঠিক কীভাবে ঈশান ভারতীয় দলে ফিরলেন? নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আজ এইসব প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। কিংবদন্তি ভারতীয় অফস্পিনার আজ তাঁর একসময়ের সতীর্থ ঈশানকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, জাতীয় দল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসা, ঈশানের জীবনে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল আজ। বাইশ গজে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে, ক্রিকেটকে 'শ্রদ্ধা' দেখিয়ে অসাধ্যসাধন করেছেন ঈশান। অশ্বীনের কথায়, 'ক্রিকেট ঈশান কিষানকে দুর্দান্ত উপহার দিল। ওর ক্রিকেট জীবনের একটা বৃত্ত পূর্ণ হল।'

কেন এমন কথা বলেছেন, ক্রিকেটীয় যুক্তিতে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অশ্বীন। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, 'বাইরে থেকে দেখে ভিতরের অনেক বিষয়ই বোঝা যায় না। কঠিন সময় একজন ক্রিকেটার কীভাবে কাটান, বাইরে থেকে তার অনুমান করা খুব কঠিন কাজ। আমি নিশ্চিত, ঈশানের কেরিয়ারের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল। যে কারণে ওর ক্রিকেটের মূলস্রোত থেকে সরে যাওয়া ও আবার ফিরে আসা, তার মধ্যে একটাই বিষয় লুকিয়ে। ক্রিকেটের প্রতি শ্রদ্ধা। ঈশান সেই কাজটা করে দেখিয়েছে।' কঠিন পরিস্থিতির চাপ সামলে ঝাড়খণ্ডের হয়ে নিয়মিতভাবে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা, মরশুমের প্রস্তুতি প্রতিযোগিতা বুচিবাবু খেলতে চেন্নাই হাজির হওয়া থেকে শুরু করে বাইরের দুনিয়াকে ভুলে ক্রিকেটে মনোনিবেশ করে থাকার পুরস্কার পেয়েছেন ঈশান। অশ্বীনের কথায়, 'ঈশানের মতো একজন ক্রিকেটার আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতা খেলছে, ঝাড়খণ্ডের হয়ে মরশুমে সব ফর্ম্যাটে সব ম্যাচ খেলছে, পারফর্ম করছে। এখানেই বোঝা যায়, একজন ক্রিকেটার হিসেবে জাতীয় দল থেকে ছিটকে যাওয়ার ঘটনা কতটা সিরিয়াসভাবে নিয়েছিল ও। আমি নিশ্চিত, টি২০ বিশ্বকাপে সুযোগ পেলে ঈশান ফের চমকে দেবে।'

> বাইরে থেকে দেখে ভিতরের অনেক বিষয়ই বোঝা যায় না। কঠিন সময় একজন ক্রিকেটার কীভাবে কাটান, বাইরে থেকে তার অনুমান করা খুব কঠিন কাজ। আমি নিশ্চিত, ঈশানের কেরিয়ারের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল।
>
> রবিচন্দ্রন অশ্বীন



*১১ রানে সমীর মিনহাসের ক্যাচ ফেলে ভারত। শতরান করে তাঁর উচ্ছ্বাস।*

## হারের হ্যাটট্রিক ইংল্যান্ডের

# ১১ দিনেই অ্যাসেজ ধরে রাখল অজিরা

**অ্যাডিলেড, ২১ ডিসেম্বর :** দেওয়াল লিখন ম্যাচের চতুর্থ দিনেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কারণ ৪৩৫ রান তাড়া করতে নেমে ২০৭/৬ হয়ে যাওয়া ইংল্যান্ড যে ম্যাচ জিততে পারবে না সেটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না। রবিবার হলও তাই। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫২ রানে অল আউট হয়ে গেল বেন স্টোকস ব্রিগেড। ফলে মাত্র ১১ দিনেই অ্যাসেজ ধরে রাখল অস্ট্রেলিয়া। ২০২২-'২৩ মরশুমেও ১১ দিনেই অ্যাসেজ হাতছাড়া হয়েছিল ইংল্যান্ডের। বলের বিচারে এবারের অ্যাসেজ দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে ধরে রাখল অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচ শেষ হল ৪৭১৯ বলে। এর আগে রয়েছে ২০০১ সালের সিরিজ। সেবার তিন ম্যাচ ৩৯৯১ বলে শেষ হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে অস্ট্রেলিয়াই সিরিজ জিতেছিল।

স্টোকস (৫), জো রুটদের (৩৯) ব্যর্থতার মধ্যে শনিবার দিনের শেষ ইংল্যান্ড শিবিরে শিবরাত্রির সলতে হয়ে জ্বলছিলেন জেমি স্মিথ ও উইল জ্যাকস। তাদের নিয়ে এদিন বার্মি আর্মি আশায় বুক বেঁধেছিলেন। রবিবার স্মিথ (৬০) ও জ্যাকস (৪৭) শুরুটা ভালো করেন। প্রথম ঘণ্টা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেওয়ার পর স্মিথের থেকে আগ্রাসী ব্যাটিংও পাওয়া যাচ্ছিল। তাদের ৯১ রানের জুটি অজি শিবিরে কিছুটা হলেও চাপ তৈরি করেছিল। ম্যাচের পর যা স্বীকারও করে নেন মার্নার্স লাবুশেন।

কিন্তু স্টার্ক (৬২/৩) ফিরতি স্পেলে স্মিথকে তুলে নিতেই অজি শিবির জয়ের গন্ধ পেয়ে যায়। লাঞ্চের পর নতুন বলে স্টার্ক তুলে নেন জ্যাকসকে। এক্ষেত্রে স্লিপে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে এক হাত ক্যাচ তালুবন্দি করার জন্য লাবুশেনেরও কৃতিত্ব প্রাপ্য। ব্রাইডন কার্স (অপরাজিত ৩৯) চেষ্টা করলেও তা ইংল্যান্ডের হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া কোনও কাজে আসেনি।

জয়ের হ্যাটট্রিকে অ্যাসেজ ধরে রাখলেও অজি শিবিরের চিন্তা বাড়াচ্ছে নাথান লায়োনের (৭৭/৩) হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট। এদিন বাউন্ডারি লাইনে চার বাঁচাতে গিয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন লায়োন। পরে অজিদের বিজয়োৎসবে তাঁকে ক্রাচে ভর দিয়ে শামিল হতে দেখা গিয়েছে। ফলে সিরিজের বাকি দুই টেস্টে লায়োনকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অ্যাডিলেডে ৬ উইকেট নিলেও মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টে কামিন্সকে ছাড়া নামতে হতে পারে অজিদের। নিজেই যা উসকে দিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'শারীরিকভাবে তরতাজা রয়েছি। কিন্তু মেলবোর্নে খেলব কি না, তা এখনও নিশ্চিত নই। তারপর না হয় সিডনির পঞ্চম টেস্ট নিয়ে ভাবা যাবে। প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সিরিজ জেতা। সেটা হয়ে গিয়েছে।'

ইংল্যান্ডের পারফরমেন্সের যা হাল তাতে ভাঙাচোরা অস্ট্রেলিয়ারও হোয়াইটওয়াশ করতে খুব একটা সমস্যা হবে না।

*অ্যাসেজ জয়ের পর উচ্ছ্বসিত টিম অস্ট্রেলিয়া।*

# প্রস্তুতিতে খামতি ছিল, মানছেন বাজ

**অ্যাডিলেড, ২১ ডিসেম্বর :** চলতি অ্যাসেজ শুরুর আগে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড জানিয়েছিলেন, এবারের অস্ট্রেলিয়া দল তাঁর দেখা গত ১৫ বছরে সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু ছাই-যুদ্ধের প্রথম তিন টেস্টের পর স্কোরলাইন অন্য কথা বলছে। প্রথমসারির সব তারকা সমৃদ্ধ ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে মাত্র ১১ দিনেই অ্যাসেজ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। হারের হতাশায় ডুবে ইংল্যান্ড শিবির।

দ্বিতীয় টেস্ট হারের পর ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম জানিয়েছিলেন, অতিরিক্ত প্রস্তুতিতেই নাকি দলের ভরাডুবি হয়েছে। এদিন হারের হ্যাটট্রিকের পর উলটো সুরে গাইতে শুরু করেছেন বাজ (ম্যাককুলামের ডাকনাম)। তিনি বলেছেন, '৩-০ ব্যবধানে হারের পর অনেক প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কোচ হিসেবে এই হারের দায় আমার। আমাদের প্রস্তুতিতে খামতি ছিল। তিনটি ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়া কার্যত আমাদের দাঁড়াতে দেয়নি। প্রত্যাশিত সাফল্য না এলে ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই।'

হোয়াইটওয়াশ হয়ে ম্যাককুলামের চাকরি থাকবে কিনা, তা সময় বলবে। কিন্তু এখনই ম্যাককুলামের ছাঁটাইয়ের দাবি তুললেন প্রাক্তন ইংরেজ কিংবদন্তি জিওফ্রে বয়কট। বলেছেন, 'ম্যাককুলাম-বেন স্টোকস জুটি এর আগে আকর্ষণীয় ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। তারজন্য ওদেন ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আর বাজবল চলছে না। সেরা দলের বিরুদ্ধে বাজবল ব্যর্থ হয়েছে। বাস্তব মেনে নিতেই হবে। ইংল্যান্ড ক্রিকেটকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। রব কি-র (ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর) কাছে আবেদন, কোচ বদল করুন। স্টোকসের পরিবর্তেও অন্য কাউকে অধিনায়ক করা হোক।'

অ্যাসেজের ব্যর্থতা ইংল্যান্ড ক্রিকেটে কতটা পালাবদল আনে, সেটাই দেখার।

## ছেলেরা অনবদ্য খেলল : কামিন্স

জোশ হ্যাজেলউড গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে প্রথম দুই টেস্টে পাওয়া যায়নি। ওপেনিং সমস্যাও ভুগিয়েছে। তারপরও ভাঙাচোরা দল নিয়েই বাজিমাত করার স্বস্তি ধরা পড়ল কামিন্সের গলায়। রবিবার অ্যাডিলেড টেস্ট জিতে অজি অধিনায়ক কামিন্স বলেছেন, '৩-০ ব্যবধানে জয় দুর্দান্ত অনুভূতি। কাজটা একেবারেই সহজ ছিল না। গত দুই মাস পরিস্থিতি কঠিন ছিল। কিন্তু আজকের মতো দিনের জন্যই তো প্রস্তুতি নিই আমরা। অ্যাসেজ জিততে গেলে ১১ জনের বেশি ক্রিকেটার দরকার হয়। প্রথম তিন টেস্টে সেরা একাদশের অনেকেই ছিল না। কিন্তু বাকিরা সেই অভাব বুঝতে দেয়নি। ছেলেরা অনবদ্য খেলল। বিপক্ষে সব প্রশ্নের জবাব ছেলেদের কাছে ছিল। মার্নার্স (লাবুশেন) স্লিপে দুর্দান্ত সব ক্যাচ ধরল। ভরা স্টেডিয়ামে অ্যাসেজ জয়ের অনুভূতি দুর্দান্ত।'

*রবিবার ক্রাচে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়লেন নাথান লায়োন। অ্যাডিলেডে।*

## অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

# ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হারল ভারত

**দুবাই, ২১ ডিসেম্বর :** দাদারা পেরেছিলেন। কিন্তু ভাইরা ব্যর্থ হলেন। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ১৯১ রানে হেরে ট্রফি হাতছাড়া করল আয়ুষ মাত্রের ভারত। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান ৩৪৭/৮ স্কোরে থামে। সৌজন্যে পাক ওপেনার সমীর মিনহাসের ১১৩ বলে ১৭২ রানের ইনিংস। জবাবে ২৬.২ ওভারে ১৫৬ রানে শেষ হয় ভারত। ভরসা দিতে ব্যর্থ আয়ুষ (২), বৈভব সূর্যবংশীরা (২৬)।

দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পাটা পিচে টসে জিতে অধিনায়ক আয়ুষের প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে যায়। কাজে আসেনি তৃতীয় ওভারে আরেক ওপেনার হামজা জহুরের (১৮) উইকেট। সমীরের দাপটে খেই হারিয়ে ফেলে ভারতীয় বোলিং বিভাগ। দ্বিতীয় উইকেটে উসমান খানের (৩৫) সঙ্গে ৯২ রানের জুটি গড়েন সমীর। পরে আহমদ হুসেনকে (৫৬) সঙ্গে নিয়ে তিনি স্কোরবোর্ডে জোড়েন আরও ১৩৭ রান।

সেখান থেকে যদিও একটা শেষ চেষ্টা করেছিল ভারতীয় দল। ৪২.২ ওভারে ৩০২/৩ থেকে পাকিস্তানকে ৪৬.৪ ওভারে ৩২৭/৮ করে দেন খিলান প্যাটেল (৬২/২) ও দীপেশ দেবেন্দ্রনরা (৮৩/৩)।

ফাইনালে বড় রান তাড়া করতে নেমে ব্যর্থ ভারতের টপ অর্ডার। প্রথম চার ওভারেই ফিরে যান টপ থ্রি-আয়ুষ, অ্যারন জর্জ (১৬) ও বৈভব। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা ভারতের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। ২৬.২ ওভারেই গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস। ৪ উইকেট নিয়ে ভারতকে ভাঙেন আলি রাজা (৪২/৪)।

স্বাভাবিক নিয়মেই পাকিস্তানকে ট্রফি তুলে দেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। তবে আয়ুষের হাতে রানার্সদের চেক তুলে দেন আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মিরওয়াইশ আশরাফ।

### সংক্ষিপ্ত স্কোর

**পাকিস্তান (৫০ ওভারে) ৩৪৭/৮**

| | |
|---|---|
| সমীর মিনহাস | ১৭২ |
| আহমদ হুসেন | ৫৬ |
| উসমান খান | ৩৫ |
| দীপেশ দেবেন্দ্রন | ৮৩/৩ |
| খিলান প্যাটেল | ৪৪/২ |
| হেনিল প্যাটেল | ৬২/২ |

**ভারত (২৬.২ ওভারে) ১৫৬**

| | |
|---|---|
| দীপেশ দেবেন্দ্রন | ৩৬ |
| বৈভব সূর্যবংশী | ২৬ |
| খিলান প্যাটেল | ১৯ |
| আলি রাজা | ৪২/৪ |
| হুজাইফা আহসান | ১২/২ |
| আব্দুল সুবহান | ২৯/২ |

**পাকিস্তান জয়ী ১৯১ রানে**

# জয় দিয়ে পথ চলা শুরু বিশ্বজয়ীদের

শ্রীলঙ্কা-১২১/৬
ভারত-১২২/২ (১৪.৪ ওভারে)

## তিন রানআউটে অবদান রাখলেন রিচা ● উজ্জ্বল জেমিমাও

৪৪ বলে অপরাজিত ৬৯ রানের পথে জেমিমা রডরিগেজ (বাঁয়ে)। ভিম্মি গুণরত্নেকে রানআউট করার পর দীপ্তি শর্মার আলিঙ্গনে রিচা ঘোষ। ভাইজ্যাগে।

**ভাইজ্যাগ, ২১ ডিসেম্বর :** ২ নভেম্বরের রাত ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে অমর হয়ে গিয়েছে। নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে সেদিন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কাউরদের সঙ্গে প্রথম বাঙালি হিসেবে বিশ্বকাপজয়ীর তকমা পেয়ে যান শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও। বিশ্বজয়ের সেই সোনালি রাতের পর রবিবার প্রথমবার মাঠে নামল 'উইমেন ইন ব্লু।' সেদিন যেখানে থেমেছিলেন, এদিন সেখান থেকেই পথচলা শুরু করলেন ভারতের বিশ্বজয়ী মেয়েরা। প্রথম টি২০-তে ৩২ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দিল হরমনপ্রীত ব্রিগেড।

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে একাধিক 'ক্লাচ' ইনিংসে বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন রিচা। এদিন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টি২০-তে তিনটি রানআউটে অবদান রেখে নজর কাড়লেন তিনি।

রবিবার থেকেই আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করল হরমনপ্রীত ব্রিগেড। অভিষেক হল মধ্যপ্রদেশের ২০ বছরের বাঁহাতি অফস্পিনার বৈষ্ণবী শর্মার। উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে ১৬ দিয়ে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংকে চাপে রাখলেন তিনি। কৃপণ বোলিংয়ে ভিম্মি গুণরত্নে (৩৯), চামারি আতাপাত্তু (১৫), হর্ষিতা সমরাবিক্রমাদের (২১) কাজ আরও কঠিন করে দেন ক্রান্তি গৌড় (২৩/১), দীপ্তি শর্মা (২০/১), নাল্লাপুরেড্ডি শ্রীচরণিরা (৩০/১)। গুণরত্নে, নীলাক্ষিকা সিলভা (৮) ও কাভিশা দিলহারির (৬) রানআউটে অবদান রাখেন রিচা। নিটফল, শ্রীলঙ্কা ১২১/৬ স্কোরে আটকে যায়।

এদিন আরও একজনের দিকেও নজর ছিল ভারতীয় ক্রিকেট মহলের। তিনি স্মৃতি মান্ধানা। মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের বিশ্বজয়ের পর মান্ধানার ব্যক্তিগত জীবন তোলপাড় হয়ে যায়।

বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দীর্ঘদিনের প্রেমিক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে ২৩ নভেম্বর বিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেন স্মৃতি। তার দুইদিন পর পলাশের সঙ্গে অন্য এক মহিলার সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে। শেষপর্যন্ত ৭ ডিসেম্বর বিয়ে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মান্ধানা।

ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় সামলে ওঠা মান্ধানাকে কিন্তু এদিন পুরোনো ছন্দেই পাওয়া গিয়েছে। ২৫-এর বেশি এগোতে না পারলেও মুখে লেগে থাকা হাসি নিয়েই চারটি চারে সাজানো ছোট্ট ইনিংসে দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেন স্মৃতি। তবে ভারতের জয় আনলেন ওডিআই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে জয়ের নায়িকা জেমিমা রডরিগেজ (৪৪ বলে অপরাজিত ৬৯)। পাশে পেয়ে যান অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে (অপরাজিত ১৫)। তাঁদের ৫৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে ভারত ১৪.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়।

## কলকাতায় পৌঁছালেন ফাজিলারা

# সাফজয়ীদের বরণে আবেগের বিস্ফোরণ

সায়ন ঘোষ

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** শীতের রাতে সমর্থকদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় অভিভূত সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল।

ঘড়ির কাঁটা বলেছে, সময় তখন রাত নয়টা পঁয়ত্রিশ। দমদম এয়ারপোর্টের গেটের বাইরে শ-তিনেক ইস্টবেঙ্গল সমর্থকের ভিড়। প্রবল শীত উপেক্ষা করে চাতক পাখির মতো লাল-হলুদের বীরাঙ্গনাদের অপেক্ষায় তারা।

অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বিমানবন্দরের গেট পেরিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল বাইরে পা রাখতেই আবেগের বিস্ফোরণ। আনন্দে কারও চোখে জল। আবার কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে ইস্টবেঙ্গলের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। লাল-হলুদ আবিরে ছেয়ে গিয়েছে এয়ারপোর্টের গেট। টালিগঞ্জের জিনিয়া দেবনাথ থেকে বালির সৃজিতা সাহা সবাই ভেসে গিয়েছেন আবেগের ঘনঘটায়। গানে-স্লোগানে-আবিরে সাফ জয়ী বীরাঙ্গনাদের বরণ করে নিলেন লাল-হলুদ জনতা।

এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা করেননি ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। দলের গোলমেশিন ফাজিলা ইকওয়াপুট তো বলেই দিলেন, 'আমি ভাবতে পারিনি, চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসার পর এমন অভ্যর্থনা পাব।' আসলে ২১ বছরের খরা কাটিয়ে আন্তজাতিক ট্রফি এসেছে লাল-হলুদের ঘরে। ফলে এমন আবেগের বিস্ফোরণ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। সুপার কাপ, আইএফএ শিল্ড হারের ক্ষত দগদগে সমর্থকদের মনে। সেই ক্ষতেই যেন প্রলেপ লাগালেন ফাজিলা, সুস্মিতা লেপচারা।

সমর্থকদের ভালোবাসার অত্যাচারে একপ্রকার বন্দি হয়ে গেলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। তিনি লাল-হলুদ জনতার স্বপ্নের সওদাগর। তাঁর হাত ধরেই দেশ ছাড়িয়ে আন্তজাতিক স্তরে নিজেদের ছাপ ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল মহিলাদল। তাই অ্যান্থনিকে উচ্ছ্বাস থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কোচ নিজেও টিমবাসে ওঠার আগে বলে গেলেন, 'সমর্থকদের এই ভালোবাসায় আমি সত্যি অভিভূত। এমন অভ্যর্থনা পেয়ে ভালো লাগছে।'

এদিকে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার জন্য সোমবার দুপুরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবতাঁবুতে পতাকা উত্তোলন হবে।

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে জেতা ট্রফি হাতে ফাজিলা ইকওয়াপুট। রবিবার।

## হারল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

# টটেনহাম ম্যাচে জয় লিভারপুলের

**লন্ডন, ২১ ডিসেম্বর :** এভার্টনের বিরুদ্ধে জমজমাট ম্যাচে প্রয়োজনীয় ৩ পয়েন্ট তুলে নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে ফিরল আর্সেনাল।২৭ মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। হেড করতে গিয়ে দুই হাত ওপরে তুলেছিলেন জ্যাক ও'ব্রায়েন। বল তার হাতে লাগে। ভিএআর দেখে রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত জানান। স্পটকিকে বল জালে পাঠান ভিক্টর গিয়োকেরেস। এই গোলই শেষপর্যন্ত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয়। দিনের আগের ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তবে সিটিজেনদের রাজত্ব স্থায়ী হল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এভার্টনকে হারিয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করে আর্সেনাল। ১৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩৯।

প্রিমিয়ার লিগের অন্য ম্যাচে লিভারপুল ৯ জনের টটেনহাম হটস্পারকে হারাল ২-১ গোলে। গোল করে লিভারপুলের জয়ের পথ সুগম করেন আলেজান্ডার ইসাক ও হুগো একিটিকে। প্রথমার্ধে গোল হয়নি, তবে উভয় দলই গোলের সুযোগ তৈরি করেছে। ৩৩ মিনিটে জাভি সিমন্সের লাল কার্ডে ১০ জন হয়ে যায় টটেনহাম। এই কার্ডই ম্যাচের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়।৫৬ মিনিটে ফ্লোরিয়ান রিৎজের পাস থেকে ইসাক বল জালে জড়িয়ে এগিয়ে দেন লিভারপুলকে। দশ মিনিটের ব্যবধানে একিটিকে হেডে গোল করে লিড দ্বিগুণ করেন। ৮৩ মিনিটে টটেনহামের রিচার্লিসন ব্যবধান কমালেও যোগ করা সময়ে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়। শেষবেলায় ৯ জনের টটেনহামের জন্য ম্যাচে ফেরা আরও কঠিন হয়ে যায়।

অন্যদিকে, গত ম্যাচে পয়েন্ট হাতছাড়া করার পর রবিবারও হারের মুখ দেখল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ১-২ গোলে তাদের হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। ৪৫ মিনিটে মরগ্যান রজার্স এগিয়ে দেন ভিলাকে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে সমতা ফেরান লাল ম্যাঞ্চেস্টারের ম্যাথিয়াস কুনহা। তবে ৫৭ মিনিটে ফের গোল করে ভিলার জয় নিশ্চিত করেন মরগ্যান।

# আইএসএল আয়োজন নিয়ে আশাবাদী বাইচুং

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** তিন সদস্যদের নতুন কমিটিতেই আস্থা রাখছেন বাইচুং ভুটিয়া।

ক্লাবগুলির টাকায় সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনের প্রস্তাব ফেডারেশনের সংবিধান বিরোধী। যে কারণে তাতে সিলমোহর পড়েনি। বদলে আইএসএলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্য বাংলা-গোয়া-কেরল তিন রাজ্য সংস্থার সভাপতি-সচিবদের নিয়ে কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইএফএফ। বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ থেকে ওই কমিটিতে রয়েছেন সচিব অনির্বাণ দত্ত।

সাম্প্রতিক সময়ে বারবারই এআইএফএফের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বাইচুং। শুধু তাই নয়, বারবার বিরোধিতার সুর চড়িয়েছেন পাহাড়ি বিছে। তবে এবার ফেডারেশনের গড়ে দেওয়া নতুন কমিটির ওপর ভরসা রাখতে বলছেন তিনি। রবিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বাইচুং বলেছেন, 'এরমধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। আশা করছি এবার সমাধানসূত্র মিলবে। আইএসএল খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। ফুটবলারদের পায়ে বল ফিরবে।' বাইচুং অবশ্য মনে করছেন লিগ শুরু করতে হলে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের এক ছাতার তলায় আসতে হবে।

এদিকে এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত কলকাতায় লিওনেল মেসি ইভেন্ট হয়েছে। কিন্তু তার রেশ এখনও রয়েছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলা কাণ্ডে এবার মুখ খুললেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন বাইচুং। কলকাতায় মেসি ইভেন্টে না থাকলেও নয়াদিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে বাইচুং বলেছেন, 'প্রত্যেক খেলোয়াড়কে সম্মান দেওয়া উচিত। যা ঘটেছে তা নিন্দনীয়। আমার মনে হয় কোনও খেলার অনুষ্ঠান হলে সেখানে খেলাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি বা তাদের বক্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া একদমই ঠিক নয়। সেই সব ইভেন্টে অনেকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন, তাঁরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাতে চান, সেলফি তুলতে চান, এই সব নিষ্প্রয়োজন।' বাইচুং আরও বলেছেন, 'আমাকেও কলকাতায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমি নিজেই জানিয়েছিলাম যে আমি নয়াদিল্লিতেই মেসির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

## এএফসি নেশনস লিগের ঘোষণা

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** উয়েফার অনুকরণে নেশনস লিগ চালু করতে চলেছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। এশিয়ান ফুটবলের জন্য তো বটেই তার থেকেও এই খবর গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ফুটবলের জন্য। এশিয়ার দেশগুলি যাতে আরও আন্তজাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়, সেই লক্ষ্যেই নতুন টুর্নামেন্ট চালু করছে এএফসি। উয়েফা যেভাবে র‍্যাংকিং অনুযায়ী দলগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে কাছাকাছি র‍্যাংকিংয়ে থাকা দলগুলির মধ্যে ম্যাচের ব্যবস্থা করে, এএফসি ঠিক সেটাই করতে চলেছে। ফলে ভারতীয় ফুটবল দল আরও কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে।

## জিতল নর্থ ২৪ পরগনা এফসি

**কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল) রবিবার জয় পেল নর্থ ২৪ পরগনা এফসি। ঘরের মাঠে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে এফসি মেদিনীপুরকে। নর্থ ২৪ পরগনার হয়ে জোড়া গোল করেন দলের তারকা মিডিও তারক হেমব্রম। মেদিনীপুরের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন আশিস। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তারক।

সম্যক ধারেয়ার সঙ্গে দিব্যেন্দু বড়ুয়া, বাবলু তালুকদাররা। কালিম্পংয়ে।

# নর্থবেঙ্গল কাপে চ্যাম্পিয়ন সম্যক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** সারা বাংলা দাবা সংস্থার অধীনে কালিম্পং জেলা দাবা সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ১ম বর্ষ নর্থবেঙ্গল কাপে ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন সম্যক ধারেয়া। কালিম্পংয়ে সেন্ট জোসেফ কনভেন্টে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সজল বসাক দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। তৃতীয় ঋষভ আগরওয়াল। ভেটেরান্স বিভাগে প্রথম শ্যামল চক্রবর্তী। দ্বিতীয় ডব্লিউটি ভুটিয়া। মহিলাদের বিভাগে প্রথম সুকৃতি বসাক। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে প্রথম স্থান গিয়েছে আনমোল লিম্বুর দখলে। অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে প্রথম তিনটি স্থানে সৃজন রাই, ফারহান করিম ভুটিয়া ও বিহান থাপা মঙ্গর। অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে সেরা তিনে অভিনব দে, আকাশনীল মিত্র ও রাফিয়াং শেরপা শেষ করে। পুরস্কার তুলে দেন গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, সারা বাংলা দাবা সংস্থার যুগ্ম সচিব বাবলু তালুকদার, উত্তরবঙ্গের কো-অর্ডিনেটর সুব্রত দাম, কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কুহক ভূষণ প্রমুখ।

# জয়পুর থেকে সরতে পারে রাজস্থানের ম্যাচ

**জয়পুর, ২১ ডিসেম্বর :** নির্বাচন হচ্ছে না। চলছে প্রশাসনিক ডামাডোল। আর সেই ডামাডোলের জেরেই ঘরের মাঠ সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম থেকে সরতে পারে ২০২৬ সালের আইপিএলের ম্যাচ। বাস্তবে এমনটা হলে রাজস্থান রয়্যালস তাদের ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ হারাবে। কিন্তু কেন এমন অচলাবস্থা? জানা গিয়েছে, গত দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থায় কোনও নির্বাচন হয়নি। রাজ্য সরকারের তৈরি করে দেওয়া অ্যাড হক কমিটি আপাতত রাজস্থানের ক্রিকেট পরিচালনায় দায়িত্বে। সেই কমিটি ২০২৬ সালের আইপিএলের ম্যাচ আয়োজনে নারাজ বলেই খবর। এর মধ্যেই দিনকয়েক আগে আবু ধাবিতে হয়ে যাওয়া নিলামের পরই আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ সিং ধুমল জানিয়ে দিয়েছেন, রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থায় অনেকদিন নির্বাচন হয়নি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেটা না হলে আইপিএলে জয়পুর থেকে ম্যাচ সরতে পারে। শেষপর্যন্ত ম্যাচ কোথায় সরতে পারে, এখনও স্পষ্ট নয়।

আইপিএল ২০২৬

## নজির গড়ে সেরা গুলবীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর :** হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী রবিবার মরশুমের শীতলতম দিন। এমন দিনে রেড রোডে দৌড়ালেন প্রায় ২৩ হাজার মানুষ। উপলক্ষ্য টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা রোড রেস।

এবছর প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক দূত ছিলেন অলিম্পিক্সে জোড়া রুপোজয়ী মার্কিন দৌড়বিদ কেনি বেডনারেক। তাঁর সামনে জাতীয় রেকর্ড গড়ে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা হলেন গুলবীর সিং। উত্তরপ্রদেশের এই দূরপাল্লার দৌড়বিদ। গতবছর দৌড় সম্পূর্ণ করতে সময় নিয়েছিলেন ১:১৪:১০ ঘণ্টা। এবার ভারতীয় পুরুষদের এলিট বিভাগে নিজের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে ১:১২:৬ ঘণ্টায় দৌড় শেষ করলেন তিনি। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সেরা হলেন সীমা। আন্তজাতিক বিভাগে সেরা জোশুয়া চেপ্টেগেই।

## বড় জয় নবীনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার নবীন সংঘ ৭ উইকেটে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে টসে জিতে কিশোর ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭০ রান তোলে। শ্রেয়াংশ সিং ৭১ ও অভিষেক আনন্দ ২০ রান করেন। রৌনক আগরওয়াল ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে নবীন ২৪.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৬ রান তুলে নেয়। দেবজিৎ মুখোপাধ্যায় ৫৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা রৌনক ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে ফুটবলারদের নিয়ে উৎসবে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের কর্মকর্তারা।

# চ্যাম্পিয়ন ডিনারে ফুটবলারদের আপ্যায়ন সূর্যনগর ফ্রেন্ডসের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** এক সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। সেই সাফল্যের উদযাপন যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছে না তাদের। রবিবার ফুটবলারদের কাটআউট ও নানা রংয়ের সেজে উঠেছিল তাদের ক্লাবঘর। সেখানেই চ্যাম্পিয়ন ডিনারে কোচ ও স্কোয়াডের ২৬ ফুটবলারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সূর্যনগর। এসেছিলেন ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়রাও। যেখানে উপস্থিত হয়ে মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা এসে তাদের আশীর্বাদ করে যান। সূর্যনগরের সচিব মদন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বিবেকানন্দ ক্লাব থেকে ফুটবল ম্যাচের সাজে তৈরি কেক উপহার দেওয়া হয়েছিল। মেয়র সেই কেক আমাকে খাইয়ে দেন। আমাদের ফুটবলারদের সঙ্গে তিনি দেখা করারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। অবশ্যই তাঁর কথা আমরা রাখব। এদিন রাতে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী সহ অধীন্যস্ত সমস্ত ক্লাবের প্রতিনিধিরাই এসে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গিয়েছেন। এজন্য সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।' এবারই প্রথম প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সূর্যনগর। সেই সাফল্য ধরে রাখার কাজও তারা শুরু করে দিয়েছেন। মদন বলেছেন, 'এবারের সাফল্য আমরা প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের উৎসর্গ করছি। কার্যনির্বাহী সভাপতি তরুণ পালকে নিয়ে আগামী বছরের জন্য শক্তিশালী দল গড়তে আজ থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছি।'

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়।

## সুপ্রিম কাপে সেরা তরাই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** আইএফএ-র পরিচালনায় ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সুপ্রিম কাপ অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য স্কুল ফুটবলে উত্তরবঙ্গ জোনে চ্যাম্পিয়ন হল তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুলকে। তরাইয়ের মায়াঙ্ক ভগৎ জোড়া গোল করে। তাদের অন্য গোলটি কুন্তল বর্মনের। খারিজার গোলস্কোরার দেবজিৎ রায় ও মনজিৎ রায়। পুরস্কার তুলে দেন ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ প্রমুখ। সুমন বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হয়ে তরাই কলকাতায় রাজ্য প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এজন্য ওদের অভিনন্দন।'

# দুন হেরিটেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অ্যালভিটো

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** দুন হেরিটেজ স্কুলের দ্বি-বার্ষিক ক্রীড়ায় ৪ দলীয় ইন্টার হাউস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল টেগোর। রানার্স বিবেকানন্দ। সফল খেলোয়াড়দের পুরস্কার তুলে দেন ইস্টবেঙ্গলের দুই প্রাক্তন ফুটবলার অ্যালভিটো ডি কুনহা ও মনজিৎ সিং। দুনের ডিরেক্টর শিবম ভট্টাচার্য বলেছেন, 'আমাদের মাঠেই শনিবার দ্বি-বার্ষিক ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। মাঠ দেখে মুগ্ধ অ্যালভিটো আমাদের কথা দিয়েছেন, কলকাতার কোনও বড় ক্লাবের সঙ্গে যাতে আমরা জোট বাঁধতে পারি, সেই চেষ্টা তিনি করবেন।' দুনের ফিজিকাল এডুকেশনের শিক্ষক কৌশিককুমার মিত্র জানিয়েছেন, দ্বি-বার্ষিক ক্রীড়ায় ৬টি গ্রুপে ৩৬ ইভেন্টে প্রায় ৩৫০ ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় নেমেছিল।

সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে অ্যালভিটো ডি কুনহা ও মনজিৎ সিং।

## কোয়ার্টারে এনবিইউ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর :** সম্বলপুরে আয়োজিত পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনে কোয়ার্টার্স ফাইনালে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনবিইউ) মহিলা দল। রবিবার প্রি-কোয়ার্টারে তারা হারিয়েছে দীনদয়াল উপাধ্যায় গোরখপুর ইউনিভার্সিটিকে। প্রথম সিঙ্গলসে অরিত্রি সাহা ২১-১৫, ২১-১৩ পয়েন্টে জিতেছেন অঞ্জলি চৌহানের বিরুদ্ধে। ডাবলসে আরাত্রিকা দে-কে নিয়ে অরিত্রি ২১-১৩, ২১-১২ পয়েন্টে অঞ্জলি-প্রীতির বিরুদ্ধে জিতেছেন। এর আগে তৃতীয় রাউন্ডে একইভাবে অরিত্রি-আরাত্রিকার হাত ধরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এনবিইউ জয় পেয়েছিল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা বিজন বিশ্বাস - কে 20.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 90C 31279 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যা একটি সহজ হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা এখন আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। কোটিপতি হওয়া অবাস্তব মনে হয় এবং এটি থেকে আমার পরিবারে যে সুখ এসেছে, তা অমূল্য। আমার জীবনের এই অসাধারণ পরিবর্তনের জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।